পথের কথা

ও

নীতি গাথা

To believe your own thought, to believe that what is true for you in your private heart, is true for all men; that is genius. Speak your latent conviction and it shall be the universal sense.

R. W. Emerson

Take Sydney's maxim. Look in the heart, and write." He that writes to himself writes to an eternal public.

(The Same)

We pass in the world for sects and schools for erudition and piety, and we are all the time jejune babies.

(The Same)

শ্রীনরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

প্রণীত

পথের কথা

ও

নীতি গাথা।

The things we now esteem fixed shall, one by one, detach themselves like ripe fruit from our experience, and fall. The wind shall blow them none knows whither. The landscape, the figures, Boston, London, are facts as fugitive as any institution past, or any whiff of mist or smoke, and so is society, and so is the world.

R. W. EMERSON.

He who knows the most, he who knows what sweets and virtues are in the ground, the waters, the plants, the heavens, and how to come at these enchantments, is the rich and royal man.

(The Same.)

না রহিবে এ চরাচর এমনি ভাবে
চির দি—ন
পূর্ণিমাতে শোভে এখন, অমানিশার
হবে লী—ন

(গ্রন্থকার)

ভ্রম তালিকা।

মন্তব্যঃ—এই গ্রন্থ ১৩২০ আশ্বিন হস্ত লিখিত হইয়াছিল ; ১৩২১, কার্ত্তিক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। নীচের লিখিত কতিপয় স্থানে ভুল আছে, সেগুলির সংশোধন আবশ্যকীয়।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১৬	নাত্তি	নীতি
২৬	৫	(৭ মন)	উপরে একটি লাইন্ বসিবেক
৩১	১	কাগ্র	একাগ্র
৩১	১৯	অদৃষ্টপর্ব্ব	অদৃষ্ট পূর্ব্ব
৩৮	৫	স্বর্যো৭	সূর্য্যা৭
৩৮	৪৯	লোককে	০
৪০	১	গীতি	এই শব্দ বসিবেক
৪২	২	পোয়াতি	পোয়াকি
৫০	৮	পূর্ব্বে	পর্ব্ব
৫১	১০	করিতেছে	করিতেছ
৫৪	১৩	নিনীত	নির্ণীত
৫৭	৯	আজানু লম্বিত	আজানু-উদ্ধৃত
৫৮	২	মহা ফলাঃ	মহাফলা
৫৮	৩	প্রবৃত্তি মুখে	প্রবৃত্তি-মুখে
৬৫	৬	তাঁহারা ও	তাহারাও
৬৬	১	সো--অহং	সোঽহং
	২	সো--অহং	সোঽহং
৭২	১০	তদ্রূপ	তদ্রূপ

৭৪	১১	চেষ্টা	থাকিবেক না
৭৫	১২	the	থাকিবেক না
৭৭	১৩	মনেও	মনের কোণেও
৭৭	১৪	হীন তেজ	হীনতেজ
৮৫	৭	মমায়ত্তং	মমায়ত্তং তু
৮৭	২১	তদ	তদ্
৮৮	১	অবস্থায়	অবস্থার কালে
৮৮	৫	জন্ম	পূর্ব্ব জন্ম
৮৮	১১	সমাধিশতু	সমাবিশতু
৮৯	১৩	স্নায়	স্নায়-
৯২	১৭	পরে	বয়সে
১১৯	২	নিলিপ্ত	নিলিপ্ত,
১২০	২১	আমি	আসি
১৩১	১৫	তাহা ১৮৯২	তাহা ১৮৯১
১৪৫	৫	৩৩	২২
১৫৭	২৩	দগের	দিগের
১৬৫	১	প্রথম	প্রথমে
১৬৬	২১	হন	হয়
১৬৯	১৭	n	in
,,	১৮	e	she
,,	১৯	ell	well
১৭৫	১৬	their,	their
১৭৬	৭	Spurined	Spurned
১৮৬	৪	Principial	Principal

পথের কথা

ও

নীতি গাথা।

(প্রথম ভাগ)

শ্রীনরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

প্লিডার

প্রণীত।

Printed by B. B. NATH at the MOHILA PRESS.
27, 29, Pataldanga Street CALCUTTA.

ভূমিকা।

এই গ্রন্থখানিতে আমার দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া লিখিত বিষয়গুলি একত্রীকৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম—অধিকাংশই স্বরচিত আছে. কতকাংশ যাহা আমি ডায়েরী বহিতে যখন যেখানে গ্রন্থ পাঠে ও মাসিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পাঠে ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়া সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি—উক্ত ডায়েরীতে কোথা হইতে প্রাপ্ত বা উদ্ধৃত সর্ব্বত্র তাহা সবিশেষ লিপিবদ্ধ করা না থাকায়, কাহার রচিত ও কোথা হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বত্র সবিশেষ স্বীকার করিতে ত্রুটী হইল, তজ্জন্য মহানুভব আদি প্রচার কর্ত্তারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

ফলতঃ আমার এ পুস্তক প্রকাশ—মালাগাথা মাত্র—কতকফুল নিজ বাগানের ও কতক পরকীয় বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া এ মালা গাঁথা হইয়াছে। একখানি নীতি গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না, তবে "ভিন্ন রুচি হি লোকঃ", ৪ কোটী বাঙ্গলা ভাষীর মধ্যে ৪ জনেও এতৎপাঠে কুমার্গ ত্যাগ করিয়া সুপথ ধরিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। প্রথমতঃ অর্থাভাব বশতঃ এবং দ্বিতীয়তঃ মনে মনে, এই চিন্তাও ছিল, লোকে পাগলের উক্তি বলিয়া কেহ এপুস্তক পড়িবেন না, এই দুই কারণে আজ দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারি নাই; এক্ষণে এতৎ সম্বন্ধে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ও আমার জীর্ণদেহের প্রাণান্ত সুশ্রুষাকারিণী সহধর্ম্মিণীর অনুমোদন এবং অনেক শিক্ষিতা মহিলারও এ গ্রন্থ সুপাঠ্য ও বোধগম্য হইবেক এবং এতৎপাঠে অনেকে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইবেক, এই অভিমত

প্রকাশ পাইয়া ইহার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে, যাহা সম্পূর্ণ নূতন ঠেকিবে—এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, মহাপথের পথিক আমি, ১৪ বৎসর বয়সে হাঁপ ও জ্ঞান উন্মেষ হওয়া হইতে আজ ৩০ বৎসর কাল যাবৎ সারাটা জীবন অতি কষ্টে হোঁচট্ খাইতে খাইতে, পথ চলিতে চলিতে যাহা একাগ্র চিন্তায় দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া বুঝিয়াছি, তাহাই লোকহিত কামনায় প্রচার করিলাম।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, এই নীতি-মালা গাঁথিতে স্বীয় শাস্ত্রের নীতিকথা সম্বন্ধে যাবতীয় অংশ ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রণীত "প্রকৃতিবাদ অভিধান" হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এবং "প্রবাদ কথা" সম্বন্ধে লিখিত বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুবল চন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত "সরল বাঙ্গালা অভিধান" হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য স্থান হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল যথাস্থানে পুস্তকমধ্যে স্বীকৃত হইয়াছে।

জন্মভূমি ও বাসস্থান

যামনা,

জিলা বৰ্দ্ধমান;

আশ্বিন—১৩২০ সাল।

নিবেদক—

গ্রন্থকার

শ্রীনরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত (মল্লিক)।

উৎসর্গ পত্র।

মহামহিমময়ী—আমিত্ব উদ্ভব ক্ষেত্র শ্রীশ্রীজননী দেবী

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

মা,—জননি, দেবি,

বড় কঠোর যাতনা এই কুপুত্রকে লইয়া পাইয়াছ মা! যখন আমি ৪ বছরের শিশু ও আমার ভ্রাতা ১ বছরের, তখন পূজ্যপাদ পিতৃদেবের বিয়োগ ঘটায়, তৎকাল হইতে অদ্যাবধি আমাদিগকে লইয়া সংসার সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে, অনেক কষ্ট দুঃখ পাইয়াছ ও পাইতেছ। যখন ১৪ বছর বয়সে কঠোর হাঁপ রোগে মৃতপ্রায় হইয়া ২ বছর কাল শয্যাগত থাকি, তৎকালে মা, তোমার যত্ন, শুশ্রূষার কথা ও ঈশ্বর সান্নিধ্যে প্রার্থনার কথা মনে করিলে এবং আজিও আমার কঠিন ব্যারামের জন্য সর্ব্বদা ভগবানের দ্বারস্থ আছ, ইহা চিন্তিলে, সত্য সত্যই মনে হয়—এমন মাতা যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই। জননি গো, সংসারে কত প্রকার যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে পড়িয়াছি, তাহা তো তোমার অবিদিত নাই—কতবার এই পাপ দেহ নষ্ট করণের সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছিল—কিন্তু কে জানে কেন, কে যেন পিছন্ থেকে টেনে ধ'রে বলে—"মূর্খ, কি করিতেছিস্, নীচু দিকে তাকাইয়া দ্যাখ্, উচ্চবংশে জন্ম পাইয়াছিস, সু-জননী পাইয়াছিস্, আত্মহত্যা মহাপাপে ডুবিস্ না! মারিলেই কি নিষ্কৃতি আছে? কে বলিল, তুই নিবিড় অন্ধকারে শতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইবি না? চামচিকে হ'য়ে বিষ্ঠা কূপে বাস করিবি না? কে বলিল তুই ম্যাথরের ঘরে জন্মাইয়া সপ্তম বর্ষ বয়স হইতে জ্ঞানময় পথে বিচরণের পরিবর্ত্তে কেবল বিষ্ঠার ডালি মাথায় করিয়া পশুবৎ জীবন কাটাইবি না? সাবধান, মূঢ় সাবধান! ভগবৎবিধানে

সন্দিহান্ হইস্ না! নিজ পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মফলে, এই জন্মে নানা কষ্টের দশায় জড়িত হ'য়েছিস্—জ্ঞান লাভ কর্, সৎকর্ম্ম করিয়া যা—পরকালে, পরজন্মে মঙ্গল হইবে; লক্ষ যোনি ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র মানব তুই, নানা জন্মে কর্ম্মফল প্রদত্ত সুপথ্য স্বরূপ, নানারূপ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য না করিলে, চৈতন্যোদ্রেক হইয়া তোর মঙ্গল বিধান হইবে কিসে? এ ছাড়া আর কোন্ উপায়ে তুই শুক, নারদ প্রভৃতি মুনির ন্যায় কাম, কামনা শূন্য নির্ব্বাণ, মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম-ক্লেশ রহিত, স্থায়ী জন্ম লাভে ঈশ্বর সমীপে বিরাজ করিবি?"

মাগো! ঐ দৈববাণী শুনিয়াই তোমার পুত্র এতকাল জীবিত আছে,—সত্য সত্যই মা, মহারাজ চক্রবর্ত্তিত্ব পদে আমার লিপ্সা নাই, ধনীর অট্টালিকা বা বিলাস উপকরণ আমার নজরে ধরে না—সবই দেখি শুনি, আর মনে মনে, হাঁসি—কারণ বাহ্য প্রকাশ হাঁসি, তো, যে কালে ১৪ বৎসর বয়সের সময় কঠিন হাঁপরোগ আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, সেই কাল হইতে আজ ৪০ এর পরবর্ত্তী এই মৃত্যু আলয়ের মিটি মিটি আলো দর্শী বয়স অবধি, কখনও প্রাণখোলা হাঁসি তো হাঁসি নাই।

অতুল ধনশালী, স্বনামধন্য, নিজ জীবনে ১৫৲ মাসিক বেতনের টেলিগ্রাফ্ পিয়নি কার্য্য করা রূপ জীবিকা আরম্ভ হইতে আজ লৌহ, ইস্পাতের কারবারে পৃথিবীর মধ্যে আশ্চর্য্য ভাগ্যবান্ পুরুষ, ধনীশ্রেষ্ঠ, একশত কোটী টাকার অধিকারী ও পঞ্চাশৎ কোটি টাকার দাতা চূড়ামণি, বাঙ্‌লা দেশের ৫০টী মহারাজপদের তুল্য অর্থশালী, আজ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়স্ক, বিখ্যাত আমেরিকান্, মিষ্টার অর্থাৎ "শ্রী" রূপ সাধারণ উপাধিধারী এণ্ড্রু কার্ণেজির ন্যায় ধনশালী হইয়া কারবারী হইতে আমার তিলমাত্র কামনা নাই। মহাপথের পথিক—আমরা—পথের মাঝে অত ধূলা ঘাঁটিয়া লাভ কি মা? যত ধূলা কাদা ঘাঁটিব ততই কালক্ষেপ হইবেক, পথ চলা কামাই

যাইবেক, ততই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ সংস্রব দোষে মলিন, কুটিল হইবেক। নিজের মন পরীক্ষা করিয়া বুঝি, পূর্ব্বজন্মে ক্রোড়পতি অতি লম্পট, সৎকার্য্য বিহীন, ক্রূর ছিলাম তাই ইহজন্মে বুকে যাঁতা দেওয়া হাঁপরোগ ও টেঁটা বেঁধা রূপ যন্ত্রণাদায়ক সদ্য প্রাণহরণকারী, এক ইঞ্চি পাশ ফিরিবার যো নাই, এমন ভীষণ হার্ণিয়া রোগ ও অন্যান্য নানা রোগ এবং অভাবের পরাকাষ্ঠা, পরান্নে পোষণ প্রভৃতি মানসিক যন্ত্রণাদায়ক নানা দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি।

জননি! এতদিনে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে—আর কিছুই চাহি না, চাহি কেবল, পুরাণ শাস্ত্রে কথিত নারদ ঋষির ন্যায় লোক হইতে লোকান্তরে বিভুগুণ গাইতে গাইতে, ইচ্ছাভ্রমণ করিয়া বিশ্ব রহস্য বুঝিতে! দেবি! আজ আপনার গর্ভ প্রসূত ক্ষুদ্র কাঁটা বৃক্ষে কণ্টকারি ফুল সম একটি ফুল ফুটিয়াছে। কোন্ দেবতার শ্রীচরণে এই কু-পুষ্প উপহার দিব, তাই ঠিক করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যধামে আমার ঈশ্বর প্রতিনিধি কেবল একমাত্র আপনাকে জানিয়াই এবং সন্তানের সহস্র দোষ মাতার নিকট মার্জ্জনীয়, তাহার দুষ্টুমি খেলার গাত্রধুলি, তাঁহার সুখস্পৃশ্য ও অকিঞ্চন সন্তানের প্রদত্ত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যও তাঁহার নিকট আদরের বস্তু, এই প্রবাদ আছে বলিয়া আজ সাহসী হইয়া আপনার শ্রীচরণে ইহা নিবেদন করিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার ইহ জীবনের এই চল্লিশ বৎসরের পরবর্ত্তী ঐকান্তিকী কামনা যেন ফলবতী হয়।

আপনার সেবক পুত্র

শ্রীনরেন্দ্র নাথ মল্লিক (সেনগুপ্ত)

যামনা

জিলা বর্দ্ধমান

১৩২০। আশ্বিন

পথের কথা

ও
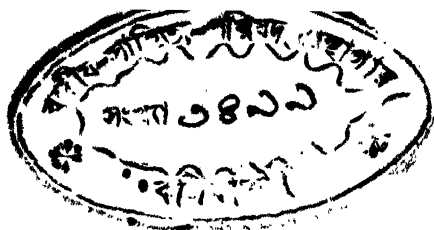
নীতি গাথা।

সুখ।

কোন্ দূর দেশে, নিভৃত নিবাসে, সুখ রে বসতি কর ?
তোমার উদ্দেশে, ঘুরি দেশে দেশে, কাতর হ'য়েছি বড় !
কোন্ নন্দন কাননে, পারিজাত বনে, লুকায়ে আছ হে তুমি ?
কত ব্যাকুল হইয়ে, আকুল হৃদয়ে, খুঁজেছি তোমারে আমি !
সুখ, আমি সুধু নই, আছে আমা বই, কত শত নর নারী
নানা উপচারে পূজিছে তোমারে, ডাকিছে মিনতি করি !
কেহ রাজসিংহাসনে, পাতিছে যতনে, আসন তোমার তরে
কেহ সুরম্য ভবনে, বিলাস কাননে, তোমায় সাধনা করে !
কেহ বিলাসিনী সঙ্গে, বিহরিছে রঙ্গে, সাধের প্রমোদাগারে
শোক, তাপ, হায় ! ভুলিবারে চায়, প্রিয়ার কোমল ক্রোড়ে !
কেহ ধন, মান, তরে, দেহ পাত ক'রে, তোমারে লভিতে চায়
সুখ্যাতি সম্মান, সুখের সোপান, ভাবিছে সদাই হায় !
সুখ, তোমার লাগিয়া, পাগল হইয়া, ছুটিতেছে সব লোকে
তুমি লুকালে কোথায় ! করে হায়, হায় ! কত জনে কত দিকে !

হ'লো রাজসিংহাসন, কণ্টক আসন, বিঁধে গায়, পলে, পলে
অই বিলাস ভবনে, বিলাসীর প্রাণে, রাবণের চিতা জ্বলে !
কামিনী অধরে, গরল উগারে, বাহু পাশ, নাগ পাশ
সুনাম রটিল, ধরা সরা হ'লো, তবু মিটিল না আশ !
সুখ, কি দিয়া তোমারে, পূজিব বল রে, তোমার বসতি কোথা !
আজ তোমার আলয়ে যেতে চায় হিয়ে, মরমে বেজেছে ব্যথা !
সুধু ক'রে ধুলিখেলা, বহে গেল বেলা, মিটিল না আশা মোর
কি হবে উপায়, জানি না গো হায় ! সম্মুখে আঁধার ঘোর !

আমিত্বের বিলোপ।

চাহি না, মিশিতে প্রভু !
চাহি না, তোমারে আমি,
র'য়েছি অনন্ত সুখে
যেমনে রেখেছ স্বামী !
এই যে নিখিল ধরা
কর্ম্ম পাকে ঘুরিতেছে !
ওই যে গগন-মার্গে
কোটী তারা ছুটিতেছে !
সমগ্র নক্ষত্র লোকে
যে শক্তি চালিত আজ
প্রতিক্ষণে মোর দেহে
সে শক্তি করিছে কাজ !

গ্রহ, উপগ্রহ, হ'তে
অণু, পরমাণু আদি!
একই শক্তি সূত্রে বাঁধা
তবু শান্ত নির্ব্বিবাদী!
এমন শান্তির দেশে
হে নিখিল পরমেশ!
নাহি মোর দুঃখ ফোঁটা
নাহিক যন্ত্রণা লেশ!
আনন্দে রয়েছি আমি
কোটী রবি তারা সনে
সবারি মাঝারে যেন
কাহারে পড়ে গো মনে!
সমস্ত বিশ্বের তলে
কে যেন লুকায়ে আছে!
আমি যেন তাঁরই খোঁজে
ঘুরিতেছি পাছে, পাছে!
এই যে ছুটেছি, আমি
এই যে কাঁদি গো নিতি
ইথে মোর দুঃখ কোথা
পাই অতুলন প্রীতি!
আমি আছি, আছ তুমি,
নাহি কোন ব্যবধান!
তোমারি প্রেমের বাণে
শোক, তাপ, খান্ খান্!

কোন দুঃখ নাহি মোর
আমি আছি, ভোরপুর্!
হৃদয়ে র'য়েছে ধাত !
কভু তুমি নহে দূর !
চাহি না, চাহি না, নাথ
মিশিয়া যেতে, তোমাতে !
এমনি করিয়া দেব !
রেখো মোরে সাথে, সাথে !

জীবন রবি।

জীবন মধ্যাহ্ন গতে, উপনীত রবি,
এ দীপ্ত তপন, ক্রমে পড়িবে ঢলিয়া
পশ্চিম গগনে ; এই চারু বিশ্ব ছবি
সন্ধ্যার তিমিরে, ধীরে, যাইবে ডুবিয়া।
কিছুই হ'লো না মোর ; একে,একে,একে,
সংসারের দিন এলো, হ'য়ে অবসান !
যেতে হবে অনিচ্ছায়, অসমাপ্ত রেখে
জীবনের কাজ, তাই কাঁদিছে পরাণ !
শৈশবের কথা আজ, হ'তেছে স্মরণ !
কত উচ্চ আশা মোর, জাগিত হিয়ায় !
প্রাণের সঙ্কল্প সব, র'লো অপূরণ !
এখন নীরবে হবে, লইতে বিদায় !
ব্যর্থ জীবনের জ্বালা, দুঃসহ, দুর্ব্বার
পরাণে দংশিছে মোর, আজি অনিবার !

দিশেহারা।

(গীতি)

না রহিবে এ চরাচর এম্‌নি ভাবে
চির দি—ন,
পূর্ণিমাতে শোভে এখন অমানিশায়
হবে লী—ন,
রবি শশী গ্রহ তারা বাষ্পাকারে ছিন্ন ছাড়া
অপেক্ষিবে কাল সদা
হ'য়ে আজ্ঞাধী—ন,
হু হু দৃশ্য ভয়াবহ আতঙ্কেতে কাঁপে দেহ
সব শূন্য, না রবে কিছু
এ কথা কেম—ন,
রাজা, প্রজা, নাহি রবে নর, নারী, লুপ্ত হবে
এক ব্রহ্ম বিরাজিবে
যিনি সনাত—ন।

কে সৃষ্টি করিল, কেন সৃষ্টি হইল? শেষটা কি দাঁড়াইবে? এই সব সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, কি আবহমান কাল পর্য্যন্ত থাকিবে, না, এই জীবনের প্রথম ও শেষ—এই সব ভাবনা চিত্ত বিকল করিয়া তুলিয়াছে; আর কি সুন্দর পৃথিবী, অগণ্য নক্ষত্র, সূর্য্য চন্দ্র, সুন্দর নর-নারী, বালক বালিকা, কিছু লইয়া কারবার করিতে পাইব না? অহহ! বুদ্‌বুদের ন্যায় কি জলে উৎপত্তি হইবা মাত্রই ক্ষণিক স্থিতি লাভ করিয়া মিশিয়া যাইব?

কি হইবে ভাই, এ যে মস্ত ভাবনায়, বিষম সমস্যায় প্রাণ হাঁকুলি বিকুলি করিতেছে। এই পৃথিবী কত বড়—সূর্য্য, তাহা হইতেও ১৪ লক্ষ গুণ বড়, এমন ৫০ কোটী সূর্য্য তুল্য নক্ষত্র তো দূর্‌বীণে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঠাওরাইয়াছেন; সে সকলও কদাপি জনশূন্য নিরর্থক স্থান নহে—ভগবৎ রাজ্যে নিরর্থক একটী পরমাণুও তো নাই—তবে সে সকল লোকে বাস করেন কোন মহা পুরুষেরা? কিছুই তো বুঝিলাম না। কি হবে ভাই, কোথা যাবো ভাই, কে রাখিবে ভাই, আমার আত্মার যবনিকার এই কি শেষ? মহাপথের পথিক আমরা—পূর্ব্বে কি কোন পথ অতিক্রম করিয়া আসি নাই—সম্মুখে কি অনন্ত পথ এখনও নাই? তাই সুধাই, হে মন, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? কেন আসিলে? কি করিতেছ? কোথায় যাইবে? ধূ! ধূ! ধূ! কেবল অনন্ত পথ হু হু শব্দে বায়ু, তদুপরি তাহার জন্মদাতা ইথর চলিয়াছে, কেমন করিয়া এ পথ অতিক্রম করিয়া সেই আদি স্থানে যাইব?

জীবন স্বরয্‌ নহে, এই সবে নূতন,
অস্তমিত অন্য ভূমে,
হেথা মাত্র নব কায়ায় দরশন,
The Soul * * * our life's Star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar.
(W. Wordsworth)

তাই ভাবি সদা—এ কি স্বপ্ন—এ কি প্রহেলিকা? স্থান কি নাই? দাঁড়াইবার, হাঁফ ছাড়িবার নিশ্চিত ভূমি কি নাই? একবার আমি আছি, আমার এই আমিত্ব অনুধাবন করিবার সু—অবসরক্ষেত্র কি পাইব না? কেবল কি সংসার টানায় পোড়েন পড়াইতে, তন্ত্র চালানো রূপ আনাগোনা

করিতে থাকিব? হরি, হরি,—দিন তো গেল, আজ পোহাইল, কাল আসিল— খাইলাম, কাজ করিলাম, শুইলাম —পুনরায় সেই টানা পোড়েনের কার্য্য—আনাগোনা একই ধারায় করিলাম—শান্তি তো পাইলাম না, বিশ্রাম তো নাই—আত্মোপলব্ধি সুযোগ তো ঘটিল না? দশায় কি হবে তবে? অয়ি স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী ভার্য্যে, স্নেহের পুত্তলি পুত্র কন্যকে! ভো সূর্য্য, অসংখ্য তারকামণ্ডলী! যাহাদিগকে আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব ও স্বাদুত্ব বুঝিতেছি—আমাকে বলিয়া দেও, আমায় শিখাও, আমার পরম তৃপ্তি ও বিশ্রাম স্থান কোথায়?

হে শস্য-শ্যামলা, সাগর-মেখলা, বহুখনিজগর্ভা পৃথ্বি আমায় সমজাইয়া দেও—আমার শেষ গতি কোথায়? সৃষ্টি তো আগে ছিল না—কেন তিনি সৃষ্টি করিলেন? কি উদ্দেশ্যে, কাহার মঙ্গলার্থে, কোন স্বার্থে? আমায় বুঝাইয়া দেও হে ভূতমণ্ডলী!

কেহ কেহ ভার্য্যার সেই মুখখানি দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে পাগল হয়েন, কেহ বা আয়েষার মত পত্নী লাভে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা তিলোত্তমার রূপ কল্পনায় বিভোর, কেহ বা বারাঙ্গণার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছেন—কিন্তু কৈ এ পোড়া শুষ্ক দগ্ধ চিত্তে তাহার কিছু মজাদারি রস তো বুঝিলাম না—কেবল চিত্ত করিতেছে হু! হু! হু!—শ্রান্ত পথিক, কোথায় যাইতেছ? সঙ্গে কে তোমার যাইবে? কোথায় যাইবে? সর্ব্বদাই এই চিন্তা পাগল করিয়া তুলিয়াছে—তাই পাগল মনে সুধাইতেছি, কি হবে ভাই, কোথায় যাবো ভাই, আবার কি সুন্দর পৃথ্বি বা তদপেক্ষা উচ্চাধম লোকে ঠাঁই পাইব না? অকিঞ্চিৎকর নর্দ্দমার কীট, বায়ুর মশক, জলের বুদ্‌বুদ্, দিন দুই তরে জন্মিয়াছি,—আবার জড়ে মিশিয়া জড় হইয়া থাকিব? না, না,—তা হবে না,—তা কখনও সম্ভব নহে—এ জড়, শক্তি ও চৈতন্যময় জগতে কোন পদার্থেরই লয় নাই—মানব দেহ পুড়িয়া ছাই ভস্ম হইল, তাহার

নানা উপাদান নানামতে পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল, কেহ অস্তিত্ব হারাইল না—বাকি থাকিল যে তাহার আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মদেহ বা আত্মা তাহা কখনও উপিয়া অস্তিত্ব হারাইবার নহে—তাহা চৈতন্যময়, পরমাত্মার সম শ্রেণীর পদার্থ—তাহা নিজ প্রবৃত্তিময়ী দেহ ধারণের জন্য ছুটিল—ভগবৎ রাজ্যে এইই সনাতন নিয়ম—ইহাই বিধি প্রেরণা—যত দিন তোমার আমার কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদি আত্মার প্রবৃত্তি পরিচ্ছদ থাকিবেক—যত দিন প্রবৃত্তি গণের পঞ্চ রসের আস্বাদনে, নাকানি চোবানি খাইয়া তীক্ষ্ণধার ভোঁতা হইয়া বহু বিলম্বে অথবা জ্ঞান ভক্তি মার্গে থাকিয়া সংযত ব্যবহারে অল্প কালের মধ্যেই ক্ষয় প্রাপ্তি না ঘটিবেক, ততদিন ভাই; এই আনা গোনার—এই যোনিপথ ভ্রমণের—বিরাম নাই—ইহা অপরিহার্য্য!

হু! হু! হু!—দূর, অতি দূর, অতি দূর—কি সুন্দর, এই হু! হু! কি গভীর অন্তরের হুঙ্কার ধ্বনি: ঐ যে কোটী কোটী যোজন অন্তরস্থিত কোটি কোটী দেবতা লোক নক্ষত্রমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া—রাজ রাজেশ্বরের শ্রীচরণে গিয়া আঘাত করিল—কি মর্ম্মভেদী আত্ম নিবেদন—ভাই কি সুন্দর এই হু হুঙ্কার! নরম মিঠে কথায় মনকে আঁখি ঠারা করিয়া, মনগড়া নাড়ুয়া গোপাল সাজাইয়া মনকে প্রবোধ দিলে চলিবে না, মহতের রাজ্যে মহান্ ভাব চাই—ঘরে বসিয়া এক ফুট্‌গ্লোবের ম্যাপে পৃথিবী দর্শনরূপ ধ্যান ধারণা চাই—তিনি তোমার আমার রূপ কল্পনার জিনিষ নহেন।

সে কি তোমার আমার মত　　হাতী ঘোড়া সাপ আয়ত
যে দেখ্‌তে পাবে, পথে ঘাটে,
সে তো (মন) নয় মণ্ডা খাজা　　সীতাভোগ কি গজা
যে সুখ চর্ব্বণে তলাবে পেটে,
সে তো নয় হীরা চুনি　　পান্না কি মণি
যাদের সুধুই বাহার রূপের চোটে,

সে তো নয় রাজা বাদ্‌সা জার কিম্বা সা
যাদের শৃগাল যুক্তি ময়ূর তক্তে
সে যে একাই হর্ত্তা একাই কর্ত্তা
কারে না সুধায়, সুখে কি সঙ্কটে
সে যে তীরন্দাজ তীর ছুঁ'ড়ে
ব'সে বিজন মাঠে,
(ও) তাঁর শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্তজনে
ইচ্ছামত চরণ ভেটে।

কর্ম্মফল।

কর্ম্মফল কি? কোথা হইতে আসিল? কেন একজন জন্মান্ধ হইল, অন্যজনই বা কেন শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া বিষম ক্লেশ যন্ত্রণা পাইল? কেহ বা সংসারে অল্প আয়াসেই অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছে—কাহারও বা শত চেষ্টা বিফল হইতেছে—এ সকলের তাৎপর্য্য কি? মানুষ হইয়া সকলেরই ইহা গভীর চিন্তার বিষয়! তাই বলি, ভগবান্, তোমার রাজ্যে এ বিষমতা কেন? এ পক্ষপাতিতা কিরূপ? হরি, হরি, তুমি দোষী, না আমি দোষী—মন; তোমায় সুধাই বল, বল, দোষ কাহার? হে নির্গুণ ও সগুণ পুরুষ, তোমার দুর্জ্ঞেয় মহিমা আমায় একটু বুঝাইয়া দেও, ঈষৎ ভাবিবার, চিন্তিবার সুবিধা ও ক্ষমতা দেও! সর্ব্বাগ্রে, সৃষ্টির প্রথমে সেই নির্গুণ মহামহিমময় পরমাত্মা যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন—তাঁহার বিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছা সমুদিত হইল—অম্‌নি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা শক্তিসহ দীর্ঘ প্রশ্বাস পবন ইথাররূপে দিগ্‌দিগন্তরে মহাবেগে প্রধাবিত হইল—ঐ প্রশ্বাস পবনে জড় ও শক্তি সর্ব্বসাধারণের বীজকণা অন্তর্নিহিত থাকিল—ঐ ক্ষণেই

নির্গুণ ঈশ্বর সগুণ হইলেন। প্রবল প্রশ্বাস পবন প্রবাহের সময় হইতে কালস্রোত প্রবাহিত হইল; ঐ মহাকালকে আশ্রয় করিয়া ইথাররূপী প্রশ্বাস-পবন সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী রচনা করিতে লাগিল। মহাসূর্য্য হইতে সূর্য্য হইল,—সূর্য্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পৃথিবী গোলক সুদূরে প্রধাবিত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল—ঐ প্রশ্বাস পবনেই যে সকল জীব, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির বীজকণা নিহিত ছিল, তাহারা কালক্রমে জাগ্রত হইতে লাগিল—তখন তাহাতে তুমি, আমি, সকলেই ছিলাম—জড় ও জীবাত্মা সকল সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান ছিল,—যেমন সরিষা প্রমাণ অশ্বত্থ ও বট বীজে মহাকায় মহীরুহের সূক্ষ্মকায়া অন্তর্নিবদ্ধ থাকে। প্রথমতঃ আমরা ভাল লোক (জীব বাসস্থান—স্বর্গলোক, তপঃলোক প্রভৃতি), স্বর্গলোকেই অবস্থিত ছিলাম—তখন আমাদের ইচ্ছা শক্তি বলবৎ ছিল, তখন আমরা আত্মার প্রসন্নতাকারী নানা সুফল ভোগ করিতাম—কিন্তু বৈষম্যময়ী না হইলে সৃষ্টি তো থাকে না—তাই নিত্য সুখ ও আমাদের ভাল লাগিল না, তখন আমরা ভগবৎ সৃষ্ট নানা প্রলোভনময় কুপথের পথিক হইয়া কু কার্য্যে আত্মাকে পঙ্ক নিমগ্ন করিতে লাগিলাম—এইরূপে আত্মার গাত্রে নানা প্রবৃত্তির পর্দা পরাইলাম—ইচ্ছা করিয়া সাধের কাজল পরিলাম,—ভাই, সেই কুপ্রবৃত্তি রূপী সাধের কাজল ঘুচাইতে—আত্মার সেই পঙ্কময় আচ্ছাদন ধুইতে, এক্ষণে আমাদের জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া যাইতেছে—শত জন্মেও একটী কুপ্রবৃত্তির পঙ্ক বা পর্দা ঘুচিতেছে না—কেহ বা এক এক জন্মে পঙ্ক তরল করিতেছে—কেহ বা প্রবৃত্তি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া উহা গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে—তাই কাতর প্রাণে, দুঃখে পড়িয়া ডাকি প্রভো! বল দেও, শক্তি দেও—হে মহামহিমময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমায় আলোক দেও—আঁধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মাথা ঠুকিয়া যে মারা গেলাম—হরি! হরি! মুক্তি কবে পাইব? কবে আবার প্রভু! তব সকাশে উপস্থিত হইয়া নারদ

মুনির ন্যায় বীণাযন্ত্রে তোমার গুণ গান করিব—ইচ্ছা শক্তি, পুনর্লাভে তাঁহার ন্যায় লোক হইতে লোকান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া তোমার মহামহিমা দেখিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিব। প্রভু! পূর্ব্বজন্মে সচ্ছল অবস্থা থাকিতেও অভ্যর্থীকে মুষ্টি ভিক্ষা দিই নাই, তাই বুঝি মুষ্টি ভিক্ষার কি মর্ম্ম, আমাকে ইহ জন্মে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী করিয়া শিখাইতেছ! হে মহা শিক্ষক পূর্ব্বজন্মে হয় তো কাহাকে অকারণে চক্ষুহীন করিয়াছি, তাই বুঝি ইহ জন্মে জন্মান্ধ অথবা হঠাৎ ব্যাধিতে বা আঘাতে অন্ধ করিয়া শিক্ষা দিতেছ! মরি, মরি, কি তোমার সুবিচার প্রভু! এই পৃথিবীতে, এই বিশ্ব সংসারে একটী কার্য্য বা ঘটনাও বিনা কারণে অকস্মাৎ স্বয়ম্ভূরূপে সমুদ্ভূত হইতেছে না—তাই প্রাণের আবেগে ডাকিতেছি।

গীতি

মোহ ঘোরে মু'দে আঁখি
আছি তোমা ভুলিয়া
তোমারি দেওয়া মন ল'য়ে
ফাঁকে ফাঁকে থাকি লুকাইয়া
কত যে কলুষ কাজ
ভীষণ তম কল্পনা
ক'রেছি ক'রেছি প্রভু
হবে না কি মার্জ্জনা ?
গহন কণ্টকে হায়,
মহাঘূর্ণি ঠেলে নে' যায়
দিশে হারা রক্ত ধারা
পড়ে ক্ষত বহিয়া

দোষ কিছু নাহি তোমার

বাত্যা কর্ম্মফল আমার

নীতি শিক্ষা দেবে এবার

ক'সে কাণ মলিয়া

ক্ষম দোষ, ক্ষম মাগো

কৃপা দৃষ্টি চাহিয়া

আঁখিনীরে ভাস্‌ছি সদা

অভয়পদ স্মরিয়া।

হে শাস্তা! আমার শাস্তির কি শেষ হইবে না? এখনও তোমাকে চিনিলাম না—নাম জপি, মালা করি, সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হই—কিন্তু তোমাকে প্রকৃত কি দেখিতেছি? কৈ তাহার পরিচয় তো হৃদয় খুঁজিয়া পাই না! যদি কোন নির্জ্জন প্রদেশে লোক-লোচনের বহির্ভূত গৃহে পরমা সুন্দরী পরকীয়া স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কি আমি মনকে এতদূর প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি, যে তুমি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, ঐ কোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ ভাবিয়া বলিব—মা, তুমি কি সুন্দরী—আমার গর্ভ ধারিণী মাতা যদি তোমার মত সৌন্দর্য্য শালিনী হইতেন, তবে আমিও কত সুন্দর হইতাম—কেবল মহাত্মা শিবাজিকে শত্রু নির্জ্জিত প্রদেশে তাঁহার তাঁবুতে বিপক্ষীয় পরাজিত রাজার পত্নীকে তাঁহার সেনাপতি যৎকালে উপহার দেয়, তখন কেবল মাত্র ঐ মহাপুরুষকে ঐ কথা বলিতে শুনিয়াছি।

জনশূন্য লোকালয়ে লক্ষ মুদ্রার তোড়া দেখিয়া, ঐ তুমি সম্মুখে বর্ত্তমান, ভ্রূকুটী করিতেছ, ভাবিয়া কি মহাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় বলিতে শিখিয়াছি—ছি! ছি! এটা সোণা না মাটি—মাটি, না সোণা—চরিত্র নাশক তুই অস্পৃশ্য, দূর্ হ, দূর্ হ', অতল সলিলে, আমার নয়ন অন্তরালে, অবস্থিতি কর্! কৈ, পাঁতি, পাঁতি করিয়া হৃদয় কন্দর খুঁজিলাম, এরূপ

ভাব নিচয় তো দেখিলাম না—প্রভু কবে এমন মন তৈয়ারি হইবে? কবে, তোমা চাই, তোমা চাই, বলিয়া হৃদয় আপনাপনি দিবারাত্র ফুৎকার করিয়া কাঁদিবে? কবে সু চরিত্র হইব? কবে প্রকৃত জীবন লাভ করিব?

তরবোঽপি জীবন্তি, জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি,

যোগ বাশিষ্ঠ।

ঋষি ঠিক বলিয়াছেন,—মননের দ্বারা, উচ্চ আদর্শের ভাব-নিচয় লইয়া যে জীবন ধারণ করে, তাহার জীবনই সার্থক—আর সব তো ভূয়া জীবন লাভ মাত্র—আত্মার গাত্রে দিন দিন কু প্রবৃত্তিময় পঙ্ককে, পাকা নূতন প্রলেপ প্রদানে, তাহারা ক্রমশঃ গাঢ়তর আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া তুলিতেছে। জীবনের ধন ধান্য লইয়া জীবন নহে—কে কত উপার্জ্জন করে, কে কত সঞ্চয় করে—তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা নহে—কিন্তু কে, কি চিন্তা করে—কে, কি আদর্শ ধরিয়া চলে—তাহা লইয়াই জীবনের যথার্থ বিস্তৃতি।

উপাসনা।

কি হেতু বিজ্ঞান পড়ো সুধু হাড়্ গোড়্ নাড়ো
কি হেতু সাহিত্য, ইতিহাস?
কেন পড় শক্তি তত্ত্ব হৃদে যদি সার সত্য
প্রতি পত্রে না হয় প্রকাশ?

উপ + আস + অনট্ + আ = উপাসনা—উপ + আস = নিকটে বসা;

সংভাব নিচয় লইয়া ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া—চিত্ত দৌর্ব্বল্যের জন্য গভীর মর্ম্ম বেদনায় ঈশ্বর সমীপে আত্ম নিবেদন করিয়া চিত্তের বল ভিক্ষা।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান্ নহে, উপাসনা তাহার কি কর্ত্তব্য নহে? অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তনে, তাহার মনে যদি ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাব সমূহের উদ্রেক না হয়, তবে তাহার চিত্ত বিকৃত বলিতে হইবে, সে আত্মাকে গাঢ় পঙ্ক কালিমায় কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সংসার অনন্ত আপদের ক্ষেত্র ও দুঃখ ভয়ের আকর স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞান যোগ ব্যতিরেকে মানবের শান্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত বিশ্ব সংসারে অন্য পদার্থ নাই, সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থকেই উপমা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধ্যান, ধারণা ও আরাধনা করিতে হইবে। মানব কল্পনা-বলে কোন নূতন পদার্থের বা ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে না; তাহার ক্ষমতা এতটুকু এই যে, সে পাঁচটা জড় মিশাইয়া তাহাদের সংমিশ্রণে নূতন যে একটা জড়ের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাই লোক চক্ষুতে ধরিয়া দেখায় ও স্তম্ভিত করে—প্রকৃতপক্ষে উহা ভগবৎ মহিমার পরিচয় মাত্র এবং সেই প্রতিভাশালী মনুষ্য তাহার প্রচারক মাত্র—যথা, রেল, টেলিগ্রাফ্, গ্রামো-ফোন্ প্রভৃতি। মানব জাগ্রত অবস্থায় পাঁচটা জড় লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া —কি অদ্ভুত শক্তিময় নিশ্চল জড় সমূহ তাহা দেখায়—প্রকৃত পক্ষে মানব কোন নূতন পদার্থের, শক্তির বা ভাবের স্রষ্টা নহে—সে কেবল বাদক বা মালাকর মাত্র।

আমরা কেন উপাসনা করি? আমাদের প্রার্থনীয় প্রকৃত বস্তু কি? এ পর্য্যন্ত অনেকেই তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। বাল্যে বলিতেছি, খেলা ও খাদ্য চাই, যৌবনে স্ত্রী ও অর্থ, বার্দ্ধক্যে সম্মান, এইরূপ নিত্যই নূতন প্রার্থনায় অস্থির চিত্ত আছি—কিছুতেই কিন্তু স্থায়ী শান্তি পাই না। অর্থ হইলেই আবার অর্থ, কাম্যের উপর আবার কাম্য বস্তু এই রূপে অতৃপ্ত বাসনা জরে চিত্ত

বিকার গ্রস্ত হইয়া আছে—শান্তি নাই—চিন্তা জ্বরের বিচ্ছেদ নাই! তবে কি আমাদের অন্তরের সার্ব্বজনীন শান্তিময়ী প্রকৃত প্রার্থনা নাই? জীবন কি ঐ বিলাস চিন্তাময় চিত্ত-জ্বরের লীলা ক্ষেত্র? তাহা কখনই হইতে পারে না—অবশ্য প্রকৃত প্রার্থনা আছে—তাহা মহাজনেরা উপলব্ধি করিয়াছেন—তাহা অনেকে সারা জীবনটি ঘুঁটিয়া ও খুঁজিয়া পায় না—তাহা এই—

অসতো মাং সদ্ গময় তমসো মাং জ্যোতির্গময়
মৃত্যো র্মাং অমৃতং গময়
আবীরাবীর্ম্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যং॥

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও, হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা কর! কিন্তু কাণে শুনিয়া কোন ফল নাই, মুখে উচ্চারণ করাও তদ্রূপ নিরর্থক,—আমরা যখন সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব—তখনই প্রার্থনার ফল ফলিবে।

মহাত্মা ৺ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মুখে বোল্ আওড়ানো সহজ, কিন্তু বাদ্য যন্ত্র হইতে সেই বোল্ বাহির করা যে সে লোকের কর্ম্ম নহে, ভালরূপ শিক্ষা, দীক্ষা ও পূর্ব্ব সংস্কার না থাকিলে হয় না। যে প্রার্থনারূপী অভাব বা ফাক আমি নিজের মনের মধ্যে উপলব্ধি করি নাই, সেই অভাবের অস্তিত্ব না থাকায়, তাহা পূর্ণ হইবার স্থল তো নাই—অতএব সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল—কিন্তু সকলই কঠিন প্রস্তরময় ক্ষেত্রে বীজ পতন রূপ ফল প্রদায়ক হইল না। বুঝিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা কিছু দিবার, তাহা আমাদের প্রার্থনার বহু পূর্ব্বেই বিধাতা দিয়া রাখিয়াছেন—

আমাদের যথার্থ ঈপ্সিত ধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত—এক্ষণে বাকি কেবল—লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা। ঋষি বলিয়াছেন, "আবীরাবীর্ম্ম এধি", হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও—তুমি তো স্বপ্রকাশ—আপনা আপনি প্রকাশিত আছই—এখন আমার নিকট প্রকাশিত হও—এই আমার প্রার্থনা; তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই—আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে—যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ হইলেও, আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন—এখন কেবল আমারই চোখ্ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ্ খুলিবার ইচ্ছা হয়—আমরা চোখ্ খুলি—তখন সূর্য্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছুই দেন না—তিনি যে আপনাকে আপনি বিলাইয়া, দান করিয়া, রাখিয়াছেন—ইহাই আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারি। অতএব দেখা যাইতেছে—আমরা যে কি চাই, তাহাই যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ; যখন তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড় বিলম্ব থাকে না—তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না—তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে—এই সুমহৎ আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দর ভাবে অতি সহজ ভাবে বহন করিয়া আনে। আমাদের ছোট বড় সকল ইচ্ছাকেই, মানবের এই বড় ইচ্ছা, এই মর্ম্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে—নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে কোন ইচ্ছা এই সত্য, আলোক, অমৃতের ইচ্ছা কে অতিক্রম করে—তাহাই আমাদিগকে খর্ব্ব করে—তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

আমি, তুমি, তিনি।

যদি আমরা নিদ্রায় শতবর্ষ নিমগ্ন থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের "আমিত্ব" উপলব্ধির সুযোগ ঘটিত না—কারণ আমরা তখন চিন্তাময় মাত্র থাকিয়া যাইতাম। মনে কর একটি প্রকাণ্ড হাজার বর্গ মাইল হল ঘরে আমি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিলাম—তথায়, আমি ছাড়া "তুমি" বলিবার কিছুই নাই—আলোক নাই, পৃথিবী নাই, সূর্য্য নাই, নক্ষত্র নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই—তখন কেবল আমি অন্ধকারে—"আমি ভাবিতেছি", "আমি করিতেছি" এই মাত্র স্বপ্নের খেয়াল দেখিব—কিন্তু উহাতে আমার চৈতন্যো-দ্রেক হইবে না; "আমি কি" "জগতে কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছি" এটুকু না জানিতে পারিলে—আমি আমাকে চিনিতে, বুঝিতে পারিলাম না। জগতের সহিত, পৃথিবীর অন্যান্য জীবের সহিত—আমি ছাড়া, "তুমি"র সহিত, আমার চিন্তার আদানপ্রদান, ঘাত প্রতিঘাত যতক্ষণ না হয়,—ততক্ষণ তো আমি অন্ধকারেই থাকিয়া গেলাম—কোথায় আমি, কে আমি, বলিয়া—ঐ আঁধার হলঘরে আছাড়্ বিছাড়্ খাইয়া হাতড়াইতে লাগিলাম; ভাগ্যিস্, আমি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু তুমি অর্থাৎ আলোক ও জীব প্রভৃতি দেখা দিল, সেই তো আমি আপনাকে বিশ্ব রাজ্যের এক প্রান্তস্থিত বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম—তাই বলিতেছিলাম, তুমি আছ বলিয়াই আমি প্রকাশ পাই—জগৎ ও তৎস্থিত জীব সমূহ আছে বলিয়াই আমার আমিত্ব উপলব্ধি, আমার অস্তিত্ব প্রকাশ—নচেৎ, আমি ছাড়া অন্য যদি নাই, তবে আমাকে চিনিবে কে এবং আমাকে নিজের নিকট নিজকে চিনাইয়া দিবে কে? আঘাত পাইলাম, ধাক্কা খাইলাম, কাঁটা ফুটিল, শীতে হাড় কন্ কন্ করিল—অন্তরস্থ আত্মা, এই যে আমি, এই যে আমি, বলিয়া আপনাকে

চিনিয়া লইল। ভ্রাম্যমান জলীয় বাষ্প ঘুরিতে ঘুরিতে শীতল পর্ব্বত শিখরে আহত হইয়া আত্ম-অস্তিত্ব বৃষ্টিরূপে জানিতে পারে এবং সেই বর্ষণ-ধারার নদীরূপে কত বিক্রম, গাম্ভীর্য্য, মৎস্য কুম্ভীরাদির আশ্রয় প্রদানে কত পরোপকারিতা ও গ্রাম, নগর প্লাবন প্রভৃতি কত পর-অপকারিতা গুণ আছে—তাহা ঐ জলাকার প্রাপ্ত হইয়াই তবে বুঝিতে পারে। সেই জন্য ভাবি,—হে জগৎ, হে বিশ্ব, হে ভূতমণ্ডলী, তোমরা আছ বলিয়াই তো আমার অস্তিত্বের প্রকাশ—তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমি কিছুই নহি—সামান্য অস্পষ্ট স্বপ্নরেখা মাত্র—তোমাদের প্রকাশে আমার প্রকাশ! আবার তোমরা কে? তোমাদের প্রকাশ কোথা হইতে? তিনি আছেন, বলিয়াই তো তুমি? তোমরা আছ, ইহা সত্য—এই সত্যের নিকট আমি দাঁড়াইয়া আছি, সত্য উপলব্ধি করিতেছি—এ কারণে আমি ও সত্য। কিন্তু ভাই, তোমরা কাহার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ মহাধ্বনি বলে, মহাবেগে— একই নিয়মে, একই বাঁধা পথে—দিবসের পর, দিবস, বৎসরের পর, বৎসর ঘুরিতেছ? তোমরা কি কাণায় কাণাকে পথ দেখাইতেছে, সেইরূপ হট্ট গোল করিয়া আছ? তোমরা কি স্বয়ং সিদ্ধ, স্বয়ম্ভু? তবে এক, এক জন উচ্ছৃঙ্খল পথে দুই দুই, করিয়া ঠোকা ঠুকি করিয়া মরিতেছ না কেন? বাঁধা পথে কে তোমাদিগকে চালাইতেছে? কে সুন্দর পারিজাত কাননে মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে? ইহার অন্তরালে কি এক মহাশক্তি নাই? ঐ যে মহানগরীতে নবাগত পাড়া গেঁয়ে লোক—কল টিপিয়া দেখিল কলে জল আসিতেছে—১২টায় বন্ধ হইল, আবার ৩টায় আসিল—একই নিয়মে এইরূপ আসিতেছে, যাইতেছে, সে দেখিল— তখন সে কি তবে ভাবিবে না—যে, ইহার অন্তরালে এক পরিচালক ও নিয়ামক শক্তি আছে? তাই বলিতেছিলাম,—হে বিশ্ব, হে জগৎ, হে "আমি ছাড়া" "তুমি"—তোমরা সব কোথা হইতে? এস, এস, সোদর প্রতিম, প্রাণের বন্ধু—এস, আলিঙ্গন দেও, কোলাকুলি করি,

শিখাও—তোমরা কাহার চর ? কি সম্বাদ আনিয়াছ ? হে সূর্য্য, ভো নক্ষত্র মণ্ডলী ! অত কোটী কোটি মাইল দূরে থাকিয়া, মুখ টিপি টিপি হাঁসিয়া কি বলিতেছ ? আমার তো শুনিবার শক্তি নাই, আমি যে বধির—অন্ধ, তাই স্বরূপ দেখিবারও সাধ্য নাই—নচেৎ চতুর্দ্দশ লক্ষ পৃথ্বীকায় সূর্য্যকে একখানি স্বর্ণ থালি মত দেখিব কেন ? সরলভাবে, সাদাপ্রাণে তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি—শিখাও, আমাকে বুঝাইয়া দেও,—"তোমাদের তিনি কোথায়" ? তোমরা সামান্য একটা "আমাকে" "ঐ তুমি" "ঐ তুমি" সর্ব্বদা বলিয়া চিনাইয়া দিতেছ—আর তোমাদের জন্ম দাতাকে চিনাইয়া দিতে এত ইতস্ততঃ কেন ? তিনি তোমাদের মাতা পিতা—আমার ও তিনি তাই—তাই, সুবাই ভাই,—দেখাও, দেখাও আমার মাতা পিতা—বহু, বহুকাল, আশি লক্ষ যোনি পথ ভ্রমণ কালাবধি আমি মাতা পিতার কাছ ছাড়া, তাই উদ্‌ভ্রান্ত উন্মনা হইয়া আছি—আমা হইতে অতি দূরে, সেই হেতু তাঁর অতি সন্নিকটে তোমরা আছ—আমাকে পথ দেখাইয়া দেও—আমি যাইব, সেই পিতৃ মাতৃ পদ সন্দর্শনে !!!

আত্মা।

জড় বুদ্ধি　　জড় বাদী
জড়েরে বলে অনাদি
জড়ে যে বিবেক গড়ে　　বিচিত্র কাহিনী
পরমাণু নহে মূল
স্থাণু কি প্রসবে ফুল
কেন তবে হেন ভূল　　বিদ্যা অভিমানী ?

পাপ পুণ্য বোধ ও কর্ত্তৃত্ব বোধ মানব হৃদয়ে চিরদিন বর্ত্তমান—এই কর্ত্তৃত্ব, এই স্বাধীনতা কোথা হইতে আসিল? সম্পূর্ণরূপে ভৌতিক নিয়মাধীন বদ্ধ জড় হইতে এই স্বাধীনতা কেমন করিয়া আসিবে? কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা কেমন করিয়া ঘটিবে? চৈতন্য যদি জড় মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্ব থাকিত না—কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকা সম্ভব নহে। আমরা অন্তরে ও বাহিরে যত কর্ত্তৃত্ব শক্তির চালনা করি—আন্তরিক ও বাহ্যিক বাধা বিঘ্নের সহিত যত যুদ্ধ করি, ততই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি—আমি স্বতন্ত্র জীব—আমি জড়ের ক্রিয়া নহি। যখন মানুষ কাম-ক্রোধাদি পশু প্রবৃত্তির সঙ্গে, দরিদ্রতা, রোগ শোকাদির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবার জন্য প্রাণ গত যত্ন করে—তখন সে আপনার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা সমুজ্জ্বল ভাবে অনুভব করে—সে তখন কোন ক্রমেই মনে করিতে পারে না যে, সে জড়ীয় শক্তির কাছে ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র—আমাদের কর্ত্তৃত্ব শক্তি সম্পূর্ণরূপে অনাত্মবাদ খণ্ডন করিতেছে। আত্মা কি পদার্থ? ইহা বুঝাইবার জন্য উপমা দেওয়া আবশ্যক—বস্তুতঃ বিনা উপমায় নিরাকার কোন বিষয়েরই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—নিরাকার বুঝিতে ও বুঝাইতে সাকার চাই—তাই আমরা পদে পদে পৌত্তলিকতার পরিচয় দিয়া থাকি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধাতা সেই পরমাত্মা ওঁকার প্রথমে যোগ নিরুদ্ধ নিশ্বাস হইয়া চেষ্টা বিহীন ছিলেন—তৎপরে বিশ্ব সৃষ্টির কামনায় প্রথমতঃ স্বকীয় আত্মাকে কতকটা সঙ্কুচিত করিয়া স্থান (Space) ছাড়িয়া দিলেন—তাহাতেই নভস্থলরূপী শূন্য বা ফাক প্রদেশ সমুদ্ভূত হইল—তৎপরে তিনি ঐ শূন্য প্রদেশে প্রশ্বাস বায়ু—জড় ও শক্তিময়ী প্রশ্বাস বায়ু নিক্ষেপ করিলেন, সেই বায়ু তিনি আজি ও নিশ্বাস রূপে সংহরণ করেন নাই—তাহাই ইথার রূপে বিজ্ঞানে কথিত হইয়া থাকে—জড় ও শক্তি বিধাতা পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী নিয়মাধীন হইয়া ঐ ইথারময়ী শূন্য প্রদেশে নানা লোকের সৃষ্টি করিল—

এবং আজিও উহা বিধাতৃ বিধান মত নানা গ্রহ, উপগ্রহ, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে—নভঃপ্রদেশে ছায়া পথে (milky way) আজিও ঐরূপ অনেক লোক বা গ্রহ প্রস্তুত হইতেছে। সৃষ্টির আদিতে, ঐ প্রশ্বাস বায়ু প্রবহমানের সুরু হইতে কাল বা মহাকালের সৃষ্টি হইল—অতঃপর বিধাতা লোক বা ভুবনমণ্ডলী উপভোগকারী জীবাত্মাগণের সৃজন করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রাণ, মন দিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন—কালক্রমে ঐ সকল জীবাত্মা বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট বিধান অতিক্রম করিয়া আত্মাকে বিপথগামী করতঃ বিধাতারই বিধানমত শাস্তি রূপী প্রবৃত্তিময় কলুষ জালে জড়িত হইতে লাগিল এবং আজি ও কেহ ঐ প্রবৃত্তি-ময়লা প্রক্ষালনে, কেহ বা আরও গাঢ়তর প্রলেপ প্রদানে আত্মাকে ধৌত বা কলঙ্কিত করিয়া সু বা কু জন্ম পরিগ্রহ করতঃ নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভুঞ্জিতেছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির প্রাণন শক্তি আছে; তাহাদের প্রাণ আছে, ইহা সত্য—পৃথিবীর ও গ্রহনগুলীরও প্রাণ আছে—কারণ ঐ প্রাণন বলেই ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষাদি হইতেছে এবং গ্রহাদি মহাবল ও বেগের সহিত বিঘূর্ণিত হইতেছে—কিন্তু এতাবতের আত্মা, মন, স্বাধীন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি এ সকল কিছুই নাই। জীবাত্মা জড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ—যাঁহা হইতে জড় ও শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে, কালক্রমে তিনিই জীবাত্মা সকলকে নিজাংশ হইতে গঠিত করিয়া প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন—জীবাত্মা সকলেরই মধ্যে প্রবৃত্তি মূলক নানা যোনিরও তিনি বিধান করিয়াছেন - এতন্মধ্যে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মানব, দেবযোনি প্রভৃতি ক্রমশঃ উচ্চ জন্মের বিধান হইয়া আছে।

[অভিব্যক্তি বাদের (Theory of Evolution—Survival of the Fittest) মত এই যে জড় হইতে উন্নত জীবের ক্রমশঃ বংশ পরম্পরা ক্রমে আপনাপনি উদ্ভব হইয়াছে—কিন্তু সুযুক্তি মতে, ইহা কখনই সম্ভবপর বোধ হয় না—জীবাত্মা সকল, প্রথমে পরমাত্মার অতি সন্নিকর্ষেই অবস্থান করিত—

জড় হইতে উৎপত্তি না হইয়া, বরাবর, প্রবৃত্তি মূলে তাহাদের ক্রম অবনতিই ঘটিয়াছে—তাই, আমরা স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়াছি, এবং সেই জন্যই পূর্ব্ব স্মৃতি মূলে কি যেন উচ্চতম পদার্থকে না পাইয়া সর্ব্বদা চিত্তে ফাক্ ফাক্ অনুভব করি, প্রাণ হু, হু, করে। অবশ্য এক্ষণে দিন, দিন, অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরে আমাদের কর্ম্ম গুণে প্রবৃত্তি বশে উর্দ্ধ হইতে, স্বর্গ-রাজ্য হইতে পতন, উত্থান সাম্যাবস্থা ও উত্থান-পতন প্রভৃতি নানারূপ আত্মার বিচিত্রময়ী গতি লাভ হইতেছে—যতই আমরা সত্ত্বগুণ সেবী হইতেছি, ততই সূক্ষ্ম দেহ ধারী জীব শ্রেণীতে এবং যতই রজঃ বা তমঃ গুণের অধিকারী হইতেছি, ততই আত্মাকে মানব দেহরূপী রজঃ সেবী বা পশু পক্ষী আদি তমো গুণাবলম্বী হইয়া সেই সেই দেহ ধারণে কাল কাটাইতেছি।

সত্ত্বগুণ—মননশীল, স্বাধীন ইচ্ছাময়ী; রজঃ গুণ—চেষ্টাশীল, বুদ্ধিও স্থূল অবয়বকে খাটাইয়া কার্য্য করণশীল; তমঃগুণ—অজ্ঞানতা, অন্ধকার সমাচ্ছন্ন—যথা পশু, পক্ষী, কেবল আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ইহাই জানে—তাহারা জগতে যে একটা মহাশক্তি কার্য্যকরী আছে, একজন বিধাতা আছেন, জড় পদার্থে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শক্তি নিহিত আছে, সংসারে চলিতে ফিরিতে যে একটা সামাজিক নীতি পথ আছে, এ সকল তাহারা কিছুই বুঝিতে সক্ষম নহে—ফলতঃ তমোগুণাবলম্বী কেবল মারিতে ও মার্ খাইতে ও আত্মনাদ করিতেই জানে। তমোগুণ—জ্ঞানাদির অবসাদক। অতএব এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান, স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতি সত্ত্বগুণ সকল আত্মার আদিম স্বকীয় গুণ—এবং শব্দ স্পর্শাদি রজোগুণ সকল তাহার অধঃস্থিত খর্ব্বকারী গুণ—জড়তা, অন্ধ বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ সকল তমোগুণ। আত্মা রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া কোথাও দীপ্তিময়ী শিখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন এবং কোথাও প্রবৃত্তি দোষে তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া জড়ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন। বস্তুতঃ তিনি জড়ও নহেন বা জড় হইতে সমুদ্ভূত পদার্থ

বিশেষও নহেন। আত্মা রজোগুণাবলম্বী হইয়া দাম্ভিকতা ভরে নিজেকে নিজে চিনিতে পারেন না।

আত্মা স্বপ্রকাশ—নিজেই সূর্য্যের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক, প্রভাশালী ছিলেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমরা পৃথিবীময় এত পদার্থ ও এত জীবকে ও মানবকে পৃথক পৃথক রূপে চিনিতে পারি, কিন্তু যদি নিজের সাদৃশ্যধারী কোন মানব, শত মানব মধ্যে উপস্থিত থাকে, তো তাহাকে চিনিয়া লইতে পারি না—আমরা পরকে চিনি, কিন্তু নিজেকে চিনি না—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বা অনুভব করিতেছি,—ঐ যে কোটী কোটী জীব, অগণ্য নক্ষত্র তাহা দেখিতেছি, চিনিতেছি, বুঝিতেছি—কিন্তু নিজের আত্মসত্ত্বা, আত্ম স্থিতি, অনুভূতি, এমন কি নিজের তুল্য স্থূলাবয়বধারী প্রতিকৃতিকে চিনিতে পারিতেছি না, অতএব যাহাতে শাশ্বৎ আত্মানুভূতি, আত্মদর্শন হয়, ইহা সকল মানবেরই প্রধানতম করণীয় বিষয়।

পঞ্চদশী গ্রন্থে একটি উদাহরণ আছে—কোন স্থানে দশ জন পুরুষ একত্রে এক নদী পার হইয়া আপনাদের সব কয়টী পার হইয়াছে কি না, মিলাইতে লাগিল—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি গণনা করে, সে আপ-নাকে ত্যাগ করিয়া অপর নয় জনকে দেখে এবং আর একটি খুঁজিয়া পায় না—তখন তাহারা দশমটির অর্থাৎ আর একটির নদী গর্ভে জলস্রোতে মৃত্যু হইয়াছে, ভাবিয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিল—এমন সময়ে একজন অভ্রান্ত পথিক আসিয়া বলিলেন—তোমাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছ না? এই দেখ, আমি এক, এক করিয়া দশটি ফল তোমাদের হাতে দিয়া বুঝাইতেছি—দেখ, কেমন দশটি ফলই মিলিয়া গেল, একটিও পড়িয়া থাকিল না,—তখন তাহারা সকলে নিজের আত্মাকে বুঝিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিল—এইরূপ আমরা আপন আত্মাকে প্রতিক্ষণেই জানিতেছি—যে কোন বিষয় জানিতেছি, তাহারই সঙ্গে আত্মাকে জ্ঞাতা, কর্ত্তা স্বরূপে জানিতেছি, অথচ গণনাকালে

শরীরাদি বিষয় এবং সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জড়ের সম্বন্ধ মূলক সম্পর্ক গণিয়া থাকি, কিন্তু আত্মাকে গণনা করিতে ভুলিয়া যাই—কালক্রমে যখন কর্ম্মফলে তত্ত্ব জ্ঞান আসিয়া উদ্রেক হয়, তখন আমাদের আত্ম গ্লানি উপস্থিত হয় এবং নিজেই বলিয়া থাকি, কি আশ্চর্য্য, আমি জগতের সকলকে চিনিলাম, উপভোগ করিলাম—এত দিন, প্রাণের প্রাণ প্রিয় হইতে ও প্রিয়তম বস্তু আত্মাকে চিনি নাই—এতই মোহজালে আত্মবিস্মৃত ছিলাম এবং আত্মচর্চ্চা না করিয়া, আত্মার গুণ, ধর্ম্ম ও সত্ত্বা উপলব্ধি না করিয়া, তাহাকে কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি কালিমায় কতই মলিন ও কলুষিত করিয়া কেলিয়াছি—অহহ ! আমি কি দুর্ভাগ্য—আমার এতকাল চৈতন্য উপস্থিত হয় নাই—না জানি, এই কর্ম্ম কালিমা ধুইতে, আমাকে আরও কত শত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানা ক্লেশ ভোগরূপী অগ্নির উত্তাপে মলিনতাময় স্বর্ণের ন্যায় দগ্ধ হইয়া নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, হইতে হইবেক।

আদ্যাশক্তি।

যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল না, তখন অনন্ত চিন্ময়, যোগনিমগ্ন, জ্যোতির্ম্ময়, পরমাত্মা, সৃষ্টি কামনায় আত্মাকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া স্থান (Space) ছাড়িয়া দিলেন—তাহাই অনন্ত আকাশরূপে দৃশ্যমান হইল—তন্মুহূর্ত্ত হইতেই মহাকাল স্রোত প্রবাহিত হইল। তদনন্তর তিনি সৃজন ইচ্ছাময়ী দীর্ঘ প্রশ্বাসরূপী মহাশক্তি ঐ শূন্য প্রদেশে নিক্ষিপ্ত করিলেন—তাহাই অনন্ত ব্যোমব্যাপী ইথার রূপে সৃষ্টি বীজ, জড়ও শক্তি লইয়া সূক্ষ্মাকারে প্রধাবিত হইল— পরে, বহুকাল পরে, সূর্য্যলোক, ভূলোক প্রভৃতি

স্থূল বিশ্ব বিধি নিয়ন্ত্রিত নিয়মানুসারে সংগঠনের পর, সৃষ্টিকর্ত্তা ঐ সকল লোকে বিহারকারী স্বকীয় আত্মার আত্মজ জীবাত্মারূপী জীব সঙ্ঘকে স্বাধীন ইচ্ছা, মন, বুদ্ধি ও আত্মা দিয়া ঐ সকল লোকোপরি উপভোগ জন্য প্রেরণ করিলেন—তিনি জীবাত্মা সকলকে যেরূপ স্বাধীন ইচ্ছা দিলেন—তৎসঙ্গে সু ও কু প্রবৃত্তি নিচয়ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের জন্য তৎসহগামী পাঠাইলেন—তৎসঙ্গে সঙ্গে নানা প্রবৃত্তিময়ী যোনি মার্গও বিধান করিলেন।

ইচ্ছাময়ী আদ্যাশক্তি
বিশ্ব বিকাশিনী
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপা
বুদ্ধি বিধায়িনী,
যবে সব একাকার
নিরাকার অন্ধকার
আছিলা কেবল শক্তি
আকাশ ব্যাপিনী,
আলো হ'লো অন্ধকারে
সাকার সে নিরাকারে
হইলা শকতি অই
অণু প্রসবিনী,
পঞ্চ ভূত ক্ষয় হবে
পরমাণু নাহি রবে,
নাহি রবে চন্দ্র, সূর্য্য
মঞ্জুলা মেদিনী
কালে নাহি ছিল যাহা
কালে নাহি রবে তাহা

রবে মাত্র একা শক্তি

কাল বিজয়িনী

কাল জিনিবারে চাও

ঐ শক্তি শরণ লও

মহাকালী কালধাত্রী

নিস্তার কারিনী

ডাক রে জননী বোলে

জননী লইবে কোলে

তারা নাম গাও

তারা ত্রিতাপ হারিণী।

(ও মন) কালী, কালী, কালী, বল,

কালী কে তা চিন্‌লে না?

সৃষ্টি মূলে আদ্যাশক্তি

জড়ের সহিত ক'র্চ্চেন লীলা!

অবিরল প্রসবে মাতা

হ'য়ে আছেন, দিগ্‌বসনা,

গলদেশে কিবা শোভে

অপরূপ বিশ্ব রচনা,

ঊর্দ্ধবাহু, হুহুঙ্কারে

শাসিতেছেন, জগজ্জনা

ওরই মধ্যে সূক্ষ্মভাবে

অভয় দাণীর ঐ নিশানা

কাল-ধাত্রী রূপে মায়ের

কালী নাম হয় ঘোষণা

ওরে পদতলে লুটিতেছে
জড়রূপী বিশ্বদানা,
ভক্তি ভরে আয় রে মন,
করি মায়ের চরণ বন্দনা
ঐ রূপেতে হবে রে তোর
সংক্ষেপে অনন্ত ধারণা !

মহাশক্তি।

বিজ্ঞান বলিতেছে—সত্যের প্রমাণ সত্য, অন্য কাহাকেও প্রমাণ বলিয়া সত্য গ্রাহ্য করে না ; বিজ্ঞান দেখাইতেছে মানব দেহের ন্যায় একখণ্ড টিন বা গাছের পাতা ক্লোরোফরম্ দ্বারা সংজ্ঞাহীন হয়, আবার উত্তেজক দ্রব্য প্রয়োগে সংজ্ঞালাভ করে ও অক্সালিক্ এসিড্ প্রয়োগে মৃত হয়। যে জীবনী শক্তি মানব দেহে বর্ত্তমান, তাহাই উদ্ভিদ্ ও অচেতন পদার্থে বিদ্যমান আছে—বস্তুতঃ এক মহাশক্তি চরাচরের সর্ব্বত্র গুপ্ত ও প্রকাশ্য ভাবে ওতঃ প্রোত রহিয়াছে—তবেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে জীবন বা শক্তি ছাড়া কোনও জড় কণা বা তৎসমষ্টি এ সৃষ্টি রাজ্যে নাই—তবে একথাও বলা যাইতে পারে সকল পদার্থের মন আত্মাও নাই। দেব যোনিতে আত্মা দীপ্তিমান্—মানব জন্মে অর্দ্ধ দীপ্তি ও অর্দ্ধ তমসাচ্ছন্ন এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর যোনিতে আত্মা এক প্রকার তমঃ বা ভস্মাচ্ছন্ন সম্পূর্ণ ভাবেই আছে। আমরা স্বর্গ রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া নানা অধঃ ও উর্দ্ধ লোকে প্রবৃত্তি অনুযায়ী জন্ম চক্র লাভ করিতেছি—ফলতঃ

প্রবৃত্তির হাত ছাড়া হইয়া মুক্তি ভিন্ন উদ্ধার নাই। দেবগণেরও মানুষের ন্যায় সু, কু, মতি ঘটিয়া পতন আছে—তবে দেব জন্ম মানব জন্ম অপেক্ষা সুখের ও উৎকৃষ্টতর—যেরূপ মানব জন্মের অধস্তন প্রবৃত্তি অনুযায়ী শত শত পশু, পক্ষী, প্রভৃতি ইতর জন্ম আছে, তেমনি মানব জন্মের উর্দ্ধতনও দেবাদি নানা উৎকৃষ্টতর, শত শত লোকবাসী শত শত উৎকৃষ্ট জন্ম নিশ্চিতই আছে! কোটী কোটী নক্ষত্রাবলী, কখনই পৃথিবী তুল্য লোক অর্থাৎ বাসস্থান হইয়া কদাচ জীবাত্মা শূন্য বা কীট পতঙ্গাদি পরিপূর্ণ নিরর্থক প্রদেশ নহে—কারণ, এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবৎ রাজ্যে নিরর্থক এমন একটি সামান্য জঘন্য পদার্থ নাই, যাঁহার স্বায়তন মত কোন কার্য্যকারিতাগুণ না আছে।

অদৃষ্ট বলে ও দৈব ঘটনায় এবং সুবৃত্তি প্রভৃতিতেও লোকে যে নানা সু ও কু ফল পাইয়া থাকে—তন্মূলে মানব গোচরের বহির্ভূত এক যুক্তি-সঙ্গত শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে—ফলতঃ এক মহাশক্তি সর্ব্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র পরিচালক আছে।

প্রাণ, গতি ও চৈতন্যময় জগৎ।

(গীতি)

লোকে বলে আছ ত তুমি,

আমি দিশা না পাই, আছ কিনা,

দুখে প'ড়ে বুঝেছি ধাত,

নাস্তি গতি তোমা বিনা,

তোমারই রবি, শশী,
করে আলো বিতরণ
তবাদেশে বহে অই
সদা গতি সমীরণ
মধুর জলদ জালে
সিঞ্চে পৃথ্বী অবহেলে
সু শ্যামলা, কিবা ধরা,
বিচিত্র ভূষণা !
সুন্দর গগনতলে
গাঁথা যত তারা ফুলে
বিনি স্থতায়, কোটী শত
অপূর্ব্ব রচনা।
যিটি যেথা সৃষ্টি কালে
নৃত্য করে তালে, তালে,
অগম্য, করিছে তব,
মহিমা ঘোষণা !
ওঁ ব্রহ্ম, তুমিই সত্য
আর সকলই তব কল্পনা !
নিরর্থক, বিন্দু মাত্র,
নাহি অঙ্গে, বিশ্ব রচনা !
পরিত্রাহি, ডাকি বিভু !
ঘুচাও মম কীটপনা
নমামি, নমামি প্রভু,
এ দীনে বিতর কৃপা কণা !

পৌত্তলিকতা।

কালী, দুর্গা,—ভাবুক সাধকবর্গের ধ্যান ধারণার সৌকার্য্যার্থ ইহা ঐশ্বরীয় বা ব্রহ্ম শক্তির কল্পিত মূর্ত্তি—পরম ভক্ত সাধকগণ ঐরূপ কল্পনায় ফল পাইয়াছেন—ফলতঃ স্পর্শ যোগ্য কোন কিছু বিষয় না পাইলে, আমাদিগের চিন্তাশক্তি, চিন্তা প্রণালী চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিন্ন ছাড়া হইয়া যায়,—যেমন পৃথিবী বলিলে কিছুই বুঝিলাম না বা পরকেও বুঝানো হইল না; যদি চ পৃথিবীর কতকাংশ আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তথাপি বিনা কাল্পনিক মূর্ত্তিতে ইহার উপলব্ধি বা ধারণা কিছুই হয় না—কিন্তু স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট জলস্থল ও নানা দেশের মানচিত্র সম্বলিত বর্ত্তুলাকার গ্লোবে সমুদায় বুঝিতে ও বুঝাইতে পারা যায়—চিত্ত একটা ধারণা করিবার বা চিন্তা করিবার ক্ষেত্র পায়—তদ্রূপ ঐশ্বরীয় বিভূতিসম্বলিত মূর্ত্তি কল্পনা না করিলে, তাঁহার ধ্যান, ধারণা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

যেরূপ ধীমান বালকের অধ্যাপনা কার্য্য বাড়ীতে শিক্ষক রাখিলেও চলে, কিন্তু দুষ্ট, মূর্খগণের শিক্ষা কার্য্য বিদ্যালয়ে গিয়া পাঁচ জনের দেখাদেখি, রেষারেষি রূপ সংক্রামকতা গুণ ভিন্ন সাধিত হয় না, তদ্রূপ ধীমান্ সাধক ঘরে নিভৃতে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তনে মনোনিবেশ করিতে পারেন—কিন্তু অজ্ঞ, দুর্ব্বল চিত্ত দিগের জন্য মঠ, মস্‌জিদ্, গির্জ্জা, দেবালয়, দশে মিলিয়া মিশিয়া সঙ্কীর্ত্তন, ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

কালী, দুর্গা,—আদ্যা-শক্তি; তাঁহার নিকট সাধক যে যাহা সাধনা করিবে, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে; তিনিই সমস্ত পদার্থের জননী; কর্ম্মফল প্রদা শক্তিরই বিভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রচার, ঋষিগণ করিয়াছেন।

একাগ্র ও সংযমী চিত্তে আদ্যাশক্তির সাধনা করিলে তিনি সাধকের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। জীব পূর্ব্ব জন্মে ও ইহ জন্মে যে কিছু কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে, যে কোন জ্ঞান লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা কিছু অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে. সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে অতি সূক্ষ্মভাবে, বীজে অঙ্কুর শক্তির ন্যায়, বস্ত্রে রঞ্জন রেখার ন্যায় অথবা পুষ্প গন্ধ সংক্রমণের ন্যায় থাকিয়া যাইতেছে বা স্থিত হইতেছে—সেই থাকার নাম বাসনা ও সংস্কার; সংযম যখন গাঢ় হয়, তখন সহসা বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি হয়। চিত্তকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল সাক্ষাৎ কৃত হইলেই, তৎসঙ্গে পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত ইতিবৃত্ত প্রতিভাত হয়—তীব্র ভাবনার প্রভাবে পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মাদির প্রত্যেক সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে। পাতঞ্জল বলিয়াছেন—ভূবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ, সূর্য্যে চিত্ত সংযম করিলে ভূবন কোষ জানা যায়। সর্ব্বগামী চিত্ত কেবল স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মে জড়িত হইয়াই অসর্ব্বগামী হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্ম ফলের নাম দৈব, অদৃষ্ট—আর ইহ জন্মকৃত কর্ম্মের নাম পুরুষকার—এই জন্যই বলে দৈবং পুরুষকারশ্চ পরস্পরম্ অপেক্ষতে—দৈব ও পুরুষকার উভয়ে উভয়ের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

মানুষের জীবনে বিনা কারণে, অপ্রার্থিত রূপে যাহা ঘটে—যাহার কোন কিছু পার্থিব হেতু দেখাইতে আমরা সমর্থ হই না—তাহা অদৃষ্টজনিত ফল; অদৃষ্টপূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে গঠিত হইয়াছে—অতএব কর্ম্মফল নিরোধ করিবে কে? কর্ম্মফল নিবারণ করিবার ক্ষমতা ভগবানেরও নাই—কিন্তু জীবের আছে—কারণ ভগবান্ কর্ম্মাশক্ত নহেন, তিনি কর্ম্মফলের প্রদাতা; তবে একান্ত মনে বিধাতার আদ্যা শক্তির নিকট প্রার্থনা করিলে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ের চিন্তায় আমাদের আত্মার পাপ কলুষ কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যায়, সেই হেতু পাপ বৃত্তির অভাব ঘটায়, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বাসনা ও সংস্কার

যাহা ইহ জন্মে অদৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছিল, তাহাদেরও লোপ হয়—এইরূপে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল বিনষ্ট হয়—দৈব অস্তিত্ব হারায়। জীব কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হয়, আবার কর্ম্ম করিয়া সে সূত্র ছিন্ন করিতে পারে। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তুলিতে পারা যায়—কর্ম্মে যদি স্বাধীনতা জীবের না থাকিত তবে কর্ম্ম ফল জীবের ভোগ্য হইত না। যাহার দ্বারা কর্ম্মগতি বিভিন্নাকার ধারণ করে—তাহার নাম পুরুষকার; সাধনার দ্বারা পুরুষকার লাভ হয়—যাহা যে ভাবে থাকে, তাহাকে বিপরীত ভাবাপন্ন করিবার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ—তাহাই সাধনা।

'সাধনা'—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য—প্রণীত।

মৃত্যুরাজ যম সাবিত্রীকে বলিয়াছিলেন, জীব কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্র হয়, কর্ম্ম দ্বারা সনৎকুমারাদি ব্রহ্ম পুত্র হয়, কর্ম্মদ্বারাই মানব শিবত্ব বা গণেশত্ব লাভ করে;—

কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবঃ ব্রহ্মপুত্রঃ সকর্ম্মণা।

*　　*　　*　　*

কর্ম্মণা চ, শিবত্বঞ্চ, গণেশত্বং, তথৈবচ।

দেবী ভাগবতম্

ব্রহ্ম সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তি সমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম—যদি জগৎ নাও থাকে, তথাপি সেই মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিতে পারি না—কেননা, তখন স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি করিতেছেন—এবং তাঁহার সেই আত্ম শক্তিতেই সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত—যদি বল, ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে পাঠাইলেন? তবে তাহার উত্তর এই যে,—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিম্ব, প্রতিবিম্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথককৃত না হইলে, কে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং

সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে এবং যত্নে উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইবে? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড় দ্বারা একমেটে করিলেন এবং জীব চৈতন্য দ্বারা দোমেটে করিলেন। জীব ব্যতিরেকে অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার শ্রী, সৌন্দর্য্য থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি? তাহা থাকা, না থাকা দুইই অবিকল সমান। পরমাত্মা নিত্য সত্য এবং জীবাত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত ও পরমাত্মারই অঙ্গীভূত, এই জন্য জীবাত্মাও সত্য—হে মানব, কেমন করিয়া বলিব, তুমি সত্যের কেহই না বা সত্য তোমার কেহই নহে—তুমি তো আর অসত্য নহ, তুমি যে আমার চক্ষের সম্মুখে সত্য দেদীপ্যমান—তুমি যদি অসত্য হইতে, তবে কে তোমাকে পুঁছিত? তুমি সত্য বলিয়াই সত্য তোমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, পরের নিকটে নহে। অতএব এটা স্থির যে তোমার নিকটেই হউক, আমার নিকটে হউক, আর তৃতীয় ব্যক্তির নিকটেই হউক—যাহার নিকটেই হউক, সত্য যখন প্রকাশ পান, তখন সত্যের নিকটে, আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ—ইহারই নাম, "আপনাকে আপনি পাওয়া"—কেন না, সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলব্ধি। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা বলেন—মূল প্রকৃতি এক প্রকার জড়ধর্ম্মী ক্রিয়া শক্তি—তমঃপ্রধান রজোগুণ। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে; মূল প্রকৃতি—ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা ব্রহ্মময়ী ঐশী শক্তি—মূল প্রকৃতিকে অজ্ঞান বলিতে চাও বলো—যেহেতু তোমার আমার মুখের কথায় প্রকৃত সত্যের কিছুই আসে যায় না—কিন্তু এটা তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সে যে অজ্ঞান—সে জ্ঞানভরা অজ্ঞান; তার সাক্ষী পশু পক্ষীরা যখন প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হয়, তখন তাহাদের সব কাজই পাকা পোক্ত জ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয়—বলিতে পারো যে, মৌমাছি স্ব স্ব প্রকৃতির অন্ধ

উত্তেজনায় শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার উদর পূর্ত্তি করিবার জন্য মধু সঞ্চয় করে—কিন্তু, এটাও তো তোমার দেখা উচিত, যে তাহাদের নিজের নিজের সেই অন্ধ প্রকৃতির ভিতরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল প্রকৃতি চাপা দেওয়া রহিয়াছে —সেই বিশ্ব ব্যাপিনী মূল প্রকৃতি মৌমাছির মধু সঞ্চয়ের ছদ্মবেশে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে রেণু চালাচালি করিতে থাকে—আর সেই গতিকে ফুলের গর্ভ সঞ্চার হইয়া পুষ্প বৃক্ষের বংশ যুগ হইতে যুগান্তর ধরিয়া নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে। দেখ, কেমন ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ মূল প্রকৃতির গুণে অন্যত্র রক্ষক-রক্ষ্য গুণে পরিণত হইয়াছে। মৌমাছি সচেতন জীব. আর পুষ্পবৃক্ষ অচেতন উদ্ভিদ্—এরূপ অবস্থায় পুষ্পবৃক্ষের বংশরক্ষা জন্য মৌমাছির এত মাথা ব্যথা কেন? ফল কথা, এ মাথা ব্যথা মূল প্রকৃতির। উদ্ভিদ্ প্রকৃতি এবং জীব প্রকৃতির মধ্যে যে একটা বৈষম্য আছে, মূল প্রকৃতির কাছে, সে বৈষম্য মূলেই নাই; মূল প্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা ঐশী শক্তি, সুতরাং জ্ঞানময়ী।

"হারামণির অন্বেষণ"

(শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত)

নির্গুণ—অর্থ—ত্রিগুণাতীত; সগুণ—অর্থ—ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) ব্রহ্মতত্ত্বের যে দিক সৃষ্টির অতীত, তাহাই নির্গুণ—আর যাহা সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়োজিত, তাহাই সগুণ। তিনি জগতের মধ্যে সগুণ ও জগতের অতীতে (বাহিরে) নির্গুণরূপে বিরাজমান!

সত্ত্ব—প্রকাশশীল (আনন্দ বিভাসমান)

রজঃ—চেষ্টা, প্রতিষ্ঠাশীল;

তমঃ—অজ্ঞান, মোহ, ভ্রম প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য ও ভয়শীল।

পরমাত্মার নিকট আদ্যাশক্তির নিবেদন।

অনন্ত, অচিন্ত্য, ওহে পুরুষ প্রধান
করুণা নিলয়,
অশরীর, নির্ব্বিকার, অদ্বিতীয় জ্ঞানাধার
অনাবিল, নিরমল, শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময় !
তোমার চৈতন্যরূপ প্রশান্ত সাগরে
আমি ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমাত্র, ভাসি বক্ষোপরে !
আমি ইচ্ছাশক্তিমাত্র হে মহাপুরুষ
তব সহায়িণী !
হে চিন্ময় ! তোমা বিনা
আমি জড় প্রাণ হীনা !
তোমারি শক্তিতে
আমি সৃষ্টি প্রসবিনী !
জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে তুমি
প্রদীপ্ত ভাস্কর
আমি রশ্মি তব বিভা
জানে চরাচর !
অসীম, অব্যক্ত, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন !
মহিমা সাগর !
তুমি হে জগৎস্বামী তোমারি প্রকৃতি আমি
মোরে ল'য়ে পালিতেছ
বিশ্ব চরাচর !

তোমারি জ্যোছ্না আমি পূর্ণ শশধর !
আমি শক্তি, তুমি শিব,
অব্যয় ঈশ্বর !
প্রতি অনুকণা মাঝে তুমি বিরাজিত
ওহে বিশ্বপ্রাণ !
তুমি রবি, আমি ঊষা, তুমি চন্দ্র, আমি নিশা
আমি জায়া, তুমি পতি,
সর্ব্ব শক্তিমান্ !
তুমি দেব, পুষ্প আমি,
পূজিতে চরণ !
আমি তো সাধনা, সাধ্য,
তুমি নারায়ণ !
অভিন্ন, অভেদরূপে রেখেছ আমারে
সাথে লীলাময় !
তুমি প্রাণ, আমি কায়া, তুমি জ্ঞান, আমি মায়া
ক'রিতেছি লীলা সদা, ল'য়ে জীবচয় !
পদাশ্রিতা ভক্তি আমি, তুমি ভগবান্
একমেব অদ্বিতীয়ম্
পুরুষ মহান্ !!!

সার্ব্বজনীন স্তোত্র।

কে তুমি হে রূপরাশি ! অনন্ত গগনে ভাসি,
নিতি নিতি আস, যাও, সায়াহ্নে সকালে ?
কে তোমারে নিরমিল, কেন হেন পাক্ দিল,
খাট যেন ক্রীত দাস, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?
চোদ্দ লক্ষ সমা পৃথ্বি তব তনুর এতই ঋদ্ধি
মানসে ধারণা, হারে, তোমারে ভাবিলে !
লক্ষ গ্রহ জন্মভূমি, বিরাজিছ কেন্দ্র তুমি
উগরিছ, গ্রাসিছ, সতত সবলে !
বল, বল, হে ভাস্কর অতি উর্দ্ধে স্থিতি কর
হেরিছ কি পরাৎপর !
তাই আছ ভাসমান আনন্দ হিল্লোলে !

নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং, বিশ্বং তদনু চ বিভ্রতে,
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে, তুভ্যম্ ত্রেধা স্থিতাত্মনে।

যিনি সর্ব্বপ্রথমে এই বিশ্বজগৎকে সৃজন করিয়াছেন, সৃজনানন্তর যিনি এই বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, অতঃপর সর্ব্বশেষে যিনি এই বিশ্বকে সংহার করিবেন—এই সৃষ্টি কর্ত্তা, প্রতিপালন কর্ত্তা এবং সংহার কর্ত্তারূপী ত্রিগুণাত্মক পরম পুরুষকে কোটী কোটী নমস্কার করিতেছি। যিনি অজ, জন্ম রহিত, আদিপুরুষ, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে কখনও নিশ্চেষ্ট, নিদ্রিত থাকেন—কখনও বা সজ্ঞান, সচেষ্ট হইয়া ক্রিয়াবান্ হন ; যিনি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে উর্ণনাভের (মাকড়সার) জালের ন্যায় স্বদেহ হইতে বাহির করিয়া বিশ্ব

সৃজন করিয়াছেন—সেই অনাদি, অনন্ত, নির্লিঙ্গ, নির্গুণ পুরুষকে কোটী কোটী নমস্কার !

যাঁহার আদেশমত এই বিশাল দেহ পৃথিবী, বাঁধা নিয়মে, বাঁধা পথে, সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে এই পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণ বৃহত্তর সূর্য্যেও যাঁহার আদেশে ঐ একই নিয়মাধীন হইয়া বৃহত্তর সূর্য্যের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতেছে—এই গতিশীল বিশ্বের ৫০কোটীর অধিক মানব জ্ঞানের গোচরীভূত নক্ষত্রনিচয়—যাহারা আয়তনে অনেকেই সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর—যাঁহার আদেশে ঐরূপ বাঁধানিয়মে নিজ নিজ কক্ষপথে প্রবল বেগে ঘুরিতেছে, কেহ কখনও নিজের কক্ষ ভ্রষ্ট হইতেছে না ; যাঁহার আদেশে কোটী কোটী উল্কা ভীষণ বেগে এই পৃথিবীর সন্নিকটে দিবারাত্র ঘুরিয়াও পতন দ্বারা জীবগণের কোনওরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে না—যাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া ধূমকেতুর দল অপরিচিত পথিকের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া স্বীয় কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়া যায়—এই মহাঘূর্ণনের নিয়ন্তৃপুরুষ যিনি, তাঁহাকে শতকোটী নমস্কার !

খণ্ড প্রলয়কালে যিনি, কতিপয় 'লোক'কে এক বৃহৎ 'লোকে' পাতিত করিয়া তদন্তর্ভূক্ত করেন (যথা পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহকে সূর্য্যে পাতিত করিয়া বিধ্বস্ত পরমাণু আকারে অবস্থিত করান) এবং মহাপ্রলয়কালে যিনি সর্ব্বলোককে স্বকীয় কুক্ষিমধ্যে হরণ করিয়া (উর্ণনাভ অর্থাৎ লোককে মাকড়সা যদ্রূপ স্বীয় উদর হইতে জাল বাহির করিয়া, সেই জাল ইচ্ছামত নিজের পেটে গুটাইয়া পূরিয়া রাখে) কেবল স্বদেহ লইয়া একক, নিশ্চেষ্ট, জড়বৎ অবস্থিতি করেন—যাঁহাতে স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব আরোপণ, মানবের ক্ষুদ্রমন প্রসূত স্বজাতি অনুকরণমাত্র—সেই বিভূকে শত শত নমস্কার !

স্বত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্যানুসারে যিনি কোটী কোটী জীব ও তাহাদের আধার শত কোটী জীবলোক অর্থাৎ নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহাদি সৃজন

করিয়াছেন—দেবগণ সত্ত্বগুণের অধিক পরিমাণে অধিকারী হইয়া, যাঁহার অতি সান্নিধ্যে বসবাস করেন—সেই মহান্ আত্মাকে আমি কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই নভোমণ্ডলে ৫০ কোটী সূর্য্য সদৃশ নক্ষত্ররাজি বিরাজ করিতেছে এবং আমাদের এই সৌর জগতে ১ কোটী ৭০ লক্ষ ধূমকেতু পরিদৃশ্যমান হয়—এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা ও বিধান কর্ত্তাকে কোটী কোটী নমস্কার !

যে শক্তি এই পৃথিবীকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎমতে ১০ কোটী বৎসর সৃজন করিয়াছেন এবং যাঁহার সুসংযত বিধান প্রভাবে এই ভূলোক প্রত্যেক ৬ হাজার বৎসর অন্তর চন্দ্রের নৈকট্যলাভ গতিবশতঃ তদাকর্ষণ বলে বর্ষব্যাপী জলপ্লাবন ঘটিত পরিচ্ছদ বা নূতন স্তর ধারণ করিয়া থাকে এবং তদনন্তর যাঁহারই বাঁধা বিধিমতে নূতন জীব-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে—সেই মহাশক্তিকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছি !

যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বকীয় আয়তন কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া নভস্থল রূপ শূন্য প্রদেশ সৃজন করতঃ তাহাতে সুন্দর নক্ষত্ররাজি রূপী পারিজাত কানন সদৃশ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন—যিনি এক্ষণে সৃষ্টির মধ্যে সগুণ মহা-শক্তিরূপে ও সৃষ্টির বাহিরে নির্গুণ অর্থাৎ ধ্যান নিমগ্ন, নিশ্চেষ্ট, ক্রিয়ারহিত রূপে বিরাজ করিতেছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহর্ষিগণ মাত্র যাঁহার উভয় প্রকার রূপ ও শ্রীচরণ দর্শনে অধিকারী, সেই বাক্য ও মনের অগোচর জ্যোতির্ম্ময় অধোক্ষজ পরম পুরুষকে কোটী কোটী নমস্কার করিতেছি।

ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ,

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

প্রণতোঽস্মি, প্রণতোঽস্মি, প্রণতোঽস্মি !

শুভং দেহি, শুভং দেহি, শুভং দেহি !

শত কোটীর দ্বিগুণ মানব
বাস করে এ ভূমণ্ডলে
ওরে বাস করে এ ভূমণ্ডলে !
তাহে শত জাতি শত ভাষা
রং বেরং দেহ সকলে
কেহ ভজে যীশু খ্রীষ্টে
কেহ আল্লা, কেহ কৃষ্ণে
কেহ বৌদ্ধ জ্ঞান ধর্ম্মে
সার ধ'রেছে,
ছাড়ি সকলে !
ওরে সার ধ'রেছে ছাড়ি সকলে !
হিঁদুয়ানির নানা কর্ম্ম
দেখে শুনে হতভম্ব
হ'য়েছে রে বুধ মণ্ডলে !
কোথাও তন্ত্রে মদ্য কালী
কোথাও রাধা বনমালী
তাক্ লেগেছে, হেরি জটিলে !
ওরে তাক্ লেগেছে, হেরি জটিলে !
বিভূ কিরে তামাসার কথা
যা সাজাবি সাজ্‌বে তথা
নয়ন ঠারে ঘুরে মরে, বিশ্ব যাঁর কৌশলে !
তাই বলি, রাখি জাতি নিষ্ঠা
মন রে তুমি কর প্রতিষ্ঠা
বিশ্বচ্ছায়ায় বিশ্বভরে !

জ্ঞান ধর্ম্মে কর চর্চ্চা
অহিংসা ধরম সাঁচ্চা
কায়ে, মনে, বাক্যে, জীবে যাতনা দিও না কারে!
ওরে যাতনা দিও না কারে!
লভিবিরে প্রাণারাম
চলি যাবি নিত্যধাম,
সালোক্য পাবি রে তথা, সেই পুণ্যবলে
ওরে সেই পুণ্যবলে!

সৌন্দর্য্য।

"Beauty is Unity in Variety."

"বহুর মধ্যে একতার সমাবেশে সৌন্দর্য্যের উদয়।"

এই বিশ্ব জগৎ, সৌন্দর্য্যের আদর্শ—ইহা কেমন কোটী কোটী বিষয়ের মধ্যে একতা সূত্রের মালা গাঁথা রূপে বিভাসমান রহিয়াছে! এখানে এক হাতের একই শিল্পীর শিল্প কৌশল দেদীপ্যমান রহিয়াছে—ভাই, কি সুন্দর, ঐ নভোমগুলস্থ তারকাপুঞ্জ! তার উপর, কি সুন্দর, তাহাদিগের গতি বিধি! কোটী কোটী প্রকাণ্ডকায় গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু বাঁধা নিয়মে বাঁধা পথে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মহাবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে—পরস্পর ঠোকা-

---

সালোক্য=সহ+লোক+ষ্য=ভগবানের সহিত একই লোকে বিষ্ণুলোকে বসতি—তাঁহাকে প্রতিবাসীরূপে নিত্য দর্শন।

ঠুকি, দ্বন্দ্ব করিতেছে না—কি সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক মুখ, কি সুন্দর হাস্য বা জ্যোতি! ভাই কি সুন্দর ঐ প্রভাতি (পোয়াতি) তারা! কোটী কোহিনূরও উহার কণামাত্র দীপ্তি দিতে অক্ষম! তাই বলি সুন্দর কি? সুন্দর নরই বা কে? সুন্দরী নারীই বা কে? আমরা অনেক সময়ে যৌবনের মদমত্ততায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর কুপথ্য স্পৃহার ন্যায়, আসল খাঁটি জিনিষটি চিনিয়া লইতে পারি না, আমরা সর্ব্বাগ্রেই কোন কিছু বাহ্যিক কমনীয় দেখিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া, বলিহারি দিয়া তদ্‌গত চিত্ত হই—কিন্তু ইহা উচিত নহে—কারণ সকল নয়ন-সুদৃশ্য পদার্থ আমাদের তৃপ্তিকর, মুখ রোচক ও স্বাস্থ্যপ্রদ নহে—ইহা শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়— তাই বলিতে ছিলাম, বিষ-কুম্ভ পয়োমুখ কি না, এটি সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া, তবে নয়ন-সৌন্দর্য্যের নিকট আত্ম বিক্রয় করিতে হইবে—আমাদের আমিত্ব, যেরূপ বাহ্য সাকার ও আভ্যন্তরীণ নিরাকার মন, বুদ্ধি ও আত্মা লইয়া, সেইরূপ সুন্দর বা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য শুদ্ধ তাহার বাহ্য লইয়া সমীচীন ব্যক্তির নিকট গণ্য হইতে পারে না—ভিতরও বাহির দুইই সুন্দর হওয়া চাই—ভিতরের সৌন্দর্য্যেরই প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য—বহুর মধ্যে একতা থাকা চাই—বিষমতা থাকিলে চলিবেক না—তাই রূপোন্মাদ ও মত্ততাগ্রস্ত চিত্তকে বলিতে ইচ্ছা হয়—

গীতি

বল তবে, কি হবে, ধনী!
দুখ জানাইলে তায়!
সে যদি তোমা না চায়
তুমি তো পাগল প্রায়!

অবসাদে মন-খেদে

সোণার অঙ্গ হবে চেনা দায়!

যতনে, যাতনা বোধ

নাহি মানে অনুরোধ

হের, দেখ বাঁকা নদী,

শত বাঁকে ফুকুলে পলায়!

ভিতর বাহির ভাল,

থাকে যদি, সেও বিরল

স্তরে, স্তরে, বিষমতা

মজ্জা গাঁথা এ দুনিয়ায়!

পিককণ্ঠে কুহুধ্বনি,

মেঘকোলে সৌদামিনী

রসাল, জহরখনি,

লক্ষ স্থল উপমায়!

ধর, সখি, ধৈরয ধর

ডাক ব্রহ্ম পরাৎপর,

জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতি কায়!

কোটী ভানু যাঁর নখর

ভাব সব নিরঞ্জনের

মলা মাটির হেরফের

বৃথা ভ্রান্ত, তবে কেন,

রূপের মাকাল, মন চায়!

কি হবে, দুখ জানাইলে তায়!

মন্তব্য—

রসাল = আম্র—উৎকৃষ্ট আম্রের বাহির সুন্দর নহে,

জহর = হীরক—পাথরিয়া কয়লার রূপান্তর

রূপের মাকাল = রূপ সদৃশ মাকাল ফল (যাহার বাহির রাঙা, ভিতর কালো)

সক্রেটীস বলেন, পর্য্যায় অনুক্রমে সৌন্দর্য্যের অনুধাবন ও ধ্যান করিয়া সৌন্দর্য্যের প্রতি যাঁহার প্রেম নিয়মিত ও কেন্দ্রীভূত হয়, তিনি অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন—সে সৌন্দর্য্য, অসীম, অব্যয়, অনন্ত ও অবিনশ্বর। বহুবিধ বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তদবধি, যদবধি সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রেম প্রস্ফুটিত না হয়; তাহা প্রস্ফুটিত হইলে, তাহারই জ্ঞানে, তাহারই ধ্যানে মনুষ্য অনির্ব্বচনীয় অনন্ত আরাম লাভ করে!

কহে সে রূপের কথা বসন্তের তরু লতা
সমীরণ ডেকে বলে নির্জ্জনে কানন ফুল
শুনে সুখে, হরিণীর আঁখি করে ঢুল্ ঢুল্
হাঁসি, হাঁসি, ইন্দ্র ধনু নীল গগণে ভায়
শারদ নীরদ গণে কি কথা বলিতে চায়,
স্বপনে কি দেখে শিশু নিমীলিত নয়নে
ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে হাঁসে জানি না কি কারণে!
ভোরে সুখ তারা রাণী কি যেন দেখায় আনি
বুঝিতে পারি না সুধু আঁখি ভরি দেখি তায়!
পিয়ে সে রূপ সুধা হিয়া মোর উধাও ধায়!

অহো বিশ্ব—পরকাশী উদার সৌন্দর্য্য রাশি !
জলে, স্থলে, আকাশে, সদাই বিরাজিত !
যে দিকে ফিরিয়া চাই সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই !
অত্যুল্লাসকারী অয়ি পরম আনন্দময়ী
কে তুমি মা ! শান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাসিত ?
কে তুমি, জননী, পিতা নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম, ভক্তি, স্নেহ রস উদার উচ্ছাস ?
কে তুমি মা ! জল, স্থল মহান্ অনিলানল
নক্ষত্র খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি, কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?
নিতি, নিতি, তরু লতা নবর নূতন পাতা
কেমন প্রফুল্ল অহো ! কুসুম সুন্দর !
ঝ'রে যায় পরক্ষণ ব্যথিয়া নয়ন মন
আবার তেমনি ফুল ফুটে থরে থর !

আকাশ পাতাল ভূমি
সকলি, কেবল তুমি !
এক করে বরাভয়
বিশ্বের নিয়তোদয়
হয় প্রলয়—অন্য করতলে
দশ দিকে পায় স্ফূর্ত্তি
তোমার মহান্ মূর্ত্তি
অনাদি অনন্ত কাল
লোটে পদতলে !

(৺বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী)।

অভিব্যক্তি বাদ।

(Theory of Evolution.)

আজি কালি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ ডারউইনের মতে অনেকে অভিব্যক্তি বাদের পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন—এই মতের মূল মন্ত্র স্থূল কথায় বলিতে গেলে—জড় হইতে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মানবের ক্রমোন্নতিশীল জন্ম ধারণ হইয়াছে—এবং ইহার আর একটী মন্ত্র এই যে এই সৃষ্টি রাজ্যে Survival of the fittest, যেটী সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম—সেই জীবাণু জীবন ধারণক্ষম থাকিবেক—আর সকলই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লয় প্রাপ্ত হইবেক—বাস্তবিক, এই মত কত দূর যুক্তি সঙ্গত সকলেরই নিজ জীবনে একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার বিষয়। ঈশ্বর ও সৃষ্টি এবং সৃষ্টি প্রণালী সম্বন্ধে মতামত একটা উপেক্ষার জিনিস নহে—উহা আমাদের জীবনের এক মাত্র সাধনার বিষয় এবং জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। অভিব্যক্তি বাদী বলিতেছেন—তুমি, আমি, জড় ছিলাম, মাটী ছিলাম—পরে বৃক্ষ হইলাম, পরে কীট হইলাম, পরে পতঙ্গ হইলাম,—ক্রমশঃ মানব হইলাম এবং জীবন সংগ্রামে প্রত্যেক বারেই আমরা সমশ্রেণীর পরমাণু বা জড় কণার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করতঃ শেষটা এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি। অন্য দিকে আবার ইঁহাদের মত পরীক্ষা করিতে গেলে দেখা যায়—যে, যদি বানর হইতেই মানবের উৎপত্তি হইল, তবে আবার বানর বংশ কতকটা থাকিয়া গেল কেন? এবং এখনও বানর হইতে নূতন মানব জন্মাইতেছে না কেন? যদি যোগ্যতমের জীবন ধারণ সৃষ্টি রাজ্যের মূল মন্ত্র হয়—তবে বড় বড় সহরে এরূপ দেখা যায় কেন যে, অনেক অর্দ্ধভুক্ত, অনাহার ক্লিষ্ট, জীর্ণ শীর্ণ ভিক্ষু তো কোন মহামারি ব্যাধির সময়ে টিকিয়া

গেল—কিন্তু সুখশালী ধনী ও মধ্যবিত্ত গণ মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইল। যোগ্য তমের জীবন ধারণ (Survival of the fittest) এই বিধান থাকিলে, অরণ্যে নিঃসহায়, আশ্রয়হীন, মৃগবংশের অস্তিত্ব থাকিত না; আহা! তাহাদের মত নিরাশ্রয় জীব, বোধ হয়, আর কেহ নাই; হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতির হস্ত হইতে এড়াইবার জন্য তাহাদের ভূগর্ভে গর্ত্ত করিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই, বৃক্ষশাখায় বাসা নির্ম্মাণের ও শক্তি নাই; তাহারা আত্মরক্ষার্থ অরণ্য মধ্যে সমতল তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে কেবল মাত্র গোলাকারে দল বাঁধিয়া ভয়চকিত নেত্রে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—বিধাতা তাহাদিগকে দ্রুত উল্লম্ফন গতি ভিন্ন আর কোনও আত্ম-রক্ষার্থ হাতিয়ার দেন নাই—অন্য হিংস্র পশুর ন্যায়—নখ ও দন্তে শক্তি দেন নাই বা বানরের ন্যায় বৃক্ষ অধিরোহণের ক্ষমতাও দেন নাই—তাহাদের উপরন্তু দীর্ঘ-শাখা প্রশাখা যুক্ত শৃঙ্গ ঝোপে ঝাপে বা কণ্টক বনে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষার পক্ষে বরং বাধাই দিয়া থাকে—উহা শত্রুকে প্রহার করিবার মহিষাদির ন্যায়—অস্ত্র ও নহে—উহা কেবল শোভনসুন্দর মানব মনোহারী সুদৃশ্য মাত্র—তাহাদের কথিত রূপ বৃত্তাকারে দল বাঁধিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এই যে সমতল ময়দানে (ঝোপ ঝাপে বরং থাকিবার ক্ষমতা থাকিলে, দূর হইতে হিংস্র জন্তুর নজরে পড়িবার সুবিধা থাকিত না) যখন তাহারা দূর হইতে শত্রু দেখিতে পায়, তখন দলের মধ্যে একটী দেখিতে পাইলেই, সে সকলকে ইসারা ধ্বনি করে, তখন সকলে ছুটিয়া পলায়—গোলাকারে দলবদ্ধ না থাকিলে তো চারিদিকে এক জনের নজর সর্ব্বদা স্থির থাকে না—আহা, এইরূপ ভয়চকিত অবস্থায়, চঞ্চল-নয়ন মৃগ কুলের দিবা রাত্র জীবনের সমস্ত কাল কাটে—এই অবস্থাতেই, তাহাদের রতি ধর্ম্ম; সন্তান প্রসব, সদ্য প্রসূত শিশু শাবক লইয়া পলায়ন, জীবনের সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে—তাহারা সারা জীবনটা ধরিয়া যেন বলিদানের পাঁঠা, সর্ব্বদা ঘাতকের

উত্তোলিত খড়্গ নিরীক্ষণ করিতেছে! অহহ! এইরূপ নিরীহ নিরাশ্রয় জীবকে মানবে আবার বন্দুক, ধনুক দ্বারা শীকার করে—এবং পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজগণ অগণ্য হিংস্র জন্তু থাকিতে মৃগ শীকারেই বড়াই পণা দেখাইতেন, তাঁহাদের মৃগ শীকার ভিন্ন কি লক্ষ্যভেদ শিখিবার আর কোন উপায় করিবার বুদ্ধি যোগাইত না!

তাই বলিতেছিলাম—যোগ্যতমের জীবন ধারণ—ইহাই নিয়ম হইলে অরণ্যে পালে পালে হরিণকুল তো দেখা যাইত না! ফলতঃ অভিব্যক্তিবাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া অন্যদিক দিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—প্রত্যেক জড় কণায় যে মহাশক্তি নিহিত আছে,—তাহা চাক্ষুষ প্রমাণে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে—এই যে কাষ্ঠে বা জড় সমষ্টিতে অন্য কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া তাপ ও আলোক উদ্ভূত হইল,—অন্যত্র ঘর্ষণে ঘর্ষণে যে তাড়িৎ-রূপী মহাবলের পরিচয় পাওয়া গেল—ইহা জড়ের মধ্যে এক মহাশক্তি অন্তর্নিহিত থাকিয়া কার্য্যকরী আছে, এতৎ পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে—বস্তুতঃ জড়কে শক্তিময় বা প্রাণময় বলা যাইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া উহার মন, আত্মা, স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না—জড়ে জড় প্রসব করিতে পারে—এঁটেল মাটী হইতে ঘুটিং জন্মিয়া চূণ হইতে পারে—তাই বলিয়া ঐ নর্দ্দমায় যে কীট জন্মিয়াছে, তাহা জড় প্রসূত ইহা বলা যাইতে পারে না। বায়ুতে সকল উদ্ভিদ্ জীব প্রভৃতির বীজাণু ও জীবাণু সর্ব্বদাই ভাসমান আছে—তাহাই উপযুক্ত ক্ষেত্র, জল, বায়ু, তাপ পাইয়া স্বপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র—মহাশক্তিময়ী ইথারে সৃষ্টির সর্ব্ব প্রকার জড় ও চৈতন্যের বীজ বা সূক্ষ্ম দেহ সর্ব্বত্র বিরাজমান আছে। এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না, যিনি জড়কে স্থূলরূপে মহাশক্তির খেলনক দানাবাঁধা স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই ইচ্ছাময় যে স্বকীয় আত্মার কিয়দংশ ঐ জড় ও শক্তির উপর অধিকারী স্বরূপে খেলাধুলা বা নাড়াচাড়া করিবে,

এরূপ বিধান করিতে পারেন না—বরং ইহাই যুক্তিমূলক যে, ঐ পরমাত্মা হইতে পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছা পূর্ব্বে যোল আনাই বলবতী ছিল—কিন্তু এক্ষণে কর্ম্মদোষে ভগবৎ বিধানীকৃত "কু" ও "সু" প্রবৃত্তিদ্বয় মধ্যে "কু" এর পরতন্ত্র হওয়ায় ঐ স্বাধীন ইচ্ছা মানব জাতির (উর্দ্ধলোকে দেবগণের স্বাধীন ইচ্ছা মানবের অপেক্ষা বলবত্তর) ভস্মাচ্ছাদিত মত জ্যোতি ও ক্রিয়াহীন অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন আছে। বিধাতার এমনই সৃষ্টি কৌশল যে আমরা স্বকৃত কর্ম্মের দোষ গুণ ভাগী যাহাতে হই, তজ্জন্য গ্রহগণের গতির সহিত আমাদের অদৃষ্ট ফলের যোগাযোগ রাখিয়া দিয়াছেন—বস্তুতঃ অনেকেই জানেন এবং স্বীকার করেন যে আমাদের কোষ্ঠীফল তীব্র ও প্রকৃত সাধনা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হইলে, স্থূল স্থূল বিষয়ে অনেকের জীবনে যথাযথভাবে ঘটিয়া থাকে—কেহই তাহা রোধ করিতে সমর্থ নহে। আমরা কর্ম্মদোষে স্বকীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও আত্মশক্তিকে এতদূর বীর্য্যহীন ও প্রবৃত্তিরূপী ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছি যে পদ্মার ভীষণ জল প্রবাহে ভাসমান শশকের ন্যায় অদৃষ্ট বা পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মবল আমাদিগকে নিঃসহায় ভাবে এবং আশ্রয় বা ঠেকশূন্য রূপে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া বুঝিয়াও ঐ শশকের মত কেবল পাছা উল্টাইয়া ডুব দেওয়ার মত সামান্য সামান্য বৃত্ত অঙ্কন করিয়া, সামান্য সামান্য বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনা করিতে সক্ষম হইতেছি মাত্র।

স্বাধীন ইচ্ছার আমরা জীবন তরীতে স্বকীয় চেষ্টার পাল উঠাইলাম (পুরুষকার)—কিন্তু কাহারও অদৃষ্টবলে প্রতিকুল বাত্যায় ও প্রতিকুল স্রোতে তরী অগ্রসর হইতেছে না (কুকর্ম্মফল)—অতি ধীরে—সজোরে—দাঁড় টানিয়া দিনান্তে তরী ৬ ক্রোশ অগ্রসর হইল (পুরুষকার)—কেহ বা সু অদৃষ্টরূপী সানুকুল সুবাতাস ও সানুকুল নদী স্রোতবলে তরী তর্ তর্ শব্দে ভাসাইয়া মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে দিনান্তে শত ক্রোশ হিসাবে

অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে—অন্যের ৭ মাসের স্থলে—৭ দিনেই উপনীত হইল। ফলতঃ সকলেই গন্তব্য স্থান মহাসমুদ্রে পড়িবে—কেহ সত্বর কেহ বিলম্বে—কেহ দুই এক জন্মে, কেহ বা এখনও শত জন্মে আত্মার প্রবৃত্তিময় পঙ্ক বিধৌত করিয়া পরমাত্মার নিকটজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মহামহিমময় রাজ-রাজেশ্বর জ্যোতি অবলোকন করিয়া আত্মাকে মুক্ত ও জীবনকে সার্থক করিবেক। ইচ্ছা করিলে, আমরা ইহজন্মেই ঐকান্তিকী চেষ্টায় (পুরুষকার) ইচ্ছা শক্তিকে একাগ্রযুক্ত করিয়া অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগ-মার্গে এরূপ বলীয়ান্ হইতে পারি যে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বে জন্মের অদৃষ্ট স্রোতকে বাধা দিতে ও ফিরাইতে সক্ষম হই। যোগের নামে ভয় পাইবার কিছুই নাই—যেমন শিশার গঠন সামান্য বন্দুকের গুলি হস্তে নিক্ষিপ্ত হইলে অধিকদূর যায় না, বা ব্যাঘ্র বধ করে না—কিন্তু বন্দুক বারুদ সহযোগে ১ মাইল যাইয়াও লক্ষ্য বিদ্ধ করে—তদ্রূপ বন্দুক রূপী একাগ্র মনঃ-সংযোগ পথ বা যোগপথ অবলম্বন করিয়া—মনরূপ গুলিকে জ্ঞান ভক্তি রূপ বারুদ সংযোগে ভগবৎ-পদরূপ লক্ষ্যবেধ করিতে পাঠাইতে হইবেক। যোগ—অর্থ—চিত্তকে একাগ্রীকরণ, অসৎ প্রবৃত্তিকে দাবিয়া রাখিয়া ভগবানে দৃঢ় ভক্তি ও একাগ্রমন হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ মাত্র। ক্ষুদ্র জড় ও কীট হইতে সকলকে আত্মীয় স্বজন ও ব্রহ্মোদ্ভূত জ্ঞানে আলিঙ্গন প্রদান করিতে হইবে—কেহই ঘৃণা বা উপেক্ষার বিষয় হইবে না—বিধাতার রাজ্যে সকলেই সুখ দুঃখ লইয়া বিচরণকারী—আমার কাহাকেও হিংসা বা হনন করিবার অধিকার নাই—এই জ্ঞান রাখিতে হইবেক—ইহার ফলে পরমাত্ম-জ্ঞান উদিত হইবেক—তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তোমার আমার প্রয়োজনীয় তাবৎ অভাবই অযাচিতভাবে পূরণ করিয়া দিবেন।

পৃথিবীর নব নব পরিচ্ছদ।

সর্ব্বদাই মনে হয়—ভগবন্ এ পৃথিবীতে এত মতভেদ কেন? হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান্, মুসলমান প্রভৃতি শত শত দলাদলি কেন? একবার কোন পশ্চিমপ্রদেশে এক পাহাড়ে ভ্রমণ কালে কোন এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, পথি পার্শ্বে একটী পাহাড়ী স্ত্রীলোক অন্যের সহিত বিষম ঝগড়া করিতেছে—আমার বন্ধু সুধাইল, ভাই ইহাদের ঝগড়ার কথা কিছু বুঝিতে পারিলে? আমি "এক বিন্দুও না" বলিয়া উত্তর করিলাম। তখন বন্ধুকে বলিলাম ভাই দেখ, মানুষ হইয়া কেমন মানুষের কথা কিছুই বুঝিলাম না—কিন্তু এ দেশের কাক, শালিক যেরূপ বুলি বলে, আমাদের দেশের কাক, শালিকও তাহাই বলে—তাহাদিগকে পরস্পরের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে, তাহারা মনের ভাব আদান প্রদান করিতে পারে। কিন্তু আমরা অতিবুদ্ধি মানব কি না, তাই বড় কুঁদুলে হইয়া পড়িয়াছি, কেহ কাহারও কথায় সায় দিই না। একজন বলিতেছে, জল, একজন ওয়াটার, অন্যে পানি, বলিতেছে—এইরূপে শত শত জাতি, শত শত ভাষা—কেহ বলে পূর্ব্ব মুখ হইয়া স্নান করিতে হয়, কেহ বলে না, না, পশ্চিম মুখ হইয়া স্নান কর—কেহ বলে, আমার দলে, যাহা বলে ও করে, তাহাই ঠিক—অন্য দলের আচার ব্যবহার সমস্ত দূষণীয়—এইরূপ সতত দলাদলি, বিরোধই চলিতেছে। মানুষ বুদ্ধিজীবি হইয়া বড়ই আত্ম বড়াই প্রিয় হইয়াছে; তাহারা বড়ই নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে বাস করিতে ভাল বাসে—সকলে বড়ই অনুদার—পর ছিদ্রান্বেষী। সবাই বলিতেছে, তুমি যাহা ভাবিতেছ, যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে—ওটা মস্ত ভূল ও কুসংস্কার-ময় পথ—আইস, আমার পথে—সোজা ও খাঁটী পথে, সশরীরে স্বর্গে যাইবার

সিঁড়ি দেখাইয়া দিতেছি। প্রকৃতই কি বিশ্বেশ্বর পৃথিবী তুল্য কোটী কোটী লোক বা জীবাধার সৃজনকারী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? যাঁহার ইঙ্গিতে, যাঁহার অযত্ন সম্ভূত ইচ্ছাধীন পরিত্যক্ত প্রশ্বাস বায়ুতে এই সৃষ্টি রাজ্য সমুৎপন্ন হইয়াছে—যাঁহার কটাক্ষ মাত্রে এই পৃথিবী তুল্য কোটী কোটী জীবলোক লয়প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কুক্ষিগত হইবেক—তাঁহার কি এক দেশ-দর্শী হইয়া সশরীরে ষোল আনা কোথাও অবতার রূপে জন্মগ্রহণ সম্ভবে? তিনি কি অন্য লোকের ভাবনা ছাড়িয়া কেবল পৃথিলোকের হিতের জন্য একদিনও অবতার রূপে থাকিতে পারেন? ঐ যে উত্তর মেরু স্থান, দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ চির বরফাবৃত বলিয়া জানা থাকিলেও, তথায় কয়লার খাদ, ধাতুখনি, পর্ব্বত প্রভৃতির আবিষ্কার হইতেছে—এ সকলের অর্থ কি? ঐ সকল কি পূর্ব্বে লোকালয় ছিল না? এই সকল চিন্তা স্বতঃই আসিয়া চিত্ত আলোড়িত করে। তাই মনে হয়—মন, তুমি এখন যাহা দেখিতেছ বা শুনিতেছ, তাহা সত্য নহে, সত্ত্ব নহে, উহা পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল। আজ যেখানে মেরু স্থান দেখিতেছ, এককালে তাহা বিষুবরেখা স্থানীয় ছিল, তথায় বহু জীব বসতি ছিল; আবার বিষুবরেখা প্রদেশ পূর্ব্বে তুহিনাবৃত মেরু প্রদেশ ছিল। এই সংসারে সকলই পরিবর্ত্তনশীল—চলৎ চক্রবৎ; পৃথিবীর আয়ুষ্কাল ১০ কোটী বৎসর—পণ্ডিতগণ অনুমান করেন—কিন্তু আমরা এই খ্রীষ্টের জন্মের ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ও তৎপূর্ব্ব আরও কিছুকাল ধরিয়া এই ৩ হাজার বৎসরের বই অধিক কালের তথ্য বা ইতিহাস পাই না কেন? এই ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি মানব ছিল না? তৎকালে কি হুপ্ হাপ্ শব্দে উল্লম্ফনকারী মানবের পূর্ব্বপুরুষ ডারউইন কথিত বানরের লীলা ক্ষেত্র এই পৃথিবী ছিল? তাহাই যদি সত্য হইবে, তবে আজ ৫।৬ হাজার বৎসরের পুরাতন মানব হস্তের আশ্চর্য্য গঠন মিশরের পিরামিড্ প্রভৃতি আজিও দেখিতে পাই কেন? তবেই স্বীকার করিতে হইবে, এই

পিরামিড্ প্রভৃতি গঠনের সমকালে আমাদের অপেক্ষাও বুদ্ধিজীবি মানব এই ধরার অঙ্ক শোভন করিত—ঐ সকল মানবের প্রকৃত ইতিহাস কি হইল? আমরা বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে অল্পকালের ইতিহাস পাইয়া আর কোন তথ্য পাই না কেন? ঐ তমসাচ্ছন্ন, কাল বা অন্ধকার যুগ কোথা হইতে আসিল? হিন্দুগণের সংস্কৃত ভাষার প্রচলনরূপ উন্নতি কালের পর, যৎকালে বেদ, বেদান্ত, মহাভারতাদি সৃষ্টি হইয়াছে—আবার অন্ধকার যুগ কোথা হইতে আসিল—চরম উন্নতি হইতে চরম অবনতি কোথা হইতে ঘটিল—এইখানে যুক্তি আসিয়া পথ দেখাইয়া বলে, ইহার একমাত্র কারণ জল-প্লাবন। সংস্কৃত গ্রন্থাদি জলপ্লাবনকালে ঋষিগণ অত্যুচ্চ গিরি শিখর গুহায় রাখিয়া দিয়া ছিলেন—কঠিন গঠন পিরামিডাদি ও উচ্চ গিরি সমূহ ঐ চন্দ্রাকর্ষণ বশতঃ ২।৫ বৎসর কালব্যাপী প্লাবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই—তাই তালপুকুরের তাল গাছ নাই, নামটা মাত্র বজায় আছে; তাই মনে হয়, প্রতি ৬ হাজার বৎসর অন্তর (লক্ষ লক্ষ বৎসর অন্তর যুগান্তর নহে) চন্দ্রের ক্রম নৈকট্যাগমন গতি বশতঃ পৃথিবীর অতি সন্নিকর্ষতা হেতু পৃথিবীতে বর্ষব্যাপী জল প্লাবন ঘটিয়া থাকে—সেই কারণেই হিমালয় প্রদেশে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে অনেক জলচর তিমি, হাঙ্গরাদি প্রাণীর কঙ্কাল ও অনেক অর্ণব যানের চিহ্ন ভূপৃষ্ঠ খননকালে দৃষ্টি গোচর হইতেছে। ইউরোপের হাঙ্গেরী প্রদেশে হ্রদজাত সম্বুকাদির কতকগুলি ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে—ঐ ভাণ্ডার গুলি ভূপৃষ্ঠের ২ হাজার ফিট্ নিম্নে অবস্থিত আছে—প্রত্যেক ৬ হাজার বৎসর অন্তর কতিপয় বৎসর ব্যাপী জল প্লাবনে ২০ ফুট গভীর ভূপৃষ্ঠে স্তর জন্মে ধরিলেও ঐ সকল কঙ্কালবশেষ জীবগুলি ৬ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল, অনুমান হয়। পৃথিবীর এই শেষ প্লাবনের পর ৩ হাজার বৎসর আয়ু চলিয়াছে—আর ২।৩ হাজার বৎসর পরেই, ১০০ বৎসরে এক পুরুষ বা শতাব্দী ধরিয়া আর ৩০ পুরুষ বা

৩০ শতাব্দী পরেই এই পৃথিবী পুনরায় প্লাবন পয়োধিজলে কায়া বদলাইবে। তখন যাবতীয় জীব, উদ্ভিদ প্রভৃতি প্লাবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া কঙ্কাল সার হইবেক—এইরূপে অরণ্যানি কালে ম্যাটি কাদা পাথর চাপা পড়িয়া পাথরিয়া কয়লার আকার ধারণ করিবেক—বাঙলার মানভুম অঞ্চলে অরণ্য প্রদেশে ভূপৃষ্ঠের ৫।৭ ফুট নীচেও উত্তম পাথরিয়া কয়লা আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল কয়লা সহজ চক্ষে কাষ্ঠের রূপান্তর বেশ অনুমিতও হয়। তাই বলি উচ্চ পাহাড়িয়া অরণ্য প্রদেশে বনের কাষ্ঠ দলকে জল প্লাবন ভিন্ন কে চাপা দিতে সক্ষম? পৃথিবীর এই ৫।৬ হাজার বৎসর অন্তর জল প্লাবনকে খণ্ডপ্রলয় বলে—মহাপ্রলয় কালে পৃথিবী সূর্য্য সন্নিকর্ষতা নিবন্ধন বাষ্পাকারে লীন হইবে—কে জানে তাহা লক্ষ বৎসর বা কত বৎসর পরে সংঘটিত হইবেক? তবে পৃথিবীর স্তর পরীক্ষায় ইহার পরমায়ু যখন ১০ কোটী বৎসর পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন—তখন এরূপ কঠিন প্রাণের অবশ্য বহু বিলম্বে ধ্বংসকাল, বিধাতার খাতায় নির্নীত আছে।

সমস্ত মানব কি এক দম্পতি সম্ভূত?

অনেকে বলেন, আডাম্ ও ইভ্ দুইটী মানব মানবী হইতে জল প্লাবনের পর বর্ত্তমান মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে—একটু বুঝিয়া ভাবিয়া দেখিলে তাহা তো বোধ হয় না—তাই যদি হইবে, তবে এই সে দিন ৪।৫ শত বৎসর হইল আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল কেন? যদি একই মানবের সন্ততি সকলে হইবেক, তবে তাহাদের জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন পরস্পর গতিবিধি, জানাশুনা,

আদান প্রদান, লোক লৌকিকতা অবশ্যই থাকিত। যে বিধাতা দুইটী মানব, দুইটী অশ্ব, দুইটী হস্তী সৃজন করিতে পারেন অথবা যাঁহার বাঁধা নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ দুই দুইটীর উদ্ভব হইতে পারে, তিনি কি স্থান ভেদে তাহাদের পৃথক পৃথক দল সৃজন করিতে পারেন না ? ফলতঃ বায়ুতেই তো সকল জীব, উদ্ভিদের বীজ ভাসমান রহিয়াছে, ওত প্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে—সেই সকল উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিধাতার একই নিয়মের অধীন হইয়া আপনা আপনি উদ্ভূত হইয়াছে ও হইতেছে—ইহা কি অধিকতর যুক্তি যুক্ত কথা নহে ? আমরা বর্ষাকালে দেখিতে পাই পুষ্করিণীপ্রধান পল্লীপ্রদেশে বর্ষাকালে অনেক নূতন নূতন কাঁকড়া, ধানফুলি মাছ প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে—১ বর্গ মাইল ময়দান ব্যাপী আবাদী জমি—তাহার মধ্যস্থলে সামান্য ৪।৫ হাত গভীর ২।১টী জলাশয় আছে মাত্র, উহাতে ১২ মাস জলও থাকে না এবং বর্ষারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন বারিবিন্দু বা মৎস্যও থাকে না—আবার উহাতে ঐ শ্রেণীর কাঁকড়া বা ধানফুলি মাছ প্রভৃতি কস্মিন্ কালেও জন্মে না, অথচ বর্ষাকালে ঐ সকল জমির জলে কোটী কোটী মাছ, কাঁকড়া, কোথা হইতে জন্মিল ? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, বায়ুতে ঐ সকল জীব ও নানাপ্রকার উদ্ভিদের সূক্ষ্ম দেহ ভাসমান ছিল, উপযুক্ত বৃষ্টি, ক্ষেত্র ও কাল পাইয়া তাহারা স্বয়ম্ভূ রূপে পালে পালে একই কালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে—নর্দ্দমার ময়লা ও আবর্জ্জনায় নিত্য নিত্য লক্ষ লক্ষ যে মশক জন্মে, তাহা ১ দিনেই ১০।২০ লক্ষ জন্মে, দুইটীর দম্পতি হইতে এক দিনে কখনও ১০ লক্ষ উৎপাদন সম্ভবপর নহে।

আবার অন্য দিকে দেখা যায়, ধানফুলি মাছ কার্ত্তিক মাসে ধান্যে শীষ হইবার সময় না আসিলে ঐ সকল জমির জলে জন্মে না—অর্থাৎ ইহাই বুঝিতে হইবেক, ঐ সময়ে ধান্য শীষের রেণুসংযোগে তাহাদের উৎপত্তির

সহায়তাকারী ক্ষেত্র বা কালের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সকল যুক্তি-মতে মানব জাতির দলে দলে নানা স্থানে, নানা সময়ে উৎপত্তির সম্ভাবনা, বলিয়া অনুমিত হয়—নচেৎ সমগ্র মানব একই স্ত্রীপুরুষের সন্তান সন্ততি হইলে এত ভাষা পার্থক্য হইবে কেন? ভাষার সহস্রের মধ্যে একটীর মিল থাকিলে যে সকলেই একই পিতা মাতার সন্তান ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। ব্যবসায় বাণিজ্য ও পারস্পরিক মেলামেশা বশতঃ ঐরূপ ভাষার অল্প অল্প ঐক্য দেখা যায়—কিন্তু পারস্পরিক সুর, আওয়াজ, আকাশ পাতাল প্রভেদ, অতিশয় দুর্ব্বোধ্য, বেশ প্রতীয়মান হয়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, সকল মানব একই জাতি সম্ভূত, যেহেতু সকলেই একই বিধাতার—একই বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া—একই বায়ুমণ্ডলে সূক্ষ্মদেহে বিভাসমান থাকা অবস্থায়—সকলে পৃথক পৃথক ভাবে কাল ও ক্ষেত্রানুযায়ী পৃথক পৃথক সম্প্রদায় রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক কি?

অনেকে বলিয়া থাকেন—খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা; কারণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে, আরও কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত হইয়া পড়ে; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হয় আমি কি? ধর্ম্ম কি? খাদ্যাখাদ্য কি? আত্মা নানা প্রবৃত্তি সহযোগে তদনুযায়ী জড়রূপী স্থূল দেহের আবরণ ধারণ করিয়া থাকেন—ঐ সকল প্রবৃত্তি মধ্যে কতকগুলি "সু" ও কতকগুলি "কু" আছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা,

দয়া, সরলতা, সাধুতা, অহিংসা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং অহঙ্কার নিষ্ঠুরতা, হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। আমাদের মন বা বুদ্ধি অবস্থা বিশেষে পড়িয়া—এই সকল বৃত্তির চালনা করিয়া আত্মাকে শোধিত বা কলুষিত করিয়া থাকে। কর্ম্ম ও সংসর্গগুণ বা দোষে আমাদের সু ও কু শিক্ষা হইয়া থাকে—যতই আমরা সাত্ত্বিক ব্যবহার করি এবং ভাল সংসর্গে থাকি, ততই আমাদের আত্মার উন্নতি লাভ হয় এবং তাহাই ধর্ম্ম কার্য্য করা বলিয়া গণিত হয়। জড় পদার্থেরও প্রাণন বা উত্তেজন শক্তি আছে—আমরা স্পষ্টই ইহা অনুভব করিতে পারি। আজানুলম্বিত বুট জুতা পায়ে দিয়া চলিলে, ঐ পশু চর্ম্ম আমাদের পাদ পেশীকে এতই উত্তেজিত করে, যে আমরা মস্ মস্ করিয়া চলিয়া যাই—অন্য জীবের যে পাদ পীড়নে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা দয়ার উদ্রেক হইয়া তাকাইয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। মাংস, ডিম্ব, মদ্য প্রভৃতি খাইলে নানা পাশব বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া শরীর ও মনকে চঞ্চল ও কলুষিত করে—ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞাতব্য বিষয়। এক জন বিজ্ঞানবিৎ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, গাজোর খাইলে খিট্ খিটে স্বভাব দূর হইয়া চরিত্র মধুর হয়—মটর, কলাই, মনুষ্যকে প্রফুল্লচিত্ত করে—শালগম বিষণ্ণতা আনিয়া দেয়—কপি ফুসফুসের অসুখের পক্ষে ভাল এবং শাক কতকটা অহিফেনের কার্য্য করে—মৎস্য খাইলে মৎস্যসুলভ শৃঙ্গার বৃত্তির আধিক্য হয় এবং পশু মাংসে নানারূপ পাশব ঔদ্ধত্যের উদ্রেক হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, কু প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে একে তো উদ্দাম প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগরুক রহিয়াছে, তাহার মত্ততা বা উচ্ছৃঙ্খলতা সাধক আহার্য্য কখনই ধর্ম্ম সাধনের সহায়তা করে না—পরন্তু আরও প্রবলতা বাড়াইয়া আমাদিগের আত্মার বা ধর্ম্ম কার্য্যের বিশেষ শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে।

ন মাংস ভক্ষণে দোষো, ন মদ্যে, ন চ মৈথুনে,
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং, নিবৃত্তি স্তু মহাফলাঃ।

এই উক্তি কি সত্য? প্রবৃত্তি মুখে লাগাম দিয়া কসিয়া না ধরিয়া, তাহাকে যথেচ্ছ বিহার করিতে দেওয়া কি অধঃপতনের মূল নহে? জীব দেহ, ক্ষিত্যপ্ তেজ প্রভৃতি পাঞ্চ ভৌতিক—অতএব স্থূলদেহ, ভূত পদার্থ—ঐ পঞ্চ ভূত তামসিক; মাংসাদি ভক্ষণ দেহরূপী ভূতের সৌষ্ঠব ও উন্নতি সাধক হইলেও, উহা তামসিকতা নিবন্ধন, চৈতন্যের অবসাদক—সত্ত্বগুণ, চৈতন্যের স্ফূর্ত্তিকারক। চৈতন্য বা সূক্ষ্মদেহই জীব পদবাচ্য; দেহ তো মরিয়া গেলে পঞ্চভূতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমে তামস প্রবৃত্তি অপনীত হয় এবং সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি পরিস্ফুরিত হয়; লবণ সমুদ্রে খানিকটা লবণ ফেলিয়া দিলে বা গোমূত্র কুণ্ডে ২।৪ বিন্দু গোমূত্র ফেলিলে, কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সেই জন্য তামস পঞ্চ ভূতের তমোভাব বৃদ্ধিকে দোষ বলিবে কেন?—ইহাই হইল—ন মাংস ভক্ষণে দোষ—অপর পক্ষের উক্তি; কিন্তু জীব তো আর পঞ্চ ভূত নহে—সেই চেতন বস্তু আর তামস নহে—তামসিক ভাবও তাঁহার স্বাভাবিক নহে—চেতন, তামস নহে—চেতন গুণ বিকার নহে (যথা বারুদ, অগ্নিসংযোগে বলোৎপত্তি)। যদি পাঞ্চভৌতিক দেহই জীব হইত, তাহা হইলে দূর দেশ হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রাঙ্গণে শায়িত মাতার মৃতদেহ দেখিয়া, মা তুমি কোথা গেলে গো, বলিয়া জীব ক্রন্দন করিত না; কারণ মাতা যেমন ছিলেন, তেম্নিই তো সশরীরে বর্ত্তমান আছেন। চেতনের চরম উদ্দেশ্য প্রবৃত্তি কায়া ত্যাগ বা মুক্তি। একটা কুকুরকে দীর্ঘকাল বাঁধিয়া পুষিয়া ছাড়িয়া দিলেও, সে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে চাহে না—সে বন্ধন স্থানের আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—জীব সেইরূপ সহজে প্রবৃত্তি বশ্যতা ত্যাগ করিতে চাহে না—সে তাহার পূর্ব্ব স্বাধীনতা ভুলিয়া গিয়াছে—যেমন চিকিৎসক প্রথমে জোলাপ দিয়া, পিত্ত, শ্লেষ্মা বাহির করিয়া, রসায়ন

ঔষধ খাইতে দেন—যেমন পুরাতন বস্ত্রের ময়লা ধৌত করিয়া তবে তাহা রঙে ছোপাইতে হয়—তদ্রূপ উপবাস, জপ, তপ, প্রভৃতি কষায়ণ কার্য্য বা সংযম করিলে, তবে চিত্তে ভগবৎ ভক্তির স্থান হয়।

স্বপ্ন।

(গীতি)

আছি, আছি, কি আমি
জাগ্রতে কি স্বপনে ?
সুধাই মন তোমা
তাই মনে, মনে ?
বিষম, বিষম ঘোর
ঘুচিল না ধন্দ মোর
উভচর হ'য়ে আছি,
সদা রাত্র দিনে !
দিবসের লীলা খেলা,
দেখি না তো রাত্র বেলা
ঘর ক'ন্না হয় যেন.
ল'য়ে দুই সতীনে !
রাত্রে আছে, দিনে নাই
ঘটে সদা একি বালাই
শত গ্রন্থি ব'সে কেন
মযুর তক্ত আসনে !

জলের বুদ্ বুদ্ বুঝি

মিশি, ভাসি, বায়ু তাড়নে!

(মন রে) কে, বা আমি

কোথা হ'তে

বায়ু কে সে, নিপীড়িতে?

সমস্যায় প'ড়ে গোঁরাই

কে বা ছিনে, সংশয় বন্ধনে!

থাক, থাক হে, যে বা অপ-র

বায়ু কর্ত্তা পরাৎপ-র

নমি তোমা তা-র, তা-র,

দেহি স্থিতি, লভি, স্থান

ও রাতুল চরণে!

স্বপ্ন সকল কি অমূলক? ইহা কিরূপ ব্যাপার? এ প্রশ্ন অনেক সময়ে আমাদের মনকে আলোড়িত করে—ইহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী মনের খেয়াল দেখা ভিন্ন কিছুই নহে—মন চেতন অবস্থায় সংসার কার্য্যে যে সকল কর্ম্ম, কারবার ও হাবভাব লইয়া ব্যাপৃত থাকে, রাত্রিতে মনই সেই সকল শিশুর ধুলা খেলা, পুতুল খেলা মত, নানা ভাবে সাজাইয়া তৎপরতা দেখাইয়া থাকে—ভাঁড়ের ধুলা, মাটীতে ফেলে, মাটীর ধুলা মাথায় উঠায়, এইরূপ খাড়াবড়ি থোড় ও থোড় বড়ি খাড়া রূপ চিত্তের শিথিলতা সাধক ও প্রসাদক ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হয়—সাদা কথায় মনরূপী অশ্ব দিবসের ছুটাছুটী পরিশ্রমের পর, টহলানো রূপ স্ফুর্ত্তিপ্রদ হাওয়া খাইয়া বেড়ায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর আর এক প্রকার স্বপ্ন

দর্শন আছে—যাহা সচরাচর ঘটে না—বৎসরান্তে একবারও সকলের ভাগ্যে তাহা জুটে না—সেই সকল স্বপ্ন অনেক সময়ে আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ পট ও অতীত জন্মের ছবি দেখাইয়া থাকে। যদ্যপি আমরা এরূপ স্বপ্ন দেখি যাহা ইহ জন্মে কখনও মনেও ভাবি নাই বা যাহা এরূপ পদার্থ ও ভাব নিচয় দ্বারা গঠিত, যে সে সমুদায় আমরা পৃথক পৃথক ভাবে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐরূপ স্বপ্ন আত্মার এক বিশেষ ক্ষমতা সম্ভূত এবং তাহা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি বা ভবিষ্যতের পট প্রদর্শন ভিন্ন কিছুই নহে।

আত্মহত্যা।

কেন, কেন, এ আত্মহত্যা প্রবৃত্তি? সম্মুখে ক্ষিপ্ত শৃগাল দেখিয়া ভীরুতাবশে তুমি, রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বস্থ, অজ্ঞাত, সুগভীর, হাঙ্গর, কুম্ভীর পরিপূর্ণ নদী সলিলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছ? অথবা তুমি সমুদ্র তরঙ্গে বিক্ষোভিত এবং নাসামুখপ্রবিষ্টসলিল ও কষ্ট শ্বাস প্রশ্বাস অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে, চৌদিক সাগরবেষ্টিত দ্বীপে শশক বা কচ্ছপের ন্যায়, শীতে কম্পমান গাত্র, রৌদ্রসম্ভোগে শুষ্ক করিবার ও সুখে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য বহু পুণ্য ফলে বিধাতার কৃপায়, মানবজন্মরূপ আশ্রয় দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া, আধ্যাত্মিক তেজে দেহ ও মন বলীয়ান্ করিয়া, সুখ সন্তরণার্থ বল সঞ্চয় ঘটিবার পূর্ব্বেই সাধ করিয়া ভূয়া আতঙ্ক বা অভিমান বশে অতল সলিলে আত্ম নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ? বিধাতৃ বিধান তোমার বড় অপছন্দ হইয়াছে? তিনি তো পুনর্ব্বার এ মানব দ্বীপে তোমাকে ঠাঁই আর দিবেন না? ঐ সুদূর নীহারিকাময় ছায়া পথে, যেখানে কোটী কোটী

গ্রহ নক্ষত্রের ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, তথায় তোমার সূক্ষ্ম শরীর, স্বপ্নের রেখা মাত্র, বাহ্যদৃষ্টিশক্তি হীন অবস্থায়, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া নরক যাতনা ভুগিয়া, তবে পুনরায় জন্মলাভে কৃত কৃতার্থ হইবে—জীবন সংগ্রামের অভিযানে, তখন তুমি কত পিছাইয়া পড়িবে !

মূঢ় ! কাহার উপর অভিমান করিয়া নিজের আমিত্বকে অতল জলে ডুবাইতে যাইতেছ ? জন্ম যখন পাইয়াছ—ইহা বহুকাল অজ্ঞাত বাসের পর—ঐ ছায়াপথ তারকাপুঞ্জে অন্ধাবস্থায় নরক যাতনা ভোগের পর, জানিবে—তখন উচ্ছৃঙ্খল আমিটাকে, সাধনা দ্বারা আঁটো সাঁটো করিয়া লও—উর্দ্ধে, কোটী কোটী জীব বাসস্থান নক্ষত্রাবলীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—নিম্নে তোমা অপেক্ষা শোকদুঃখক্লিষ্ট জীবগণের প্রতি একবার চাহিয়া দেখ—বুঝিয়া দেখ—"This world affords no good so transporting, nor inflicts any evil so severe, as should raise thee far above or sink thee much beneath the balance of moderation."

এই পৃথিবীতে এমন কোন সুখ ঘটিত আনন্দাতিশয্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, বা দুঃখ বিপর্য্যয় ঘটিত দৈন্যের দশাও আসেনা যাহাতে কোন মানব সুখ দুখের সমষ্টির গড় পড়তা মাত্রা প্রাপ্তি ভিন্ন অধিক সুখ বা অধিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

ভ্রান্ত মানব ! এ কথা একবার মনেও এক কণিকা স্থান দিও না, যে তুমি আত্মহত্যা করিলে বলিয়া, জগৎ তোমার জন্য এক মুহূর্ত্ত কালও থমকিয়া দাঁড়াইবে। ঈশ্বরের মঙ্গল চক্র এরূপ সুনিয়মে সংগঠিত যে, যিনি যতই অমঙ্গলের বীজ রোপণ করুন না কেন, সকলকেই সেই মঙ্গলময়ের চক্রের গতি অনুসরণ করিতেই হইবেক—জীবন সংগ্রামে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না !!!

অন্ধকার।

অন্ধকার মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা মানবের ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়? বোধ হয়, তাহা সেই হৃদয় বিপ্লবকর পদার্থ "অনন্ত"। নিবিড় অন্ধকার নিহিত অনন্তের গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনোমুগ্ধকর সংসারের ক্রীড়নক জড় বস্তুর উপলব্ধি ও মুখ তাকাতাকি হইতে কাট ছাট্টু হইয়া, মানুষ অজ্ঞাতসারে নিজের ক্ষুদ্রতা, উপায়হীনতা, উপলব্ধি করে—তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—সে আপনার পদ শব্দে আপনি চমকিত হয়—"অকুল, অনন্ত, অন্ধকার পারাবারে, আমি উপায়হীন, আমি একাকী, একটী ক্ষুদ্র পরমাণুবৎ, আমার বলবীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, হায় কোথায়?"—এই চৈতন্যোদ্রেক হয়; শুন, ঐ শব্দ শুন—আঁধার ডাকিতেছে—কি ভয়ানক মর্ম্মস্পর্শী শব্দ! আঁধার বলিতেছে—"মনুষ্য সাবধান, আলোকের পর অন্ধকার, জন্মের পর মৃত্যু"—কিন্তু মৃত্যুর পর কি? অন্ধকার বলিল, আমাতে ডুব, তবে জানিবে!!

শ্রাদ্ধ তত্ত্ব।

ভাই! তুমি কি মনে ভাবিতেছ—মৃত্যুর পর "সেলাম্ আলেকম্" বলিয়া ভগবৎ সন্নিধানে হাজির হইবে? অথবা লক্ষ বৎসর নিদ্রিত থাকিবে—পরে, পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বজীবের সহিত একই দিনে বিচার হইবে? এরূপ অসম্ভব অযৌক্তিক কথায় কেমন করিয়া আস্থা স্থাপন করিতে পার? ইহা কি অধিকতর যুক্তিযুক্ত নহে যে, মৃত্যুর পর তোমার আত্মা যেরূপ প্রবৃত্তি-খোলস ঘষা মাজা করিয়া বা অধিকতর মলিন পঙ্কিল করিয়া ধারণ

করিয়া আছে, সেইরূপ প্রবৃত্তি পরিচ্ছদ পরিয়া তদুপযোগী পিতৃ মাতৃ স্থান যোনিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জন্মান্তর গ্রহণে সুখ দুঃখ ভোগ করিবে? অবশ্য মৃত্যুর পর কোন কোন জীবাত্মা কিছুকাল প্রেত যোনিত্ব পাইয়া নিজের জীবদ্দশার কার্য্যাবলী সমস্ত দেখিয়া অন্তর্দাহ ভোগ করে—সাধের বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্র, সুখাদ্য সমুদায় স্বচক্ষে দেখে অথচ উপভোগ করিবার ক্ষমতা স্থুল শরীর অভাবে না থাকায়, অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে—পরে, ঐ অতিরিক্ত পাপী প্রেত যোনি ধারণ রূপ হাতে হাতে ফলপ্রদ শিক্ষা লাভে নির্ম্মল চিত্ত হইয়া বিধাতা নিয়ন্ত্রিত পথে নব জীবন লাভের জন্য প্রধাবিত হয়। সকল জীবাত্মাই জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়—কিন্তু কোন কোন সাধু আত্মা একবারে ভগবৎ সন্নিধানের নিকটবর্ত্তী হইয়া সালোক্য লাভে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—অনেকেই আবার পৃথিবী অপেক্ষা সুখময় স্থান ও ক্ষমতাশালী জীব পরিপূর্ণ জীব লোকের অধিবাসী হইয়া থাকেন—ঐ সকল আত্মার নানা লোক দৃষ্টির ক্ষমতা (যাহা মানবের নাই) আছে—এ কারণে আমরা পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা সূচক শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিলে, তাঁহারা যদি উচ্চতর লোকঅধিবাসী ও মানব অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী জীব হইয়া থাকেন, তো সমুদায় দেখেন ও তৃপ্তি লাভ করেন এবং আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঈশ্বর সন্নিধানে আমাদের মঙ্গল প্রাথনা করিয়া থাকেন।

হিন্দুরা শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া থাকেন—ইহা সুধুই "মরা গাছে জল ঢালা নহে"। বিরুদ্ধ বাদীরা বলেন—"মরা গরু কি ঘাস জল খায় বাপু"—ইহাতে হিন্দুর উত্তর এই—আমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধি দেখিয়া তবে এ তত্ত্বের বিচার কর, অনর্থক ঠাট্টা করিও না—হিন্দুরা বলেন, আমাদিগের এই বিশ্বাস, মৃত্যুর পর, পূর্ব্ব পুরুষগণের হয় অধঃ জন্ম অথবা মানব জন্ম অথবা উৎকৃষ্টতর দেবযোনি লাভ হইয়াছে—যদি তাঁহারা দেবতা হইয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক যে শ্রাদ্ধ তর্পণ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে করিয়া

থাকি, তাঁহারা মানব অপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিক শক্তি বলে সমুদায় স্বচক্ষে দেখিতে পান এবং আমাদিগকে উচ্চ লোক হইতে তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ করেন। আরও দেখ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানবের একটী স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তি—মানব কতক সুপ্রবৃত্তি ও কতক কুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছে—যতই সে সুপ্রবৃত্তির চর্চ্চা করে, ততই তাহার আত্মার সুখাদ্য লাভে তৃপ্তি বোধ হয়। এই কারণে যাঁহারা পরজন্ম, স্বর্গ প্রভৃতিও মানেন না, তাঁহারা ও মৃত ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি, অয়েলপেণ্টিং প্রভৃতি সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে বহু ব্যয়ে স্থাপন করিয়া ঐ প্রবৃত্তি পরিচালনের পরিচয় দিয়া থাকেন।* এক্ষণে জনক জননী প্রভৃতি জন্মদাতা, প্রতিপালক অপেক্ষা কে আমাদের প্রিয়তম আরাধ্য আছেন—তাঁহাদের একবার করিয়া যদি শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে কৃতজ্ঞতা বৃত্তির চালনা করা হয়—তাহা হইলে সেটা কি মহৎ অকার্য্য ও বোকামির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য? আর তুমি সেয়ানা, শঠ, তুমি কি করিতেছ বাপু! একবার আপনার হৃদয়-কন্দর খুঁজিয়া দেখ দেখি—তুমি দেখিবে, তোমার সর্ব্বত্র তমসায় পরিপূর্ণ—তোমার সুখ নাই, শান্তি নাই, তোমার আপাদ মস্তক সর্ব্বত্র নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ—তুমি কুপ্রবৃত্তির দাস—যখন যেটা খেয়াল হইতেছে, অমনি সেটা করিয়া বসিতেছ! তাহাতে কি কিছু সুখ শান্তি পাইয়াছ? আজ বলিতেছ পোষাক ভাল, কাল বলিতেছ খাদ্য ভাল, পরশ্বঃ বলিতেছ সন্তান ভাল—পরক্ষণেই বলিতেছ আমি লইয়াই জগৎ—আমার যখন যাহা ভাল লাগিবে তাহাই করণীয় কার্য্য—তা ছাড়া, জগতে আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই—তুমি আত্মসুখ ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে ও ভাবিতে গেলে আঁধারে সরিষার ফুল দেখিয়া থাক—তোমার পরিণাম কি?

সো—অহং "সেই আমি"

আমরা যে সো—অহং বলিয়া আস্পর্দ্ধা করি, সে আর কিছুই নহে—আমরা সেই ভগবৎ পরিত্যক্ত প্রশ্বাস বায়ুস্থ জীব কণামাত্র—সেই প্রশ্বাস পবন আজিও প্রবাহিত আছে—তাহারই সহিত আমাদের জীবাত্মা প্রতি মুহূর্ত্তে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে—আমরা সেই স্রোতে ভাসমান, তত্র সমুৎপন্ন জল বুদ্বুদ্ মাত্র—ঐ স্রোতই আমাদের জীবাত্মার মুলাশ্রয়। বস্তুতঃ বৃষ্টিবিন্দু যেরূপ সূর্য্য প্রভাবে মেঘাকারে পরিণত সমুদ্র জল হইয়াও স্বয়ং সমুদ্র নহে—সমুদ্র তুল্য বড় বড় জাহাজ, কোটী কোটী তিমি মৎস্যাদি ধারণের তাহার যেরূপ ক্ষমতা নাই, তদ্রূপ আমরা বিধাতা পরিত্যক্ত প্রশ্বাস পবনের কণিকা মাত্র, আমাদের কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা বিভূতি সম্ভবে না।

যাহারা সো-অহং, আমি ঈশ্বর বলিয়া বড়াই করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহাদের তুল্য মূর্খ জগতে কে আছে? জগৎ সৃজন করা, জীব সৃষ্টি করা তো দূরের কথা—সংসারের সামান্য সামান্য কার্য্যে, ছেলেটী কলেরায় মরিতে বসিয়াছে, কন্যার সন্তান প্রসব হইতে প্রাণ যায়, যায়, হইয়া উঠিয়াছে, দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ আই ঢাই করিতেছে—এই সকল ক্ষুদ্র অমঙ্গলের প্রতিকার কি আমাদের ইচ্ছায় ঘটিয়া থাকে? তাই বলি, মূঢ় বড়াই করিও না—তোমার যুক্তি তর্ক দেখিয়া বড় হাঁসি পায়—তুমি গল্পের সন্ন্যাসীর মত গাঁজায় দম দিয়া বসিয়া আছ মাত্র—তোমার হাতী কিনিবার সাধ্য নাই।

একটী গল্প আছে—এক রাজ পথে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী গাঁজায় দম্ দিয়া বসিয়া আছে—এমতকালে সেই দেশের রাজা বাহাদুর উৎকৃষ্ট হস্তীর

উপর আরোহণ করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন—সন্ন্যাসী গাঁজার দম ভরে চীৎকার করিয়া বলিল—"এ মাহুত্ হাতী বেচে গা"—রাজা বাহাদুর মাহুতকে তৎকালে কোন উত্তর দিতে নিষেধ করিলেন—তৎপরে তাঁহার রাজধানী পরিক্রমণান্তর পুনরায় সেই পথ দিয়া ফিরিবার কালে মাহুতকে আদেশ করিলেন "এবার সন্ন্যাসীকে তুমি হাতী কিনিতে বল।" মাহুত সন্ন্যাসীকে চীৎকার করিয়া বলিল "এ সাধু, তোম্ হাতী কিনে গা"—সন্ন্যাসীর তখন গাঁজার নেশা, ৩।৪ ঘণ্টা পরে ছুটিয়া গিয়াছে, তখন সে করযোড়ে রাজা বাহাদুরের খরদৃষ্টি দেখিয়া বলিল "বাবা, যো লেগা, সো ছোড়্ গিয়া, হামারা নেশা মাণ্ডা থা, সো টুট্ গিয়া।" তখন রাজা বাহাদুর ঈষৎ হাঁসিয়া চলিয়া গেলেন।

তাই বলিতে ছিলাম আমাদেরও আত্মাকে ভগবান্ সদৃশ ভাবিয়া সো-অহং ধ্বনি করাও ঐরূপ গাঁজাখুরি মাত্র—যেরূপ বৃষ্টি বিন্দু সমুদ্র জল হইয়াও সমুদ্র নহে, রৌদ্র কিরণ সূর্য্য নহে—তদ্রূপ আমরা সো-অহং বলিবার অধিকারী কোন মতে নহি।

MORALS. (নীতি কথা)

True wisdom is less presuming than folly; the wise man doubts often and changes his mind; the fool is obstinate and doubts not; he knows all things but his own ignorance.

প্রকৃত জ্ঞানী লোক নির্ব্বোধ ব্যক্তি অপেক্ষা কম আড়ম্বর শালী—জ্ঞানী সর্ব্বদা "হয় কি না হয়" বলিয়া সন্দিগ্ধ থাকেন এবং পদে পদে শিক্ষা লাভে

মত পরিবর্ত্তন করেন—কিন্তু মূর্খ একান্ত একগুঁয়ে, সে বুঝে, সে যাহা জানে বা করে, তাহাই ঠিক—তাহার কোন সন্দিগ্ধতা নাই—সে সবই জানে, কেবল নিজে যে অনভিজ্ঞ এইটি বুঝে না।

He, who formed thee of thou knowest not what, can he not raise thee to thou knowest not what again?

যিনি তোমাকে কি হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন, যাহা তুমি জান না, পুনরায় তিনি কি তোমার অজ্ঞাত কোন অবস্থাতে তোমাকে উন্নত করিতে পারেন না?

Truth is but one; thy doubts are of thine own raising; He, who made virtues what they are, planted also in thee, a knowledge of their pre-eminence; inform thy soul and act as that dictates to thee and the end shall always be right.

সত্য একই মাত্র অবস্থায় দীপ্যমান—সন্দেহ জালে তুমি নানা মূর্ত্তি গড়িয়া দেখিতেছ—যিনি সদ্গুণ নিচয় সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমার অন্তরে ঐ সকলের উৎকর্ষতা বুঝিবার জ্ঞান তোমাতে রোপিত করিয়াছেন—সেই জ্ঞানময় আত্মার নিকট যাচ্ঞা কর এবং তাহাতে ঠিক ফল প্রাপ্ত হইবে।

Wouldst thou see thine insufficiency more plainly, view thyself at thy devotions.

তোমার নিজের অসম্পূর্ণতা যদি ভাল করিয়া বুঝিতে চাও, উপাসনা কালে আত্মচিত্ত ক্ষেত্র ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিও।

To what end was religion instituted but to teach thee

thine infirmities, to remind thee of thy weakness, to show thee that from Heaven alone, thou art to hope for good.

ধর্ম্মকাণ্ড কিসের জন্য স্থাপিত হইয়াছে? ইহা কি তোমার চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখাইবার এবং একমাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে হইবে— ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য নহে?

There is but one way for man to be produced, there are a thousand by which he may be destroyed.

মানবের জন্মগ্রহণের একটি মাত্র দ্বার আছে—কিন্তু তাহার বিনাশের দ্বার সহস্র সহস্র বিদ্যমান।

Grief is natural to thee and is always about thee; pleasure is a stranger and visits thee but at times.

দুঃখ আমাদের জন্মলাভের আনুসঙ্গিক বা স্বাভাবিক, কিন্তু সুখ অপরিচিত বিদেশীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে আসে মাত্র।

Pleasure can be admitted only singly but pains rush in, thousand at a time.

সুখের হেতু একাকী আসিয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের পশরা এককালে দলে দলে সবেগে আগমন করে।

Sorrow is frequent, pleasure is rare, pain comes of itself. Delight must be purchased. Grief is unmixed but Joy wants not its alloy of bitterness.

দুঃখ সর্ব্বদাই দেখা দেয়, সুখ কালে কদাচিৎ আইসে; দুঃখকে চেষ্টা করিয়া ডাকিতে হয় না, কিন্তু বিনা ত্যাগ স্বীকারে সুখ আইসে না; দুঃখ নিখুঁৎ খাটি মিলে কিন্তু খাইদ্ বা তিক্তরস ছাড়া কোন সুখই আইসে না।

As the soundest health is less perceived than the lightest malady, so the highest joy touches us less deep than the smallest sorrow.

যেরূপ সুস্বাস্থ্য ততটা চিত্তকে আলোড়িত করে না, যতটা সামান্য ব্যাধিতে নিপীড়িত করে—সামান্য চুল-সূক্ষ্ম কাঁটা ফুটিলেও সমস্ত দেহ, মন চঞ্চল উপসর্গগ্রস্ত হয়—তদ্রূপ সুখের আতিশয্যেও চিত্ত ততটা স্থান চ্যুত হয় না, যতটা সামান্য দুঃখে দমিয়া পড়ে।

Reflection is the business of man. A sense of his state is his first duty; but who remembers himself in joy? Is it not in mercy then that sorrow is allotted unto us?

আত্মচিন্তা (মন ও আত্মা বিষয়ে ধ্যান ধারণা) মানবের করণীয় কার্য্য; তাহার নিজের "কে আমি, কোথা হইতে" বিষয়ক চিন্তাই অগ্রগণ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু সুখের দশায় কে তাহার আলোচনা করিয়া থাকে? সে জন্য দুঃখের ভারপ্রদান কি বিধাতার আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশের কার্য্য নহে?

Man anticipates death, by the apprehension of it; and the fear is greater misery than the event itself. The best death is that which is the least pre-meditated.

মানব ভয়েই মরার বাড়া হইয়া থাকে—ঐ ভয়, সত্য সত্য যখন মৃত্যু ঘটে, সেই সংঘটন অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ; সেই মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ও বাঞ্ছনীয়, যাহার বিষয় আমরা পূর্ব্ব হইতে কম ভাবিয়া থাকি।

Esteem not an action, because it is done with noise and pomp. The noblest soul is that which does great things and is not moved in the act of doing them.

খুব আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত কোন কার্য্য সম্পন্ন হইল, দেখিয়া, তাহাকে গুরুতর ও মূল্যবান্ মনে করিও না—মহচ্চিত্ত ব্যক্তি বিনা আড়ম্বরে, কোনরূপ চিত্ত বিকার না দেখাইয়াই ভারী ভারী কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

Wouldst thou eat the almond but hate the trouble of breaking the shell ?

তোমার কি বাদাম খাইতে ভাল লাগে, কিন্তু খোসা ভাঙ্গিয়া খাইতে বড় কষ্ট হয় ? বিনা শ্রমে সুখের অধিকারী হওয়া যায় না।

What is the origin of superstition ? And whence arises false worship ? From our presuming to reason about what is above our reach—to comprehend what is incomprehensible.

কু সংস্কারের উৎপত্তি কোথা হইতে ? কোথা হইতেই বা মিথ্যা উপাসনা উদিত হয় ? আমাদের বুদ্ধির সীমানার বহির্ভূত বিষয় তর্ক করিতে গিয়া এবং যাহা অবোধ্য তাহা বুঝাইতে গিয়া নহে কি ?

Man, who fears to breathe a whisper against his earthly sovereign, trembles not to arraign the dispensation of his God. He, who dares not to repeat the name of his prince without honor, yet blushes not to call that of his creator, to be witness to a lie.

মানব, যে তাহার পার্থিব সম্রাটের বিরুদ্ধে চুপি চুপি কোন কথা বলিতে ভয়ে বেপমান দেহ হয়, সে তাহার সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বরের কার্য্যে প্রকাশ্যে দোষারোপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যে মানব, সম্মানের সহিত ভিন্ন তাহার দেশের রাজকুমারের নাম উচ্চারণ করিতে সাহস পায় না—

সে কিন্তু অক্লেশে তাহার সৃষ্টি কর্ত্তার নামে যখন তখন শপথ করিয়া মিথ্যা কথন ও মিথ্যা কার্য্যের সাফাই করিয়া থাকে।

As the fool, while the images tremble on the bosom of the water, thinks that trees, towns and the wide horizon are dancing to do him pleasure, so man while nature performs her destined course, believes that all her motions are but to entertain his eye.

যদ্রূপ মূর্খ, নদীর জলে বৃক্ষ, প্রাসাদ, আকাশের নক্ষত্রাবলীর প্রতিবিম্ব ঈষৎ কম্পমান নদী স্রোতে তাহারই নয়ন তৃপ্তি জন্য নৃত্য করিতেছে বলিয়া ভাবিয়া থাকে, তদ্রূপ মানব নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রাবলী নিজ কার্য্য সাধনার্থ কক্ষপথে ঘুরিতেছে না ভাবিয়া, কেবলই তাহার দৃষ্টি বিনোদনার্থ সৃজিত হইয়াছে, ইহাই বুঝে।

Fool, to thine own pride, be humble ; know thou art not the cause, why the world holds its course ; for thee, are not made the vicissitudes of summer and winter ; no change would follow if thy whole race exists not ; thou art but one among millions, that are blessed in it.

হে অহঙ্কারে মত্ত মূর্খ মানব ! নম্র হও—জানিও, তোমার জন্য সারা জগৎ গতিবিশিষ্ট হইয়া সৃজিত হয় নাই ; তোমার উপভোগের জন্য শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তনের বিধান হয় নাই ; তোমার সমস্ত মানব জাতি এককালে ধরা পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইলেও, জগতের গতির কোনও রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবেক না—তুমি লক্ষ লক্ষ মধ্যে একজন মাত্র, যাহারা ঐরূপ গতি দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করে।

Thou, who art happy by the mercy of thy Creator,

how darest thou in wantonness put others of His Creatures to torture ? Beware, that it returns not to thee. Serve they not all, the same Universal Master's purpose, with thee ? Hath he not care of their preservation ? Darest thou to infringe it ?

যে তুমি, তোমার সৃষ্টি কর্ত্তার প্রসাদে সুখভোগ করিতেছ—কেমন করিয়া সেই তুমি কৌতুকবশে তাঁহার অন্যান্য সৃষ্ট প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতেছ, হনন করিতেছ ? সাবধান ! ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্র যেন প্রতিঘাতে তোমার উপর না আসিয়া পড়ে ! ঐ সকল জীব কি তোমারই মত সেই একই সর্ব্বসাধারণ প্রভুর আদেশ বহন করিতেছে না ? ইহাদিগের রক্ষার ভার, তিনি কি বহন করিতেছেন না ? তুমি কোন সাহসে, তাঁহার এই রক্ষণ কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছ ?

The Earth is barren of good things where she hoards up treasure ; where gold is in her bowels, their no herb grows. As the horse finds not there his grass, nor the mule his provender—as the fields of corn laugh not on the sides of the hills—as the olive holds not forth there its fruits, nor the vine, its clusters—even so, no good dwells in him, whose heart broods over his treasure.

পৃথিবীর যে স্থানে সম্পত্তি প্রোথিত (গাড়া) আছে, তথায় কোন ভাল জিনিষই জন্মায় না—পৃথিবীর কুক্ষিতে যে প্রদেশে স্বর্ণখনি আছে, তথায় কোন শস্য বা শাক সবজি, এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠে জন্মায় না—তথায় অশ্ব তাহার খাদ্য ঘাস পায় না, কিম্বা অশ্বতর তাহাদের ভক্ষ্য শুষ্ক তৃণাদিও পায় না—স্বর্ণখনি প্রদেশে, পর্ব্বত গাত্রে ও পার্শ্বে যেরূপ শস্য ক্ষেত্র শোভা

পায় না, তথায় যেরূপ জলপাই বৃক্ষ ফল ধারণ করে না, বা দ্রাক্ষালতা গুচ্ছ গুচ্ছ ফল প্রদান করে না—ঠিক তদ্রূপই সেই মানবের চিত্তে সৎপ্রবৃত্তি বসতি করে না, যে সর্ব্বদাই তাহার সঞ্চিত ধন সম্পত্তির চিন্তায় বিভোর থাকে।

Hath not gold destroyed the virtue of millions ? Did it ever add to the goodness of any ?

স্বর্ণ কি লক্ষ লক্ষ লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি নাশ করে নাই ? ইহা কি কখনও কাহারও সৎপ্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছে ?

Poverty wants many things, but covetousness denies itself all.

দারিদ্র্য অনেক বিষয়ের অভাব উপলব্ধি করায়, অভাব চেষ্টা হইলেই তাহার পূরণ চেষ্টা স্বাভাবিক, এই জন্য নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন অনিবার্য্য। কিন্তু অর্থলিপ্সা অর্থার্জ্জন ভিন্ন আর কোন চিন্তাকে স্থান দেয় না, সুতরাং ধনতৃষ্ণা মানবকে অন্ধকার কূপেই রাখিয়া থাকে।

From fear, proceeds misfortune ; but he that hopes, helps himself.

ভয়, সর্ব্বদা দুর্ভাগ্যকে টানিয়া আনে—লাফাইতে গিয়া "পড়িব, পড়িব" মনে করিলেই পড়িতে হয়, যে ব্যক্তি আশারূপ যষ্টি ধরিয়া চলে, তাহাকে পড়িতে হয় না—সে অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হয়—আশা মানবকে বহু বলান্বিত করিয়া তুলে।

As the ostrich, when pursued, hides its head but forgets its body, so the fear of a coward exposes him to danger.

যেমন অষ্ট্রীচ্ পক্ষী (উট্ পাখী, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে মিলে) কাহারও দ্বারা

অনুধাবিত হইলে, তাড়াতাড়ি মাথা মাত্র লুকাইয়া আপনাকে নিরাপদ ভাবে—অথচ তাহার দেহটা সম্পূর্ণরূপে শত্রুর নয়ন গোচর হইয়া তাহাকে বিপদগ্রস্ত করে—তেমুনি ভীরু ব্যক্তির ভয় সতত তাহাকে বিপদে ফেলিয়া থাকে।

He, who increases his riches, increases his snares.

যে ব্যক্তি অর্থ বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখে, সে সাধ করিয়া নিজের বিপদ্ জাল বাড়াইয়া থাকে মাত্র।

The cup of felicity, pure and unmixed, is by no means, a draught for mortal man.

নশ্বর মানবের ভাগ্যে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র সুখের পানপাত্র কোথাও জুটে না।

The oak that now spreads its branches towards the the Heavens, was once but an acorn in the bowels of the Earth.

ক্ষুদ্রতম হইতে কালক্রমে বৃহত্তমের আবির্ভাব হইয়া থাকে; ঐ যে গগন ভেদী উচ্চ ওক্ বৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহা এককালে ভূগর্ভ নিহিত সামান্য আঁটি-বীজ রূপে বর্ত্তমান ছিল।

From the experience of others, do thou learn wisdom and from their failings, correct thy own faults.

শেয়ানা হইয়া, অন্যে যাহা ঠেকিয়া কষ্টভোগ করিয়া শিখিয়াছে, তাহা পড়িয়া শুনিয়া জ্ঞান লাভ কর এবং তাহারা যে যে বিষয়ে দাগা পাইয়াছে, বিফল মনোরথ হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া আত্মদোষ সংশোধন কর—কারণ নিজে ঠেকিয়া শিখিতে গেলে এই দেহের সহিত প্রাণান্তকর বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, শিখিবার আর সময় থাকে না।

The day knows not what the night may bring forth.

আমরা দিবস দেখিয়া রাত্রে কোন বিপদ আপদ ঘটিবে কি না, কিছুই বলিতে পারি না—অতি নিকট ভবিষ্যৎও আমাদের নিকট কুজ্ঝটিকাময়।

The fool is not always unfortunate, nor the wise man always successful; yet never had a fool thorough enjoyment, never was a wise man wholly unhappy.

মূর্খ লোক সর্ব্বদাই অকৃতকার্য্য হয় না, কিম্বা জ্ঞানী লোক সর্ব্বদাই সফল কাম হন না—তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, মূর্খ লোক কখনও সুখের দশায় সুখকে ষোল আনা প্রকৃত ভাবে উপভোগ করিতে পারে না এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যতই কেন কষ্টে পড়ুন না, দুঃখের দশায় আলোক দেখিয়া দুঃখের তীব্রতা কতকটা খর্ব্বভাবে ভোগ করেন।

Wherefore to thee alone, speak shadows in the visions of thy pillow? Reverence them; for know that dreams are from on high.

কেনই বা নিদ্রিতাবস্থায় ছায়া মূর্ত্তি সকল তোমার সহিত কথা কহিয়া থাকে? সে সকলের কথা মানিয়া চলিও—জানিও আমরা অনেক সময়ে স্বর্গীয় আদেশ সকল স্বপ্নাবেশে পাইয়া থাকি।

It is not in flesh to think, it is not in bones to reason; the lion knows not that worms shall eat him; the ram perceives not that he is fed for slaughter. Some thing is added unto thee, O child of dust! unlike to that which thou seeest; it is immaterial, therefore eternal—it is free to act, therefore accountable for its actions.

দেহের মাংসপিণ্ড কখনও চিন্তা করিতে জানে না, হাড় গুলিরও যুক্তি

তর্ক করিবার ক্ষমতা নাই; সিংহ জানে না, যে তাহার বীর্য্যশালী দেহ একদিন কীটের খাদ্যে পরিণত হইবেক; মেষ বুঝিতে পারে না, তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য মানব উত্তম উত্তম আহার্য্য প্রদান করিয়া থাকে। হে মাটিরদেহ, মানব, তুমি যাহা আপাত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছ, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাতে দিয়াছেন, তাহা স্পর্শ যোগ্য ভৌতিক পদার্থ নহে এবং সেই জন্য তাহা অবিনশ্বর ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে এবং ঐ কারণে তাহা স্বকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী।

Oh, think not bold man, because thy punishment is delayed, that the arm of the Lord is weakened; neither flatter thyself with hopes, that He winketh at thy doings. The providence of God is over all his works. He ruleth and directeth with infinite wisdom.

হে দাম্ভিক মানব, একথা মনেও স্থান দিও না যে, তোমার পাপ কার্য্যের শাস্তি প্রদানে বিলম্ব ঘটিতেছে বলিয়া, বিধাতা হীন তেজ হইয়াছেন, অথবা এ আশায় মনকে ভুলাইয়া রাখিও না যে, তিনি তোমার দুষ্কার্য্য দেখিয়াও দেখিতেছেন না, বিধাতার পালক ও শাসক রূপে দৃষ্টি তাঁহার সৃষ্ট সকল জীব ও পদার্থের উপরেই সতত বিরাজমান আছে; তিনি অনন্ত জ্ঞানের সহিত সমস্ত শাসন, পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

With respect to His Pre-science, there is nothing contingent; with respect to His Providence, there is nothing accidental.

তাঁহার ভবিষ্যৎ বা অগ্রদৃষ্টি এতই প্রবল যে কিছুই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ নহে; তিনি সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই এরূপ সুবন্দোবস্ত

ও বাঁধা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যে কিছুই তাঁহার চক্ষে আকস্মিক ঘটনা রূপে প্রতীয়মান হয় না।

It is said, grey hairs are revered and in the length of days is honor ; virtue can add reverence to the bloom of youth and without it, age plants more wrinkles in the soul than on the forehead.

লোকে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে, পক্ককেশ ভক্তির পাত্র এবং অধিক দিনের জীবিত মানব সম্মানার্হ ; কিন্তু সদ্গুণ থাকিলে অল্প বয়সেই শ্রদ্ধা, সম্মান, লাভ হয়—সদ্গুণ বিহীন বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য বশতঃ ললাট প্রদেশে যত না সঙ্কোচন রেখা দেখা যায়, তদপেক্ষা তাহার আভ্যন্তরীণ আত্মায় সমধিক আকুঞ্চন রেখা জন্মিয়া থাকে।

Man governs himself much easier in poverty than in abundance

মানব অভাবের অবস্থায় আপনাকে সহজে সুচারু রূপে চালাইতে পারে, কিন্তু প্রাচুর্য্যে আপনাকে ঠিক পথে পরিচালন করা, তাহার পক্ষে অধিক আয়াস সাধ্য।

He, who trusts upon the charity of others, shall always be poor in spirits, thoughts and actions.

যে ব্যক্তি অন্যের বদান্যতার উপর নির্ভর করে, সে সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিকতা, চিন্তা ও কার্য্যে অতি হীনভাবে কাল কাটায়।

Accursed, be the tongue, which wants to relish that which it has not the means to pay ; equally so, is that gone to the devils, which deprives itself from enjoying that which it can well afford for.

না থাকতে যে খেতে চায়, তার মুখে ছাই
থাকতে যে না খায়, তারও মুখে তাই !

This world affords no good so transporting nor inflicts any evil so severe, as should raise thee far above or sink thee much beneath the balance of moderation.

এই পৃথিবীতে এমন কোন সুখ ঘটিত আনন্দাতিশয্য উদয় হয় না, বা দুঃখ জনিত হীনতা ঘটে না, যাহাতে কোন মানব সুখ দুঃখের সমষ্টির গড় পড়্তা মাত্রা ভোগ অপেক্ষা তাহার নিম্ন ধাপে অবস্থিতি করে—অর্থাৎ ভাবিয়া বুঝিতে গেলে সকল অবস্থাতেই মানবের সুখ দুঃখ জড়িত হইয়া সাম্যাবস্থায় ঠিক এক ওজনেই আছে।

Our nature has extensive and important faculties, of which most of us remain in ignorance but which occasionally assert themselves.

আমাদের প্রকৃতিতে অজ্ঞাত, অন্তর্নিহিত এমন অনেক শক্তি আছে, যাহা সচরাচর প্রকাশ পায় না—কিন্তু কখনও কখনও কার্য্য উপলক্ষে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় দেখা দিয়া থাকে।

Mind controls the motions of the body and the spirit controls the emotions of the mind. If our spirituality be fully developed, then our spiritual will is capable of doing wonders.

মন, দেহের গতি বিধির উপর আধিপত্য করে এবং আত্মা মনের ক্রিয়া কলাপের উপর শাসন রাখে, যদি আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে কু প্রবৃত্তির পর্দা ঘুচাইয়া সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহা অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

This truth, within thy mind rehearse
That in a boundless universe
Is boundless better and boundless worse.
Think ye, this mould of hopes and fears
Could find no statelier than his peers
In yonder hundred million spheres?

Tennyson.

সর্ব্বদা মনে মনে, এই আলোচনা করিও যে অনন্ত বিশ্ব জগতে যাহা যাহা দেখিতেছ, তদপেক্ষা অনন্ত উৎকৃষ্টতর ও অনন্ত নিকৃষ্টতর জীব ও পদার্থ বিরাজ করিতেছে। তুমি কি মনে কর, এই ভীতি সঙ্কুল ও আশা নিরাশাময় মানবদেহ ঐ সুদূরস্থিত কোটী কোটী নক্ষত্র লোকে সম শ্রেণীর উচ্চ পদস্থ নর ভিন্ন উৎকৃষ্টতর জীব যোনি দেখিতে পাইবে না?

Poverty is a mental disease; you will be never any thing but a beggar, while you think beggarly thoughts. Opulence is within the reach of any man as is proved by the texts—"All that my Father hath is mine; the Lord is my shepherd, I shall not want."

And here is a counsel for those troubled with humility.--"Always, think of yourself as a king or a queen." If you suffer from self-consciousness, oversensitiveness, say to yourself constantly:—"I am a king, there is no reason, why I should consider myself inferior to others; I will just walk about, as though, I were governor of my

state or Mayor of my city, a full complete man, master of the situation.

"Teachings of new Thought"

সংসারক্ষেত্রে বিচরণকালে, সর্ব্বদা আমি গরীব, আমি অতি দীন, এরূপ ভাবা, একটা রোগের কার্য্য ; তুমি সর্ব্বদা ভিক্ষার অবস্থা ভাবিলে, ভিক্ষুক না হইয়া থাকিতে পার না ; যে কোন মানুষ সর্ব্বদা এই চিন্তা করিলে প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারে—"ঈশ্বর, সর্ব্ব সাধারণের পিতা, তাঁহার সৃষ্ট সকল পদার্থের উপর, অন্য সন্তানের ন্যায়, আমারও শ্রম দ্বারা লাভ করিবার অধিকার আছে ; বিধাতা সর্ব্বজীব সাধারণের পিতা থাকিতে আমার কোন বিষয়েরই অভাব ঘটিবেক না।" যদি তুমি হীন দশায় পড়িয়া ক্লেশ অনুভব কর, কদাচ সে ক্লেশকে মনে স্থান দিও না,—কোন বিষয়ে মন খুঁৎ খুঁৎ করিও না—সর্ব্বদা ভাবিবে, "আমি অন্য অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন হইতে পারি না. আমি আমার গণ্ডীর মধ্যে সংসার ক্ষেত্রে রাজা বা রাণী তুল্য, অন্যকে প্রবল ভাবিয়া ন্যায় ও সত্য পথ হইতে কেন বিচলিত হইব ? রাজার ন্যায় নিঃশঙ্ক চিত্তে পৃথিবীতে কর্ত্তব্য কার্য্য, ন্যায় ও সত্য ধরিয়া করিয়া যাইব, মানবের সুখ দুঃখের সমষ্টির পশরা সকলের ভাগ্যে সমান, সমান।"

They are slaves, who fear to speak
For the fallen and the weak ;
They are slaves, who will not choose
Hatred, scoffing and abuse
Rather than in silence, shrink
From the truth, they needs must think ;

They are slaves, who dare not be
In the right, with two or three.

J. R. Lowell.

তাহারাই ক্রীত দাস, যাহারা দুর্ব্বল ও পতিত ব্যক্তির উদ্ধারার্থে সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়।

তাহারাই ক্রীতদাস, যাহারা লোক নিন্দা, টিট্‌কারী ও ভর্ৎসনার ভয়ে, চুপি চুপি, সত্যপথ হইতে সরিয়া পড়ে।

তাহারাই ক্রীতদাস, যাহারা শতের মধ্যে দু তিনটী সত্যবাদী মাত্র দেখিয়াই তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে সাহস পায় না।

Me, the meanest flower that blows
Can give thoughts, that do often lie
Too deep for tears.

Wordsworth.

অতি সামান্য ফুলটীও যাহা ফুটিয়া সুগন্ধ বিস্তার করে, তাহা দেখিয়া আমার মনে এমন ভাব তরঙ্গ জাগ্রত হয়, যে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা তো দূরের কথা, ভাবাতিশয্যে কাঁদিয়া ফুটিয়াও তাহার পরিচয় দিতে আমি অক্ষম।

Type of the wise! who soar but never roam
True to the kindred points of Heaven and home.

হে স্কাইলার্ক পক্ষী, হে চাতক! তুমি ধীমান্ দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আদর্শ স্বরূপ! যেহেতু তুমি তাঁহাদিগের মত খুব ঊর্দ্ধে উঠিয়াও ভূতলস্থ স্বকীয় বাসাস্থিত শাবকগুলির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে ভুল না।—তাঁহারা যেমন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ভগবন্মুখ হইয়াও সংসারের সামান্য সামান্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি ভুলেন না, তুমিও তদ্রূপ ঊর্দ্ধ প্রয়াণে উড়িয়া থাক।

To err is human
To forgive Divine.
মানব মাত্রেই ভ্রমের অধীন
ক্ষমা গুণ, ঐশ্বরিক গুণ।

It is human to err
But it is angelic to confess error.

মানব পদে পদে ভূল করে; কিন্তু যিনি ভূল স্বীকার করেন, তিনি দেবতার কার্য্য করেন।

Do not behave to others such, as you would not like that they should do unto you.

তুমি অন্যের প্রতি, কোন জীবের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিও না, যেরূপ ব্যবহার অন্যে তোমার প্রতি করিলে তুমি পছন্দ কর না—যথা, প্রাণ হনন, আঘাত, শঠতা প্রভৃতি।

In as much as ye have done it, unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

Jesus Christ.

সর্ব্ব জীবে যতটুকু দয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে, ততটুকু ঈশ্বরে সমর্পিত বলিয়া গণ্য হইবেক।

In the description, given by Jesus Christ of the Day of Judgment, He is careful to explain that men will be judged; not by what they said or professed about God but by the way in which they acted towards their fellow creatures.

যিশুখ্রীষ্ট বলেন, আমাদের বিচারের দিন, কে ঈশ্বরকে কি বলিয়া

ডাকিয়াছে বা তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করে, তাহা লইয়া বিচার হইবে না, কিন্তু কে কিরূপ তাহার সহপ্রাণীর প্রতি ব্যবহার করিয়াছে, তাহা ধরিয়াই বিচার হইবেক।

A beggar, who divides his last little bit of food with another beggar, who is more hungry, is far nearer to wealth, in the next birth, than the man who perhaps possesses, a few lakhs of rupees and gives away a few thousands for charity.

Try to see exactly, what the inner self wants, correcting every shortcomings.

একজন ভিক্ষুক যে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষুধার্ত্ত অন্য ভিক্ষুকের সহিত নিজের সবে মাত্র সম্বল সামান্য আহার্য্য বণ্টন করিয়া খায়—সে ব্যক্তি একজন লক্ষপতি ধনীর সহস্র টাকা দাতব্যে দান অপেক্ষা প্রশংসার্হ কাজ করিয়াছে বলিয়া ভগবৎ চক্ষে গণ্য হইয়া থাকে, এবং ঐ ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা পরজন্মে সে ধন লাভের পথে অধিকতর অগ্রসর বলিয়া বিবেচিত হয়।

তোমার অন্তরাত্মার কি অভাব আছে এবং উহা কি চাহে, ভাল রূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝ এবং তদনুযায়ী নিজের অভাব পূর্ণ কর ও দোষ সংশোধন কর।

নানা কথা।

বৃহৎ আরণ্যক উপনিষৎ বলিতেছেন—প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষিক্তঃ হইলে পুরুষ যেমন অন্তর ও বাহ্য জানে না—তেমনি এই পুরুষ (জীবাত্মা) প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, অন্তর ও বাহ্য কিছুই জানে না—এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হয়েন—বেদ, অবেদ হয়েন, পুণ্য ইহার অনুগমন করে না—পাপও ইহার অনুগমন করে না।

মহাভারতে কর্ণ বলিতেছেন—"দৈবায়ত্তং কুলং মম মমায়ত্তং পৌরুষম্।" আমার কোন কুলে বা বংশে জন্মগ্রহণ—ইহা সম্পূর্ণ দৈবাধীন, তাহাতে আমার কোন হাত নাই—কিন্তু পুরুষকার প্রদর্শন, ইহা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন।

এই সংসারে যে দরিদ্রতার ভিতরে ঐশ্বর্য্য আছে, রোগের ভিতরে স্বাস্থ্য আছে, নিরাশার ভিতরে আশা আছে—ইহা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব—সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

অপকারে যে কেবল যাহার অপকার করা হয়, তাহারই ক্ষতি হয়—এরূপ নহে, পরন্তু অপকারকারীরও অনিষ্ট হয়—কোন অপকারই একপেশে নহে—হিন্দু ঋষি বিশ্বামিত্রমুনি অভিশাপ দ্বারা তাড়কা বধ করিতে

পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বহু কষ্টার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হইবে বলিয়া ক্ষত্রিয় রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্য লইয়াছিলেন—কারণ, বীরত্ব প্রকাশে হিংস্র শত্রুবধ ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় কার্য্য, উহা দূষণীয় বা পাপ কার্য্য নহে।

জনষ্টুয়ার্ট মিল বলেন—"পুরুষ যেমন স্বার্থপর, হিংস্রক, প্রভুত্বপ্রিয় এবং খলতার আকর—স্ত্রীজাতি যদি তাহার অর্দ্ধেকও হইত, তাহা হইলে মানব স্রোত বিলুপ্ত হইবার বড় অধিক বিলম্ব হইত না। মুষিকের হস্তে পশুরাজ সিংহ চিত্রিত হইলে, সিংহের যেরূপ দুর্গতি হয়, পুরুষের হস্তে অনেক স্ত্রীলোক চিত্রিত হইয়া সেইরূপ দুর্গতিতে পড়িয়াছে।

বিজ্ঞানবিৎ প্রফেসর পিনক্ বলেন—যাহা ছিল না বা নাই, তাহা মনেও ছিল না এবং মনেও নাই; যেমন পদার্থ না থাকিলে ছায়া হইতে পারে না—সেইরূপ কল্পনার বিষয়ীভূত বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার কল্পনাও হইতে পারে না।

"আমি"—যে আমি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কোন পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমি এই মুহূর্ত্তে সেই পদার্থ দর্শন করিতেছি—এইরূপ আমিত্বের জ্ঞান, পূর্ব্ব জ্ঞানসমূহের স্মৃতি বা সংস্কার ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান সংস্কার রূপে পরিণত না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান ও পর পর জ্ঞান সমূহের একত্র সমাবেশ ও আমিত্বের উদ্ভব হইত না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান সমূহ সংস্কার রূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই, উহারা বর্ত্তমান জ্ঞান সমূহের সহিত এক সূত্রে বদ্ধ হইতে পারে এবং সমগ্র জ্ঞানের সমষ্টিতে আমিত্বের (বিজ্ঞানের) উদ্ভব হয়।

মার্টিন লুথার বলেন—মাতা জানেন, কয়বার ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে হয়, সময় মত খাওয়ান—ছেলে কাঁদিলে, অতিরিক্তও খাওয়ান। একজনের পিতা ৪ বৎসরের খরচ পত্র দিয়া পুত্রকে বিদেশে লেখা পড়া শিখিতে পাঠাইলেন, ছেলে দুষ্কার্য্যে সমস্ত এক বৎসরে খরচ করিল—তখন সে পিতার নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে দুঃখ ও অনাটন জানাইল—পিতা শাস্তি দিলেন, কিন্তু পুনরায় খরচ পত্র দিলেন—আমরা পুঁজি হারাইয়াছি, বাঁধা রসদে চলে না—এই জন্য উপাসনা, ক্রন্দন দরকার।

যদ্রূপ ভাল কাঠের হাল্‌কা কয়লা দেশালাইএর আগুনে শীঘ্র ধরে, কিন্তু খারাপ কাঠের কয়লা উহাতে শীঘ্র ধরিয়া তামাক খাইবার আগুন প্রস্তুত করে না—পাঁচখানা ভাল কয়লার আগুনের সহিত ফুঁ দিয়া ধরাইলে তবে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী কাজ চলা গোছ আগুন হয়—যেরূপ স্বধু প্রাইভেটে ঘরে শিক্ষক রাখিয়া মন্দ ছেলেকে পড়াইলে, তাহার পড়ায় ভাল মনোনিবেশ হয় না, কিন্তু স্কুলে পাঁচ ছেলের সহিত পড়িলে, পাঠের রেষারেষি ও দেখাদেখিতে সংক্রামকতা গুণে তাহার মন বসে—সেইরূপ কু ও চঞ্চলচিত্ত লোকের একাকী ভগবৎ সাধনে মন বসে না; মন ঠিক্‌রাইয়া পলাইয়া যায়—তাহাদের মন পাঁচ জনের দেখা দেখি সঙ্কীর্ত্তনে বা ভজনালয়ে উপাসনায় বা আরও সুগম্য পৌত্তলিক প্রণালীতে পূজা করিয়া অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হয়।

যৎকালে পিতা মাতা দৈহিক ও মানসিক উন্নত অবস্থায় অবস্থিতি করেন, তৎকাল ও ক্ষেত্র উপযোগী সুসন্তান রূপে সু অদৃষ্টবান্ জীবাত্মাগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যা আকারে আবির্ভূত হয়—কিন্তু তদ বিপরীতাবস্থায়

তৎ কালোপযোগী মন্দ ভাগ্য জীবাত্মাগণ সন্তান রূপে দেখা দেয়। এজন্য একই ব্যক্তির নানা প্রকার মানসিক ও দৈহিক অবস্থায় নানা প্রকারের সন্তান জন্মিয়া থাকে।

আত্মার উন্নতি ও অবনতি ৪টি ঘটনার উপর নির্ভর করে—পূর্ব্ব সংস্কার বা জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা, সাধনা।

চক্ষু দুইটি অঙ্গুলির আবরণেই আবৃত হয়—চক্ষুর অতি ক্ষুদ্রমণি অনন্ত-কোটী মাইল দূরস্থিত নক্ষত্রাবলী দেখিতেছে—কত বৃহৎ বৃহৎ সূর্য্যের সর্ব্বাংশই দেখিতেছে—অতএব আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুদ্র গণ্ডীমধ্যে কারাবদ্ধ থাকিলেও উহা অনন্ত এবং নিরাকার।

নীন্দন্তু নীতি নিপুণাঃ, যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাধিশতু, গচ্ছতু বা যথেষ্টম্‌
অদ্যৈব মরণমস্তু, যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন
অদ্য মৃত্যু হোক, কিম্বা হোক যুগান্তরে
ন্যায় পথ হ'তে ধীর এক পদ না সরে ॥

সুন্দরী স্ত্রী—যেখানে সৌন্দর্য্য সেই খানে লাঞ্ছনা—হেলেনা, ক্লিওপেট্রা উদাহরণ স্থল—পদ্মিনী (ভীমসিংহের স্ত্রী) সৌন্দর্য্যের অপরাধে জ্বলন্ত চিতার

প্রাণ আহুতি দিলেন—নূরজাহান প্রিয়তম স্বামীকে হারাইয়া স্বামী হন্তাকে অনিচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিলেন। বিধাতার এই বিশ্বরাজ্যে কোথাও এক-দেশদর্শিতা দেখা যায় না। যে দেশের মাটীতে ভাল আম্র জন্মে (যথা মালদহ), তথায় ইক্ষুরস, আনারস, খর্জ্জুররস, ডাব নারিকেল প্রভৃতি জন্মে না ; যথায় স্বর্ণখনি আছে, তথাকার জমিতে শস্য তো দূরের কথা, পশু খাদ্য সামান্য দুর্ব্বাঘাসও তথায় গজায় না ; তদ্রূপ সাধারণতঃ কায়া সুন্দরীর সাধারণতঃ অন্তর প্রদেশ ভাল নহে—সুসন্তান প্রসবাদি অদৃষ্টবল ও তথৈবচ।

গোলাপ ফুল নিজে মত্ত হয় ও পরকে মাতায়—এক জন ফরাসি পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, গোলাপের পূর্ণ বিকাশ সময়ে, তাহার গর্ভ কোষে তাপমান যন্ত্র প্রবেশ করাইলে ১৪০।১৪৫ ডিগ্রী তাপ অনুভূত হয় —ঐরূপ সুন্দরী স্ত্রী পরকে মাতায় এবং নিজেও উষ্ণতাপ্রমত্ত হয়—ইথার সেই মত্ততা বহন করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়কে মাতায়—অতএব সুন্দরী স্ত্রী কামুকী ও উষ্ণা—শাস্ত্রে কথিত আছে, শ্যামাঙ্গিনী স্ত্রী বটচ্ছায়ার ন্যায় ঘোরা ও নিবিড়া নহে অথচ সুশীতলা সুখসেব্যা। অতএব দেখা যাইতেছে আলোক ও উত্তাপের ন্যায় সৌন্দর্য্যেরও উত্তেজনা আপনাতেই জন্মে এবং ক্রমে তরঙ্গাকারে ব্যাপ্ত হইয়া অন্যের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে ও তাহাকে উত্তেজিত করে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটী মাইল দূরে স্থিত ; ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ১৩।১৪ লক্ষ গুণ বড় ; আলোকের গতি এত দ্রুত যে ৮ মিনিটে উক্ত ৯ কোটী মাইল অতিক্রম করিয়া সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আইসে ; নক্ষত্রগণ পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে অতি নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র লুব্ধক বা মৃগ ব্যাধ (Dog star) হইতে আলোক পৃথিবীতে আসিতে প্রায় ৪ বৎসরের

প্রয়োজন। ৮ মিনিটে যে স্থান অতিক্রম করা যায়, তাহার পরিমাণ যদি ৯ কোটী মাইল হয়, তবে ৪ বৎসরে অতিক্রম করা যায়, এরূপ দূরত্ব যে কত মাইল, তাহা ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়—অর্থাৎ ২ লক্ষ কোটী মাইল—অর্থাৎ ১ কোটী মাইল, ইহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ নহে—তাহার ২ লক্ষ গুণ পরিমিত পথ।

লর্ড কেল্‌ভিন, ইংলাণ্ডের একজন বিজ্ঞানাচার্য্য, তিনি বলিয়াছেন, ৩৩৪ বৎসর পরে পৃথিবীর সমস্ত মানব প্রাণ ধারণের অনুকুল বায়ুস্থিত অক্‌সিজেন গ্যাসের অভাবে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে; তিনি গণনা করিয়া বলিয়াছেন; ২৮ মণ বা এক টন ইন্ধন জ্বালাইলে ৮৪ মণ অক্‌সিজেন দগ্ধ হয়, পৃথিবীতে যত অক্‌সিজেন আছে, তাহা ৩৩৪ বৎসরে নিঃশেষ হইবে—তখন বায়ু কার্ব্বলিক এসিড্ গ্যাসে পূর্ণ হইবে।

নিকোলা টেস্‌লা, আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—তড়িৎ বিজ্ঞানে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; তিনি বলেন মেঘ রাজ্যের উর্দ্ধে ঘনীভূত তড়িৎ বিদ্যমান; এক দিন সেই তড়িৎ জ্বলিয়া উঠিবে এবং পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

এই গ্রন্থকারের মত এই যে—এই জগতে কোন কিছুই একই ভাবে শাশ্বৎ স্থিতিশীল নাই—উত্থান-পতন, পতন-উত্থান, উৎপত্তি-ধ্বংস, ধ্বংস-উৎপত্তি, সর্ব্বত্র এই রীতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বর্ত্তমান, এই কারণে ইহা সম্ভবপর যে,—যে পৃথিবীর আজ প্রায় ১০ কোটী বৎসর কাল আয়ুষ্কাল গত হইয়াছে, তাহার ভস্মসাৎ হইয়া লয় পাইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। চন্দ্র,

বৃত্ত বা বলয়াকার পথে পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতেছে; ঐ বলয়পথের গোলাকার অবস্থায় একটী ব্যাস বা বিস্তৃতি আছে; চন্দ্র ক্রম গতিতে যখন পৃথিবীর নিকট ঐ বলয়কার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ও আসিতে আসিতে তাহার শেষ সীমানায় অর্থাৎ পৃথিবীর অতি সন্নিকটে আগত হয়, তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর জল প্লাবন হয়; ক্রম উপসর্পণ গতি বশতঃ সমস্ত পৃথিবী এক কালেই জলমগ্ন হয় না—একে একে, কতক কতক, করিয়া জলমগ্ন হইতে থাকে; পরে, কিছুকাল সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন থাকার পর, একে একে, চন্দ্র ক্রমশঃ অপসর্পণ গতি বশতঃ দূরে সরিয়া যাইতে থাকিলে, পৃথিবীও একে একে, গা ঝাড়া দিঁয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে—এই কারণেই আমেরিকা প্রদেশ অর্থাৎ ভূমণ্ডলের অপরার্দ্ধ সর্ব্বশেষে জাগিয়া উঠায়, তাহা বহুকাল পরে মানব জাতির গোচরীভূত হইয়াছে—ঐরূপ সূর্য্য ও পৃথিবীর স্থিতি বৈলক্ষণ্যে দূরতার হ্রাস বৃদ্ধি বশতঃ পৃথিবীরও সূর্য্যাভিমুখে ক্রম-উপসর্পণ ও ক্রম-অপসর্পণ গতি ঘটিয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত পৃথিবী একবার ভস্মীভূত বাষ্পীয় কণা রাশির গোলক রূপে বিরাজ করে, পুনরায় দূরে অপসৃত হইয়া শীতল হইতে হইতে, কঠিন আবরণ ধারণ করে। শেষোক্ত বাষ্পাকার অবস্থাটিকে পৃথিবীর মহাপ্রলয় বলা যাইতে পারে।

আবার সমস্ত বিশ্ব জগতের মহাপ্রলয়কালে, সুধুই এই সৌর জগৎ কেন, সমস্ত বিশ্ব জগৎই বাষ্পাকারে বিশ্বেশ্বরের কুক্ষিস্থ হইয়া অবস্থিতি করে—এই সকল অবস্থা সংঘটনেরই বিধি-নিয়ন্ত্রিত একটি নির্দ্দিষ্ট কাল আছে—কালস্রোতে সকলই একে একে ঘটিতেছে—অতএব কাল, মহাকালই অসাধ্য ও অসম্ভাব্য সাধনে পটীয়ান্। অনুমান হয়, প্রত্যেক ৬ হাজার বৎসর অন্তর চন্দ্রাকর্ষণে পৃথিবীর উপর জল প্লাবন ঘটিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটী স্তর বা পর্দ্দা পড়ে, সেই কারণে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ১০ কোটী বৎসর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিলেও মানবেতিহাস গত ৪ হাজার বৎসরের

অধিক কালের পাওয়া যায় না ; আর ২ হাজার বৎসর অর্থাৎ এক শত বর্ষে এক পুরুষ ধরিয়া ২০ পুরুষ পরেই পুনরায় জল প্লাবন আসিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও মিসরের পিরামিডাদি উচ্চ ও শক্ত গাঁথনি এমারত ভিন্ন সমস্ত সমভূমি করিবে—অরণ্যানিকে মৃত্তিকা প্রস্তরময় স্তর দ্বারা প্রোথিত করিয়া তাহাকে ভবিষ্যৎ কয়লা খনির আকারে পরিণত করিবেক। এইরূপে মানব প্রতি ৬ হাজার বৎসর অন্তর এই পৃথিবীর উপর এক একটী নূতন যাত্রার পালা গাওনা করিয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ, মানভূম ঝরিয়া অঞ্চলে, অতি উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে ভূপৃষ্ঠের ২।৩ হাত নিম্নেই প্রস্তর মৃত্তিকা প্রোথিত অরণ্যানির স্তর কয়লাখনি রূপে বিরাজমান, দৃষ্টিগোচর হয়।

হেঁসে হেঁসে স্যিয্যি মামা পাটে ব'সে রয়!
চন্দ্র মাসি কাছে ঘেঁসে মুচ্‌কি কথা কয়!
শুন বলি, পৃথ্বি দাদা! শুন ও গো তোমায়!
সময় এলে বাগে পেয়ে ডুবিয়ে মার্ব্বে হায়!

চন্দ্র মাসি = চন্দ্র মসি—মস্ শব্দে চন্দ্র বুঝায়।

মুচ্‌কি কথা = নিকটে আসিয়া জোয়ার ভাঁটা খেলা, ইহা জল প্লাবনের পূর্ব্ব স্মৃতি।

শিব তুল্য শঙ্করাচার্য্য ৩২ বৎসর পরে পরলোক গমন করেন

---

৩৩ বৎসর বয়সে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু হয় ; তিনি ইহুদীবংশে এক গৌরবর্ণ, সুন্দরমূর্ত্তি, দীর্ঘকেশ, যুবক সন্ন্যাসী রূপে ছিলেন ; তাঁহার পিতা সূত্রধরের কার্য্য করিতেন ; মাতা একজন কাষ্ঠবিক্রেতার কন্যা ছিলেন। কথিত আছে, মেরী ভার্জ্জিন কুমারী অবস্থায় যীশুকে লাভ করেন—এই কারণে

যীশু তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত, পালিত পুত্র বলিয়া অনুমিত হয়—আরও তাঁহার উপদেশাবলী বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই রূপান্তর দেখিয়া ইহাই বিবেচনা হয়, যে তিনি ভারতবর্ষ হইতে সমাগত একজন অল্প বয়স্ক বৌদ্ধ প্রচারক, কুমারী মেরীর আশ্রয় লাভে তাঁহার পালিত পুত্র রূপেই পরিচিত ছিলেন।

ধনের সাহায্যে বা রাজার আদেশে বা তরবারির সহায়তায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই।

প্রবাদ বাক্য বা সাধারণ প্রচলিত নীতি কথা।

(সংস্কৃত).

"অন্যে পরে কা কথা"

জাতঃ সূর্য্যকুলে, পিতা দশরথঃ, ক্ষৌণী ভূজাং অগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী, যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভূবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণু স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা, চান্যে পরে কা কথা॥

যিনি সূর্য্য বংশে জাত, ভূপত্যগ্রণী রাজা দশরথ যাঁহার পিতা, সত্যনিষ্ঠা সীতা যাঁহার পত্নী, যাঁহার অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, যাঁহার অদ্বিতীয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, লোকচক্ষে যিনি প্রত্যক্ষ বিষ্ণুবৎ, সেই শ্রীরামচন্দ্রই যখন বিধাতার বিধানে বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছেন, তখন ইতর সাধারণ যে বিধি লিপি এড়াইতে পারিবে না, তাহাতে আর কথা কি আছে ?

"আতুরে নিয়মো নাস্তি"

আতুরে নিয়মো নাস্তি, বালে বৃদ্ধে তথৈব চ।
কুলাচাররতে চৈব, এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

পীড়িত, অপটু অবস্থায় কোনরূপ শাস্ত্রীয় শাসন, উপবাস জাগরণাদি রূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না এবং শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে নিয়ম পালন বিধি নহে, কুলাচার রত লোকেরও নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই—ইহাই চিরন্তন ব্যবস্থা।

"আত্মবন্মন্যতে জগৎ"

আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ।
তপস্বিনস্তু তা মেনে, আত্মবন্মন্যতে জগৎ॥

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিবার জন্য লোমপাদ রাজা বেশ্যাদল প্রেরণ করিলে, বেশ্যাগণ যখন তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিল তখন বাহ্য জ্ঞান শূন্য ঐ মুনি তাহাদিগকে তপস্বী বলিয়া ঠাওরাইয়া ছিলেন—যে যে প্রকৃতির ব্যক্তি, সে জগতের সকলকে সেই প্রকৃতি সম্পন্ন অনুমান করে।

"আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ"

ত্যজেৎ একং কুলস্যার্থে
গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে
আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

যদি এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিলে, সমস্ত বংশের কুশল হয়, তাহাই তখন করণীয়; নিজের বংশের কতিপয় ব্যক্তিকে ত্যাগ করিলে, যদি গ্রামস্থ সকলের মঙ্গল হয়, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য; যদি গ্রামস্থ সকলকে ত্যাগ করিলে বৃহৎ প্রদেশের শুভ হয়, তবে তাহাই প্রশংসনীয়; ঐরূপ সমস্ত পৃথিবীকে ত্যাগ করিলে যদি নিজের আত্মার শুভ হয়, তবে তাহাই বাঞ্ছনীয়।

"আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি"

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ, পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য, আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

জলরাশি মধ্যে ডুবিয়া গেলে, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া গেলে অথবা সর্প কর্তৃক দষ্ট হইলেও, আয়ু মর্ম্ম স্থান সকলকে রক্ষা করে—অর্থাৎ আয়ু থাকিতে অতি বিপদে পড়িলেও কাহারও মৃত্যু ঘটে না।

"আয়ুর্যাতি দিনে দিনে"

লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শরীরে কুশলং তব
কুতঃ কুশলম্ অস্মাকং আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

লোকে "কেমন আছ, কুশল তো" এই বলিয়া সুধাইয়া থাকে; কিন্তু দিনে দিনে যখন আয়ুক্ষয় হইতেছে, তখন আমাদের কুশল কোথায়?

"আশা বৈতরণী নদী"

ক্রোধো বৈবস্বতো রাজন্, আশা বৈতরণী নদী
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ, সন্তোষঃ নন্দনং বনম্॥

হে রাজন্, ক্রোধ বৈবস্বত অর্থাৎ যম সদৃশ, আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় কুলশূন্য, বিদ্যা কামধেনুতুল্য সর্ব্বদাত্রী এবং সন্তোষ পারিজাতকানন সদৃশ সুখপ্রদ।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ"

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষম্ আত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

উদ্যোগী পুরুষশ্রেষ্ঠের নিকট লক্ষ্মী অর্থাৎ ধন আগমন করিয়া থাকেন; কাপুরুষগণ "আমার ভাগ্যে নাই" বলিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে। আত্ম-

শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দৈব বলকে অপসারিত করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর; যদি যত্ন সত্ত্বেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়, তখন তোমাকে কেহ দোষ দিতে পারিবে না।

"এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"

অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি
যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে
এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে ॥

যে দেশে উপযুক্ত ব্যক্তি নাই, তথায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিই কার্য্যকুশল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; যদ্রূপ যে প্রদেশে বৃহৎ বৃক্ষ নাই, তথায় ভেরেণ্ডা গাছই অশ্বত্থাদি বড় বৃক্ষের ন্যায় আদৃত হইয়া থাকে।

"কা কস্য পরিবেদনা"

এক বৃক্ষসমারূঢ়া নানাপক্ষবিহঙ্গমাঃ
প্রভাতে তু দিশো যান্তি, কা কস্য পরিবেদনা ॥

রাত্রিকালে নানাশ্রেণীর পক্ষীসকল এক বৃক্ষোপরি বাস করে, কিন্তু প্রভাত হইলেই, কেহ কাহারও সংবাদ না লইয়া সকলে নানাদিকে উড়িয়া যায়, অতএব দেখ, একত্র বাস করিলেও কে কাহার জন্য মনবেদনা ভোগ করিয়া থাকে?

"কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃ পরম্?"

অহনি অহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বম্ ইচ্ছন্তি, কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃ পরম্?

বকরূপী ধর্ম্মরাজ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, এই সংসারে শত শত লোক প্রত্যহ শমন সদনে যাইতেছে—ইহা দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে

ভাবে না, যে তাহাদের একদিন মৃত্যু আছে—অতএব ইহা অপেক্ষা আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে ?

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"

চলচ্চিত্তং, চলদ্বিত্তং, চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥

মনের গতি, ধনের স্থিতি, জীবন এবং যৌবন কাল, সকলই অস্থায়ী ; কিন্তু কীর্ত্তিশালী ব্যক্তি মৃত হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা হেতু তিনি সদা জীবিত বলিয়া গণ্য হয়েন।

"ক্ক গতা মথুরা পুরী"

যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরা পুরী
রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
নশ্বরঃ জগদিতি অবধারয় ॥

যদুপতির অধিকারস্থ মথুরাপুরী এক্ষণে কোথায় ? রঘুপতিরই বা উত্তর কোশল অযোধ্যা কোথায় ? এই সকল চিন্তা করিয়া মন স্থির পূর্ব্বক বুঝ জগতে সকলই ক্ষণস্থায়ী।

"ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্"

বনানি দহতে বহ্নিঃ, সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশয়ে, ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্ ?

অগ্নি যখন বন দহনে রত, তখন বায়ু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া খোসামুদি করিয়া তাহার সহায়তা করে ও বন্ধুর কার্য্য করে ; আবার সেই বায়ুই ক্ষীণজ্যোতি প্রদীপ নিবাইয়া তাহার শত্রুতার কার্য্য করে—অতএব দেখ, দুর্ব্বলকে কেহ সমাদর করে না।

"গজভূক্ত কপিত্থবৎ"

আজগাম যদা লক্ষ্মীঃ নারিকেলফলাম্বুবৎ
নির্জগাম যদা লক্ষ্মীঃ গজভূক্ত কপিত্থবৎ ॥

নারিকেল ফলে যেমন কোথা হইতে কেমন করিয়া জল আইসে, কেহ জানিতে পারে না—তেমনি লক্ষ্মীর আগমন বা সৌভাগ্যের উদয় নিঃশব্দে হইয়া থাকে; আবার লক্ষ্মী চলিয়া গেলে, লোকে প্রথমটা বাহ্য দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না, যদ্রূপ হস্তী কয়েত বেল ভক্ষণ করিয়া মল বা নাদের সহিত তাহা ত্যাগ করিলে, অন্তঃসার শূন্য ঐ কয়েত বেলের বাহ্য দেখিয়া কিছুই বুঝা যায় না, তাহাকে সদ্য বৃক্ষচ্যুত বলিয়াই মনে হয়।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে, দুঃখানি চ, সুখানি চ"

সুখস্যানন্তরং দুঃখং, দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে, দুঃখানি চ, সুখানি চ ॥

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হয়; সুখ ও দুঃখ চাকার ন্যায় ঘুরিতেছে।

"জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ।"

আততায়িনম্ আয়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ, ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥

বেদবিৎ ব্রাহ্মণও যদি শত্রু হইয়া হত্যা করিতে আইসে, তবে তাহাকে বধ করিবে, ইহাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শিবে না।

"তে হি নো দিবসা গতাঃ"

জীবৎসু তাত পাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিঃ চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ ॥

সীতা নির্ব্বাসনের প্রাক্‌কালে রামচন্দ্র অতীত জীবন স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতা দশরথ জীবিত থাকিতে আমাদের বিবাহ উৎসবকালে

জননীগণ কতই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সে সকল আনন্দের দিন আর আমাদের নাই।

"দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি"

ফলন্তু ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ, গোময়েন গৃহং তথা।
ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ, দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥

জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই ফল শুদ্ধ হয়; গোময় দ্বারা লেপন করিলেই গৃহ শুদ্ধ হয়; ক্ষার সহকারে বস্ত্র শুদ্ধ হয়; মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেই দ্রব্য পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়।

"ন চ দৈবাৎ পরং বলম্"

ন চ বিদ্যা সমো বন্ধু র্ন চ ব্যাধি সমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহঃ, ন চ দৈবাৎ পরম্ বলম্॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির তুল্য শত্রু নাই; অপত্যের তুল্য স্নেহ-ভাজন নাই; দৈববল অপেক্ষা অধিক বল কাহারও নাই।

"ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ"

স্থাতব্যং পঞ্চভিঃ সার্দ্ধং
গন্তব্যং পঞ্চভিঃ সহ
ভোক্তব্যং পঞ্চভিঃ সার্দ্ধং
ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ॥

পাঁচ জনের সহিত একত্রে বাস করিবে; পাঁচ জনের সহিত পথে যাইবে; পাঁচ জনের সহিত ভোজন করিবে; কারণ পাঁচ জনের সঙ্গে কোন দুঃখকে কষ্টকর বোধ হয় না, দুঃখ আসিয়াও জুটে না।

"ন নিম্বো মধুরায়তে"

শর্করা শত ভারেণ নিম্ববৃক্ষো উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

যদি শত ভার চিনি দিয়া নিমগাছ উৎপন্ন করা যায়, এবং তাহার মূল-প্রদেশে যদি প্রত্যহ দুধ সেচন করা যায়, তাহা হইলে নিম্ব কখনও সুমিষ্ট হয় না, যে তিক্ত, সেই তিক্তই থাকে।

"ন ভূতং, ন ভবিষ্যতি"

অন্নদানাৎ পরং দানং, ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং জগদেতৎ চরাচরম্॥

অন্নদানের তুল্য দান আর নাই; এবং পরেও আর তত্তুল্য হইবে না; যেহেতু সমস্ত চরাচর জগৎ অন্নের দ্বারাই ধৃত বা পোষিত হইতেছে।

"নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্"

বিদ্যয়া তপসা বাপি, দানেন বিনয়েন চ।
পুত্রে যশসি তোয়ে চ, নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্॥

বিদ্যা, তপস্যা, দান, বিনয়, পুত্র, যশ এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানুষের পুণ্য লক্ষণ সূচিত হইয়া থাকে।

বিদ্বান্ এব হি জানাতি, বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্।
নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিরাই বিদ্যার্জ্জনে কত ক্লেশ তাহা বুঝিতে পারেন, মূর্খ তাহা ধারণা করিতে পারে না—বন্ধ্যানারী কখনই প্রসব বেদনা কি তাহা অনুভব করিতে পারে না।

"নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা"

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা, নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।
নাস্তি জ্ঞানং কুতো মুক্তিঃ, নাস্তি ভক্তিঃ কুতস্তধীঃ॥

গ্রাম নাই, তার সীমা কিসের? বিদ্যা নাই তো যশ কোথায়? জ্ঞান না থাকিলে মুক্তি কিরূপে আইসে, আবার ভক্তি যার নাই, তার জ্ঞান আছে, এ কথা কিরূপে বলা যায়?

"নীরুজস্য কিম্ ঔষধৈঃ"

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্য ঔষধং পথ্যং, নীরুজস্য কিম্ ঔষধৈঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে কুন্তি নন্দন ! দরিদ্রকে ভরণ কর ; ঐশ্বর্য্যশালীকে ধন দান করিও না ; কারণ যে ব্যক্তি রুগ্ন, তাহারই ঔষধের প্রয়োজন, সুস্থ দেহে ঔষধের প্রয়োজন কোথায় ?

"পরহস্তগতং ধনং"

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা, পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে, ন সা বিদ্যা, ন তদ্ধনম্ ॥

পুঁথিগত বিদ্যা এবং পর হস্তগত ধন, কার্য্যকালে কোন উপায় দেয় না ; সুতরাং ঐ দুইটী "থাকা" "না থাকা" উভয়ই সমতুল্য।

"পশ্চাৎ ঝন্ ঝনায়তে"

সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং, ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ, পশ্চাৎ ঝন্ ঝনায়তে ॥

এক ব্যক্তি শণ গাছ রোপণ করিয়া ভাবিয়াছিল, ইহার সোণার মত যখন ফুল, তখন অবশ্যই ইহার ফলে রত্ন জন্মিবে, এই আশায় সে যত্ন সহকারে গাছটি পালন করিল। কিন্তু শেষে সে ঐ ফল মধ্যে শণের বীজের ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইল।

"পাপাত্মনাং পাপশতেন কিং বা"

গোমূত্র যোগেন পয়ো বিনষ্টং
তক্রস্য গোমূত্র শতেন কিং বা।
অত্যাল্প পাপৈঃ বিপদঃ শুচীনাং
পাপাত্মনাং পাপশতেন কিং বা ॥

দুধে এক বিন্দু গোমূত্র পড়িলে, তাহা নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু ঘোলে শত

শত বিন্দু গোমূত্র পড়িলে ক্ষতি হয় না—ঐরূপ সাধু ব্যক্তি সামান্য পাপ স্পর্শে বিপদ্‌গ্রস্ত হন; কিন্তু পাপীরা শত শত পাপ করিয়াও মুহ্যমান্ হয় না।

"প্রাপ্ত কালো ন জীবতি"

ন অকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।

কুশাগ্রেন এব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্ত কালো ন জীবতি ॥

অকালে শত শত বাণ বিদ্ধ হইলেও কেহ মরে না; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে কুশাগ্র স্পৃষ্ট হইলেই কালগ্রাসে পতিত হয়।

"ফলেন পরিচীয়তে"

একভূঃ উভয়োঃ একদলয়োঃ এককাণ্ডয়োঃ

শালিশ্যামাকয়ো র্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥

একই ক্ষেত্রে, একই দল ও কাণ্ডে একইরূপ শালি ও শ্যামা ধান্য উৎপন্ন হয়—কিন্তু ফলের দ্বারাই উভয়ের পার্থক্য নির্ণীত হয়।

"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং, ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ।

পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন, ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥

রাজা কর্ণ দ্বারা অর্থাৎ পরের মুখে শুনিয়া দর্শন করেন; পণ্ডিতগণ বুদ্ধির চালনায় অনুভবশক্তি দ্বারা দর্শন করেন; পশুগণ গন্ধ দ্বারা সমস্ত জানিতে পারে; কিন্তু মূর্খেরা কোন কার্য্যই ভূত অর্থাৎ অতীত অর্থাৎ শেষ হইয়া না গেলে, দেখিতে পায় না—বুদ্ধির অভাবে তাহারা কোনকার্য্যের ফলাফল ভবিষ্যৎ দর্শন দ্বারা বুঝিয়া সতর্ক হইতে পারে না—তাহারা কঠিন শিক্ষা ঠেকিয়া শিখে।

"ভেকো মক্ মকায়তে"

দিব্যং চূত ফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।

পীত্বা কর্দ্দম পানীয়ং ভেকো মক্ মকায়তে ॥

কোকিল দিব্য আম্রফল পাইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করে না। কিন্তু ভেক কর্দ্দমযুক্ত জল পান করিয়া গর্ব্বে মক্ মক্ শব্দ করিতে থাকে।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ"

কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তম্ আহারং দধ্যন্তং ন কদাচন।
লবণাম্ল কটূষ্ণানি বিদাহীনি চ যানি তু।
তদ্দোষং হর্ত্তুম্ আহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

ক্ষীর বা দুধ পান করিয়া ভোজন সমাধা করিতে হয়; দধি ভোজন কখনও শেষে করিতে নাই; কারণ লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ খাদ্য শেষে খাইলে উদর মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হয়—ঐ দোষ ক্ষয় জন্য সুমিষ্ট ভোজন দ্বারা ভোজন শেষ করিতে হয়।

"মনঃ পূতং সমাচরেৎ"

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং, বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেৎ বাচং, মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

ভালরূপ দেখিয়া তবে পা ফেলিতে হয়, বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া জল পান করিতে হয়, সত্যের দ্বারা বাক্য শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, এবং মনকে পবিত্র করে, এমন কার্য্য করিতে হয়।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"

বেদা বিভিন্না, স্মৃতয়ো বিভিন্না।
নাসৌ মুনিঃ যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে, স্মৃতিগুলির মতও বিভিন্ন প্রকার; এমন মুনি নাই, যাঁহার মত অন্যের সহিত পৃথক নহে; অতএব দেখা যায়, ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য গুহা মধ্যে লুকায়িত রহিয়াছে—এ কারণ মহাজন

অর্থাৎ মহানুভব ব্যক্তিগণ যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, সেই পথ ধরাই প্রশস্ত।

"মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ"

কন্যা বরয়তে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলম্ ইচ্ছন্তি, মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ॥

বিবাহ সময়ে কন্যা বর রূপবান্ হউক, এই প্রার্থনা করে, মাতা বরের ধন এবং পিতা বিদ্যাবত্তা কামনা করেন, বন্ধুবান্ধবগণ সৎবংশে জাত পাত্র হউক, এই ইচ্ছা করেন এবং অন্যান্য সকল লোকে বিবাহকালে খুব মিষ্টান্ন ভোজন যাহাতে ঘটে, তাহারই বাসনা করে।

"মূর্খশ্চ পুত্রো, বিধবা চ কন্যা"

"কুগ্রামবাসী, কুজনস্য সেবা, কুভোজনং, ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো, বিধবা চ কন্যা, বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্॥

কুগ্রামে বাস করা, অসজ্জনের সেবা, কুখাদ্য, কোপনস্বভাব ভার্য্যা, মূর্খ পুত্র, বিধবা কন্যা, এই গুলি অগ্নির সংস্পর্শ না থাকিলেও, সর্ব্বাঙ্গকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

"মূর্খস্য নাস্তি ঔষধম্"

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্, ছত্রেণ বর্ষাতপৌ।
নাগেন্দ্রঃ নিশিতাঙ্কুশেন শমিতঃ, দণ্ডেন গো গর্দ্দভৌ।
ব্যাধিঃ ভৈষজসংঘৈশ্চ বিবিধৈঃ মন্ত্রপ্রয়োগৈ বিষম্।
সর্ব্বস্য ঔষধম্ অস্তি শাস্ত্রবিহিতং, মূর্খস্য নাস্তি ঔষধম্॥

জলের দ্বারা অগ্নি, ছাতার দ্বারা বৃষ্টি ও রৌদ্র, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের দ্বারা গজেন্দ্র, লগুড় দ্বারা গো গর্দ্দভ, ঔষধ দ্বারা ব্যাধি, এবং মন্ত্র দ্বারা বিষ নিবারিত হয়—সকলেরই শাস্ত্র বিহিত ঔষধ আছে—কিন্তু মূর্খতা দোষ নষ্টের কোন ঔষধ নাই।

"মৃত্যুরেব ন সংশয়"

দুষ্টা ভার্য্যা, শঠং মিত্রং, ভৃত্যশ্চ উত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসঃ, মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

দুষ্টা স্ত্রী, শঠ মিত্র, উত্তর দাতা ভৃত্য, এবং সর্পপূর্ণ গৃহ, এইগুলি লইয়া বাস করিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত ঘটিয়া থাকে।

"মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ"

বরং রামশরঃ গ্রাহ্যঃ ন চ বৈভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং, মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ॥

রাবণ বলিয়াছিলেন—রামের শর বরং সহ্য করা যায়, তথাপি বিভীষণের বাক্য সহ্য হয় না; কারণ জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য মেঘ হইতে উন্মুক্ত রৌদ্র তুল্য অসহনীয়।

"যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ"

আদৌ তাতঃ বরং পশ্যেৎ, ততো বিত্তং, ততঃ কুলম্।
যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ, কিং ধনেন, কুলেন বা॥

কন্যার বিবাহকালে পিতা অগ্রে বরের স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, পরে সম্পত্তি; তৎপরে বংশ মর্য্যাদা দেখিবেন; কারণ বর যদি গুপ্ত রোগগ্রস্ত অথবা চিত্তবিকার গ্রস্ত হয়, তবে সে পাত্রের ধন থাকিলেই বা কি, বংশ মর্য্যাদা থাকিলেই বা কি?

"যৎ বিধের্ম্মনসি স্থিতম্"

করোতু নাম নীতিজ্ঞঃ ব্যবসায়ম্ ইতস্ততঃ।
ফলং পুন স্তদেব স্যাৎ, যদ্‌বিধের্ম্মনসি স্থিতম্॥

নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যতই কেন চতুরতার সহিত চেষ্টা করুক না, ফল সেই একই দাঁড়াইবে, যাহা বিধাতা মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী"

দেবে, তীর্থে, দ্বিজে, মন্ত্রে, দৈবজ্ঞে, ভেষজে, গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী ॥

দেবতা, তীর্থক্ষেত্র, দ্বিজ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ঔষধ, গুরু, ইঁহাদিগকে যে যেরূপ ভাবে বুঝিয়া লয়, সে সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে।

"বিদ্যারত্নম্ মহাধনম্"

জ্ঞাতিভি র্বণ্টনে নৈব, চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি, বিদ্যারত্নম্ মহাধনম্ ॥

বিদ্যা রত্ন সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কারণ ইহা জ্ঞাতিগণ ভাগবণ্টন করিয়া লইতে পারে না, চোরে চুরী করিতে পারে না, বিদ্যা দান করিলে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ চর্চ্চা বই ক্ষয় না, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি ভিন্ন, পুত্র কলত্র, অগাধ বিষয়সম্পত্তি কিছুই অণু বা ছায়ার আকারেও মৃত্যুর পর সঙ্গে যায় না।

"বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্"

হীয়তে হি মতি স্তাত, হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতাম্ এতি, বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্ ॥

হে বৎস! ইহা মনে রাখিও, হীন লোকের সহিত সহবাসে অর্থাৎ একত্রে উঠা, বসা, কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবহার কবিলে, চিত্ত অধোগামী হয়। সমান ভাবাপন্ন লোকের সহিত ব্যবহারে উহা সাম্যাবস্থায় থাকে এবং বিশিষ্ট গুণশালী মহানুভব গণের সহিত সাহচর্য্য করিলে চিত্ত উন্নত না হইয়া থাকিতে পারে না।

"বিষকুম্ভং পয়োমুখম্"

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং, বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥

অসাক্ষাতে কার্য্যহানিকারী অথচ সম্মুখে প্রিয় বাক্য বলে, এরূপ বিষকুম্ভ পয়োমুখ মিত্রকে ত্যাগ করিবে।

"শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্"

শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ কন্থাঃ, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ কর্ম্ম চ, ধর্ম্মশ্চ, এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

পথ অতিক্রম, কাঁথা প্রস্তুত, পর্ব্বত লঙ্ঘন, কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, এই পাঁচটি ব্যাপার ক্রমে ক্রমে না করিলে, সম্পন্ন হয় না।

'স বারিচর মোদতে"

দিবসস্য অষ্টমে ভাগে, শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চ, অপ্রবাসী চ, স বারিচর মোদতে॥

মহারাজ যুধিষ্টির বকরূপী ধর্ম্মকে বলিলেন, হে বারিচর, যে ব্যক্তি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টম ভাগেও অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়েও কেবল মাত্র শাক উপকরণসহ অন্ন ভোজন করে, সেইই প্রকৃত সুখী।

'সহায়ো বলবত্তর"

সগুণো নির্গুণো বাপি সহায়ো বলবত্তরঃ।
তুষেণাপি পরিভ্রষ্টা, ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥

গুণবানই হউক আর নির্গুণই হউক, যে কোন প্রকার সাহায্যকারী দ্বিতীয় বস্তু থাকিলে তাহা বিশেষ বলবান্ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য; দেখ, তুষ অতি তুচ্ছ পদার্থ, কিন্তু তুষপরিচ্ছদযুক্ত তণ্ডুল অর্থাৎ ধান্য ব্যতিরেকে, সুধু তণ্ডুলে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া তাহার বংশ বজায় রাখে না।

"সেবকান্নং পুরাতনম্"

নবং বস্ত্রং, নবং ছত্রং, নব্যা স্ত্রী, নূতনং গৃহম্।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং, সেবকান্নং পুরাতনম্॥

নূতন বস্ত্র, নূতন ছত্র, নব্যা স্ত্রী, নূতন গৃহ, এইরূপ কতকগুলি নূতন অবস্থায় আদরণীয়, কিন্তু ভৃত্য ও অন্ন সম্বন্ধে পুরাতনই প্রশস্ত।

ন্যায় শাস্ত্রের নীতিকথা।

এক অন্ধ শ্বশুর বাড়ী যেতে যেতে মাঠের মাঝে এক গোয়ালাকে দেখ্তে পেয়ে বল্লে "ওহে ভাই, তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেতে পার", সে বল্লে আমি অনেকের গরু চরাই, তোমাকে নিয়ে যেতে হ'লে তাহারা ছিন্নছাড়া হইয়া পলাইবে—তুমি এক কাজ কর, এই পালের মধ্যে তোমার শ্বশুরের একটী ভাল গাই আছে, তুমি তাহার ল্যাজ ধ'রে যাও, এ যে বাড়ীতে যাবে, সেই তোমার শ্বশুরের বাড়ী, এ কখনও পথহারা হ'য়ে মুনিবের বাড়ী ছাড়া অন্য বাড়ী যায় না। তখন ঐ অন্ধ, ঐ রাখালের বাক্যে বিশ্বাস ক'রে, দৃঢ় মুষ্টিতে ঐ গোরুর লেজ ধরিল, তখন ঐ গাভী মুঠা ধরার চাপে নূতন উপসর্গ ভেবে, অন্ধকে চাঁটু মার্তে মার্তে কাঁটাবন দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে, ক্ষত বিক্ষত ও উলঙ্গ অবস্থায় তাহার শ্বশুর বাড়ী হাজির করিল—তখন বাড়ীর অন্যান্য চাকরে অন্ধকে কিল্ লাথি মেরে গোরু ছাড়াইয়া লইল, তাহারা ভেবেছিল ঐ ব্যক্তি গোচোর, গোরু চুরি ক'র্তে এসেছে।

ইহার মধ্যে সার কথা এই যে মূর্খের উপদেশ লইয়া গন্তব্য পথে চলিতে হইলে, ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়।

আপ্তবাক্যে মুক্তি।

দুইজনে রথে চড়িয়া এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিল; দৈবাৎ সেই কাননে দাবানল দ্বারা একজনের রথ, অন্যজনের অশ্ব পুড়িয়া গেল;

এইরূপে একজন নষ্টাশ্ব ও অন্যজন দগ্ধরথ হইয়া কাননে থাকে। এক দিবস হঠাৎ দুইজনের সাক্ষাৎ হইল—অনন্তর উভয়ে যুক্তি করিয়া একজনের রথে, অন্যের অশ্ব যোজনা করিয়া অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্য দেশ পাইল।

ইহার মধ্যে নীতিবাক্য এই—নিজের হৃতসর্ব্বস্ব আত্মারূপী রথে অন্যের পরিত্যক্ত জ্ঞানরূপী অশ্ব যোজনা করিয়া মানব অনায়াসে অবশ্য প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে—প্রাচীন বৈদান্তিকের এই মত।

'খই'এ বন্ধনে পতন।

এক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এমন সময়ে এক পুরুষ কতকগুলি খৈ আনিয়া ক্ষুধার্ত্তকে বলিল, আঁজলা পাত, আমি কিছু খই দিই; তাহাতে ক্ষুধার্ত্ত অতি ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া থামের দুই পার্শ্ব দিয়া অঞ্জলি পাতিলে, সেই পুরুষ ঐ অঞ্জলি মধ্যে খই দিয়া চলিয়া গেল; অনন্তর ঐ ব্যক্তি মুখ বাড়াইয়া না খাইতে পারে, না অন্যকে দিতে পারে, না ত্যাগ করিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারে; অল্পে অল্পে খই গুলি উড়িয়া যাইতে থাকে, তথাপি "আমি এই খই সমস্ত একাকী খাইব", এই দৃঢ় আকাঙ্ক্ষায় হস্তদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া, খইয়া বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—মানবগণ এক অঞ্জলি খই খাইবার ন্যায় অতি তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ প্রত্যাশায় এ সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে—বেদান্তবিৎগণ এই কথা বলেন।

গতানুগতিক ন্যায়

একস্য কর্ম্মসংবীক্ষ্য করোতি অন্যোঽপি গর্হিতম্।
গতানুগতিকো লোকঃ ন লোকঃ পারমার্থিকঃ॥

গত—অনুগতিক, যে গত ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, যে স্বয়ং বিবেচনা না করিয়া অন্যের দৃষ্টান্ত ধরিয়া চলে।

কতকগুলি ব্রাহ্মণ তর্পণের কোশা তটে রাখিয়া গঙ্গায় অবগাহন করেন; স্নান করিয়া যখন তর্পণের নিমিত্ত কোশা লন, তখন কে কাহার কোশা লন, নিশ্চয় থাকে না, এইরূপে কোশা বদল প্রায় প্রত্যহ হয়। এক দিবস এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐরূপ বিনিময় হয় দেখিয়া নিজ কোশাতে একটি বালুকাপিণ্ড রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন; অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও দেখাদেখি নিজ নিজ কোশাতে বালির ডেলা রাখিয়া অবগাহন করিতে গেলেন; পরে ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখেন যে, সকল কোশাই এক চিহ্নে চিহ্নিত; ইহাতে বৃদ্ধ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহো! এ বড় আশ্চর্য্য! সকল লোকেই গতানুগতিক অর্থাৎ পিছন ধরিয়া চলে, দেখাদেখি কার্য্য করে—বস্তুতঃ স্বরূপ তত্ত্ব কেহ বিবেচনা করে না; যদি বুদ্ধি পূর্ব্বক চলিত, তবে একাকার চিহ্ন দিত না—এইরূপে প্রায় সকল লোকেই গড্ডলিকা প্রবাহ মত, অন্ধ সম্প্রদায়ের জড়াজড়ি করিয়া কূপে পতনবৎ এই সংসারকূপে পড়িয়া যাতনা ভোগ করিতেছে।

বকাণ্ড প্রত্যাশা ন্যায়।

নদীতীরস্থ মৎস্যাকাঙ্ক্ষী বকাবলী সরিৎতট ত্যাগ করিয়া বৃষ সকলের লম্বমান অণ্ডকোষদ্বয়কে সফরী মৎস্য জ্ঞান করিয়া অণ্ডকোষ খসিয়া পড়িলেই খাইবে, এই প্রত্যাশাতে বৃষভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে; অসম্ভাবিত দৃঢ়তর দুরাশাতে বদ্ধ হইয়া বৃষ-পদাঘাতে বরং নষ্ট হয়, তথাপি বৃষের পশ্চাৎ গমন করিতে ছাড়ে না।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই—মানবগণ পরমেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া ঐ প্রকারে বকাণ্ড প্রত্যাশারূপ বিষয় লিপ্সায় নষ্ট হইতেছে।

অন্ধ হস্তী ন্যায়।

কতকগুলি অন্ধ হাতীর গায়ে হাত বুলাইয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন আকার স্থির করিল—যে ব্যক্তি কেবল পা ছুঁইয়াছে, সে বলে হস্তী স্তম্ভাকার, যে শুণ্ড স্পর্শ করিল, সে বলে হস্তী সর্পাকার, যে উদর স্পর্শ করিয়াছে, সে বলে হাতী ঢাকের মত, যে লেজ স্পর্শ করিয়াছে, সে বলে হাতী গোল অঙ্গুলির মত, যে কাণ স্পর্শ করিয়াছে, সে বলে হস্তী কুলার মত। অন্ধেরা ঐরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছে, এমত সময়ে একজন চক্ষুষ্মান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, তোমরা বিবাদ করিও না, আমি তোমাদের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিতেছি—এই বলিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন, তোমরা প্রত্যেকেই হাতীর এক এক পৃথক দেশ স্পর্শ করিয়াছ; তোমরা একাংশ দর্শন করিয়াছ বলিয়া

একদেশদর্শিতা জ্ঞান প্রচার করিতেছ; পরন্তু সমস্ত হাতীটা তোমাদের জ্ঞানোপলব্ধি হইতে পৃথক বস্তু।

বুধগণ বলেন—ঐ প্রণালীতে ঈশ্বরের বিভূতি পৃথক পৃথক ভাবে উপলব্ধি করিয়া নানা ভক্তে তাঁহার নানা রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

কাক তালীয় ন্যায়।

পাকা তালের উপরি উপবিষ্ট কাক উড়িয়া যাইবামাত্র, যদি সঙ্গে সঙ্গেই তালটীর পতন হয়, তবে অজ্ঞ লোকে বলে, কাকে তালটী ফেলিয়া দিয়াছে—কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে; তালের পতন সময় হইয়াছিল বলিয়াই সে পতিত হইয়াছে; তাহার পতন, কাকের পাতন বা বল প্রয়োগের কোন ধার ধারে না। এক পথিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক গাছের তলায় আশ্রয় লইল—বিশ্রাম কালে থাকিতে থাকিতে সে দেখিতে পাইল, সম্মুখস্থিত একটী তাল বৃক্ষ হইতে একটী কাক উড়িয়া গেল ও তন্মুহূর্ত্তে একটী তাল পতিত হইল; সে তখন ভাবিতে লাগিল—বুঝি বা, কাকটী আমার ক্ষুৎক্লেশ বুঝিতে পারিয়া তালটী ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল—এ স্থানে কাক তালীয় ন্যায় হইয়াছে।

নরাঙ্কিত ন্যায়।

কোন নগরে এক ধনবান ব্যক্তি শক্তিমন্ত্রে উপাসক ছিলেন, গঙ্গাধর নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিল; একদিন ঐ ধনী ব্যক্তি গঙ্গাধরকে ডাকিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনি এই টাকাটির ভাল সন্দেশ কিনিয়া ৺কালী মাতার পূজা দিয়া আসুন"; গঙ্গাধর সন্তুষ্টচিত্তে টাকাটি লইয়া

দেবী মন্দিরের দিকে কিছু দূর গমন করিয়া, পথের ধারে এক দোকানে সন্দেশ কিনিয়া ভাবিতে লাগিল "যদি এই সন্দেশ লইয়া কালীমাতার মন্দিরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে পূজারি ঠাকুরেরা সমুদয় সন্দেশই লইবেক, কেবল প্রসাদ স্বরূপ একটী মাত্র আমাকে দিবেক, অতএব তাহা না করিয়া এই দোকানে বসিয়াই মাকে নিবেদন করিয়া দিই, এবং সমুদয় প্রসাদই নিজে জলযোগ করি," গঙ্গাধর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ঐরূপ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করিলে পাছে মায়ের কোপ জন্মে, এইরূপ মনে মনে বড় শঙ্কাও করিতে লাগিল—এমত সময়ে এক ব্যক্তি পথিমধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল "ওরে গঙ্গাধর! কাকে দিলিরে!" পুরোহিত গঙ্গাধর সন্দেশ মাকে নিবেদনের জন্য জল গণ্ডুষ করিতে যাইতেছিল, ঐ শব্দ কর্ণগোচর মাত্র আর নিবেদন করিতে পারিল না, ভয়ে হাত খানি থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল, গণ্ডুষ জল হাত হইতে পড়িয়া গেল—সমস্ত সন্দেশ আর উদরসাৎ করা ঘটিল না—ভয়ে মন্দির মধ্যেই প্রবেশ করিতে হইল; এস্থলে নরাঙ্কিত ন্যায় ঘটিয়াছে। নর শব্দে মানুষ, অঙ্কিত শব্দে সঙ্কেত; কোন মনুষ্য দেনা পাওনা সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে ঐ কথা বলিয়াছিল, কিন্তু ঐ পুরোহিত হঠাৎ মনে করিল, "মা কালী বুঝি নর দ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে শাসন করিলেন।"

উষ্ট্র কণ্টক ভোজন ন্যায়।

উষ্ট্র যেমন শমী কণ্টক ক্ষত জন্য বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও কিঞ্চিৎ সুখের আশায় তাহা সপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে, তেমনি সংসারের লোক সকল কিঞ্চিৎ সুখের জন্য বহু কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

গীতিমালা।

কত দিনে পাবো আমি, সে সুখ স্থান!
উঁচু নীচু নাহি যেথা, রং বেরং বিচিত্রতা
সব সাম্য, হাস্য আস্য, সকল বয়ান!
সবই আলো, নাহি আঁধার, মৃত্যু, শোক, জরা, ভার,
পশিয়াছে নাহি যেথা হ'য়ে আগুয়ান্!
যেথা সঘনে ঝঙ্কারে বীণা, সত্ত্ব রাজ্যে ফুল্লমনা!
হইতেছে অবিরত বিভুগুণ গান!
যেথা গগনভেদী ওঙ্কার ধ্বনি করে নিত্য উভধোনি!
কীটাচার দম্পতি বিহার, নাহি কোন ব্যবহার!
যেথা ভক্ষ্য, ভোগ্য জ্ঞান পীযূষ, বিভু মূর্ত্তি গরীয়ান্!

মা, আমার দশায় কি হবে!
পশু বুদ্ধি ঘুচ্‌লো না মোর্
দিশেহারা হই ভেবে ভেবে!
কামিনী কা-ঞ্চ-ন- মাগো
আটা কাটি পাতা ভবে!
কাটি শক্ত বড় আটায় খ-র
ঝাপ্‌টে ধ'রে, মারে দেবে!
আত্মা নামে পাখী আ-মা-র
পাখীর নাইকো উড়ন্ ঝট্‌পটানি সার

জ্ঞান-বৃক্ষে চ'ড়ি বুলি
　　ব'ল্‌তে কি আর পা-বে ?
কৃপা-দৃষ্টি, দেও মা তারা !
　　ফাঁদে পড়া এ বি-হ-গে !
পাশ কেটে সে, পাখ্‌না নে'-ড়ে
　　ধ-রু-ক্‌ গে তান্‌ নিজ-রবে !

চাহে প্রা-ণ সদা কারে
　　না পারি বু-ঝি-তে !
আঁধারে ঘু-রিছে সদা
　　হানি মানি খে-লা-তে !
বদ্ধ আঁখি, ঘুরি ফিরি
　　আত্ম প-ক্ষ চি-নি-তে !
যুক্তি শক্তি নাহি মম
　　আছি র-ত মো-হে-তে !
ধূলা কাদায় অঙ্গ মলিন
　　কি হবে মোর দ-শা-তে !
দুরন্ত কি ছেলে নয় মা !
　　বঞ্চিত তাই কৃ-পা-তে !
আছাড়্‌ আছাড়্‌ খা-ই'
　　ভূমে আছি লু-টা-তে !
মা, মা, ব'লি, ডাকি তোমা
　　লবে না কি কো-লে-তে !

হের, হের, ও অম্বর !
ঘন ঘটা কি-বা ঘো-র !

অশনি গরজে শুন !
অতি ভয়-ঙ্ক-র !

দা-মি-নী চাহে চ-কি-ত
প্রাণী সবে ত্রস্ত ভীত !

প্রভঞ্জ-ন, স্বন্ স্ব-ন্—
করি-তে-ছে আড়ম্ব-র !

জল-ধি— কোথা সা-গ-র
শোষে তাহে ভানুক-র !

প-ব-ন বা-হ-ন- তাহে
এ যে বিধি চমৎ-কা-র- !

পুচ্ছ তুলি শিখী সবে,
না-চি-তে-ছে, কে-কা-রবে !

কৃতজ্ঞ-তা ধ্বনি যে, সে
ভেবে দে-খ, করি বি-চা-র !

ম-ন বিহঙ্গ তুমি
তুচ্ছ ক-রি মর্ত্ত্য ভূ-মি !

শিখী সনে ফুল্ল মনে,
নৃত্য ক'রে ঘো-র, ফে-র- !

প্রিয়তমে, সোহাগিনী,　　সুখ, দুখ, ভাগিনি

শুনিতে বাসনা তব, কেন ভাল বা-সি !

কেম-নে বুঝা-বো তো-মা, শুন, শুন; মনো-র-মা !

"কেন" কথার নাহি সীমা

থাকে যদি সেই এক কৈবল্য-নিবাসই !

বৈকুণ্ঠ নন্দ-নে, ছিনু মোরা দুই জনে,

একই দেহে স্ত্রী পুরুষ, সদা হাসি খুসী !

সু-র-ত সম্ভো-গ সুখ,　　অবিচ্ছেদে অহ-রহ

ভোক্ত্য, ভোগ্য; জ্ঞান-পীযূষ, বিভূ মূর্ত্তি গরিয়সী !

এবে কর্ম্ম দোষে শাপ ভ্রষ্ট　　লক্ষ যোনি ধ্বস্ত ত্রস্ত !

শোক, তাপ, জ্বালা সহি, তোমা পাশা-পাশি !

কত শত জন-মে,　পশিয়া-ছে, এ ম-র-মে,

বিচ্ছেদ-শল্যে-র ব্যথা, শুন, শুন-হ প্রেয়সী !

সত্য কহি, সু-হা-সি-নী, আর্য্য শাস্ত্রে এই বা-খা-নি

যুগ্ম দে-হ, উভযোনি, ছিনু মোরা, বিভূ সনে,

রাজে যথা কোটী শত ঋষি !

তব ম-ঙ্গলময়, চরণ তলে,

শোভে শ্যাম, ধরণী, সর-সা !

আমি মো-হ আঁধারে　　ঘুরিয়া, ফিরিয়া,

সদাই আত্ম, ঘাতী,　　হারা-আশা-ভরসা !

অই যে চির-দাস্য-তপন, উদিছে, পূর্ব্ব গ-গ-ণে !

স্নিগ্ধ, স্মিত, আস্যে কত

ডাকিছে, সুপ্তি মগনে !

মোহ, তন্দ্রা, আবেশে,

জাগিয়া, ঢুলিবে, কি শে-ষে !

এ কেম-ন ঘোর হবে না কি ভোর

ডুবু ডুবু আয়ু তা-রা

তবু ঢুলু আঁখি, ভাসা, ভাসা !

শ্যাম ধরণী সর-সা !

মা, মা, মহামায়া ! কুরু দয়া

এ কীট সম ভ্রান্তে !

ত্বং মাতা, ত্বং হি পিতা, দাতা, যন্তা. শাস্তা, ত্রাতা

জ্যোতি কাঁয়া লহ মোরে

শ্রীচরণ প্রান্তে !

না জানি ভজন, ভক্তি কীটে জন্ম, কীটে নতি

স্থায়িত্ব, বোধিত্ব, প্রভূ

দেহি ইহ জনমে !

ঘুরিয়া ফিরিয়া ভবে, আসা যাওয়া অন্ত কবে

করিবে, করিবে হরি,

যাতনা যে চ'ড়েছে চরমে !

* পরাৎপর, বিশ্বেশ্ব-র অব্যয় পুরুষ অক্ষ-র

নমি তোমা, তা-র, তা-র

নিবে-শে-ছি, পাপ-পঙ্কে।

ওরে উচ্চে, উঠা, দড় দায় !

নির্লিপ্ত বিষয় ত্যক্ত না হ'লে

বিভু পাওয়া নাহি যায় !

উঠ্‌বে যদি পাহাড় গিরি   কর, কর, রে খবরদারি

মোজা, কাপড়, সব বিষয় ছাড়

ন্যাঙ্‌টা গায়ে, উঠ সবাই !

(ভাই রে) পথে আছে চোরাট্ট ভারি

জারি জুরি সব্‌ ঝকমারি !

বিষয়ে বিঁধে গিয়ে,   হুম্‌ড়ি খাবে পায়, পায় !

শ্রী-পদ বহু দূরে,   কোটী যোজন অন্তরে

ধারণার অতীত সে যে, গিরি তুলনায় !

শোক, তাপ, দুঃখে জারা,   আদুল গায়ে কঠিন পারা

উঠ উঠ রে ভাই,

পেতে যদি চাও তাঁহায় !

(রচনা—১৯০৩ অব্দ ছোট নাগপুর পর্ব্বতারোহণের পর)

ভজ রে মন, সেই নিরঞ্জন

সর্ব্বলোক সারাৎসার !

সত্বগুণে ঋষিগণ   হেরেন যাঁর লীলা অপার !

পরান্নে পোষণ যাহার, ছিদ্র কুটীর, আশ্রয়, আধার,

দেহ স্থত, ব্যাধি জরা

সদা ঋণ জালে ঘেরা

বিভু কৃপা বিনা, কিছু,

উপায় তো নাহি তার !

এতো সাজা নয় প্রভু!

এতো সাজা নয়!

কৃপা দৃষ্টি তব বিধি বুঝি সুনিশ্চয়

প্রভূ, বুঝি সুনিশ্চয়!

হাঁপ দে'ছ, হার্ণি দে'ছ দৈন্য অতিশয়

প্রভূ, দৈন্য অতিশয়!

সুবিচার ঠিক প্রভূ, নাহিকো সংশয়

প্রভূ নাহি কো সংশয়!

দুষ্ট অশ্বে, কাঁটা লাগাম্ চাবুক সপাং

তাতে হিত হয়—

প্রভূ, তাতে হিত হয়!

মলিন, পঙ্কিল জলে ঝঞ্ঝা বৃষ্টি কর্কা নৈলে

কিসে শুদ্ধি হয়—

প্রভূ, কিসে, শুদ্ধি হয়!

ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন্

ভবনাথ কি থাক্তে পারে?

ওরে ভবনাথ কি, থাক্তে পারে?

সে যে বিপৎ তারণ, চৈতন্য কারণ

দু-খ দেয়

কর্ম্মাধীন নরে!

অ-ন-ন্ত কাল স্রোতে ভাসি জীবরূপী কাষ্ঠ আমি

ভবরূপ চড়ায় লাগে

দিনেক দুদিন তরে!

ওরে ইথে কি রে আঁকা যোকা (অঙ্কন যুক্তি)

হাওয়া বাজি সব ফাক্‌কা

পুণ্য পুঁজি কর্ যদি

এড়াবি কোটী জন্মান্তরে !

হরি, হরি, নারা-য়-ণ, কর কৃপা জনা-র্দ্দ-ন !

একা আসি, একা যাই

এ বিশ্ব সংসারে !

বিভূ গু-ণ গাওরে মন সদা সচে-ত-ন !

বিপদে সহায় তিনি শাস্ত্রে-র বচন !

কোটী সূর্য্য, কোটী তারা, ফাকা নয় সব, জীবে ভরা

পদতলে বাঁধা বিশ্ব

ঘোরে অনুক্ষণ !

কোথা হে, কোথা তুমি, পিতা, মাতা বিশ্ব স্বামী

কৃপা করি ঘুচাও মম

যন্ত্রণা দ-হ-ন !

তুমি অজ, তুমি ঈ-শ, প্রণমামি পরমে-শ !

অবোধ, অজ্ঞান, আমি

পাপে নি-ম-গ-ণ !

মা, আ-মা-র মা-তা কি পি-তা

আমি ভেবে চিন্তে পাই না পাত্তা !

কেউ বলে মা আনন্দময়ী কেউ বলে কঠিন ধাত্তা

আমি মনের ধোকায় ঘু'রে ঘু'রে
স্থির ক'রেছি, এই বা-র-তা !
জীব-জগতে, স্ত্রী পুরুষ
এ কেবল ধাতার গাঁথা !
ওরে জগৎ কর্ত্তার ইচ্ছা যোগ,
লিঙ্গভেদ সে ধ্যাপার কথা !
যুগে, যুগে, দুষ্ট শাসন, শিষ্ট পালন
সাত্বিকে দেন দেহীর ব্যথা !
ওরে কোটী সূর্য্য ময়ো "বিভূ"
ভজ রে মন সদা সর্ব্বদা !

৫

ও মন, আমি, আমি, আমি, ব-ল
আমি কে তা চিন্‌লে না ?
"আমি" আছে পর্দ্দা ঢাকা
কোষের মধ্যে চাল্‌দে দানা !
সৎ স্বরূপে ছিল রে আমি ;
পরমাত্মার নিকট-জনা,
ওরে কর্ম্ম দোষে, স্থান ভ্রষ্ট
করিতেছে আনাগোনা !
কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি,
আছে রিপু ছয় জনা !
সবে মিলে 'আমিটা'কে
করিতেছে তা-না, না-না,

জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, মার্গ,

আছে মাত্র উদ্ধার সাধনা!

ওরে ডাক হাঁক ছুটো পুট্টি

পথের মাঝে কাল ক্ষেপণা।

সবাই মিলে সদাই তোমার

সুধুই করে জ্বালাতন

অসীম পিয়াসা তাদের

কভু কি নাথ হবে পূরণ!

তারা কেবল এ চায়, ও চায়,

কেহ তো চাহে না তোমায়!

তাই তোমার তরে হৃদয়'পরে

যতনে পেতেছি আসন!

তুমি এলেই আমার প্রাণ জুড়াবে

কিছু চাহিয়া দেব না বেদন!

(সঙ্কলিত)

পরের তরে, আপন ভুলে

পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও!

পরম দয়াল, পরম ব্রহ্ম,

পরের তুমি নিজের নও!

সৃষ্টি তোমার, পরের তরে,

দৃষ্টি তোমার পরের 'পরে,

পরের তরে অগুণ হরি,

আকার ধ'রে সগুণ হও!

পরের চোখে, চেয়ে দেখ,

পরের কথায় কথা কও !

পরকে দিয়ে নিজের বিষয়,

পরের তরেই চেয়ে লও !

(সঙ্কলিত)

পদ্য।

আগেও উলঙ্গ তুমি, শেষেও উলঙ্গ
মধ্যে দিন দুই মাত্র, বস্ত্রের প্রসঙ্গ
মরণের দিন দেখ, সব ফক্কিকার
তবে কেন মূঢ় মন, কর অহঙ্কার !

(৺ কাঙ্গাল হরিনাথ)

এই তো র'য়েছ, তুমি !

প্রকাশিত নিজ মহিমায় !

কেমনে বলিব আমি, আমি আছি

তুমি নাই হেথায় !

প্রতি শিরায় অবিরত শোণিত বিন্দু প্রবাহিত

নিশ্বাস, প্রশ্বাস, গত প্রাণবায়ু সঞ্চারিত

এ সব ক্রিয়া সম্পাদিত

হয় কি মম চেষ্টায় ?

এই যে জীবের জীবন পবন   করিতেছে গমনাগমন
বারিদ করে বরিষণ,   এ কি মম ক্ষমতায় ?

যদি মম ক্ষমতা হ'ত
ইচ্ছাতে পবন বহিত
ইচ্ছাতে ঘন সঞ্চারিত
জলদ বারি বরষিত
সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদিত
হইত মম ইচ্ছায় !

(৺ কাঙ্গাল হরিনাথ)

আছে এ জগতে,   আছে এ জগতে
গৌরব মণ্ডিত সিদ্ধি স্থান !
বাসনা থাকিলে   যেতে পথ মিলে
কে যাবে, কার ব্যাকুল প্রাণ ?

রাজা, ব্যাধের ভেদাভেদ
কেবল সং সাজা !
কত রাজার ঘরে, জন্মে ব্যাধ,
ব্যাধের ঘরে রাজা !

যে জ্যোতির কণা মাত্রে
কোটী কোটী গ্রহ আলোময় !
না জানি সে মূল জ্যোতি কি যে,
কারসাধ্য বুঝে তায় !

তুমি ত বাসিছ ভাল, দিবস রজনী !
তুমি ত দেখিছ, আমি জানি বা না জানি !
তুমি দেছ, সুখ, দুখ, তাই কাঁদি হাসি !
তুমি দেছ, আশা, তৃষা, তাই ভাল বাসি !

নিদ্রান্তে প্রভাতে যবে মেলিনু নয়ন
অদূরে হেরিনু তব কনক ভবন !
শুই বহে ক্ষীণা নদী, ওরই পর পারে
নিমেষেই উপজিতে পারি তব দ্বারে ।
মধ্যাহ্নে কর্ম্মের মাঝে ক্ষণ পেয়ে ছুটী
তোমার ভবন পানে যবে আঁখি দুটি
তুলিনু, বিস্মিত হ'য়ে দেখিনু তখন
শত গুণ দূরে গে'ছে তোমাব ভবন
ক্ষুদ্র নদী হইয়াছে বিস্তৃত বিশাল
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে ভীষণ, ভয়াল !
সন্ধ্যার কর্ম্মান্তে যবে ভবন তোমার
হেরিতে চাহিনু, নভে মিশেছে, এবার
বিশাল তটিনী, এবে অনন্ত সাগর
বহু দূরে প'ড়ে গে'ছি হ'য়ে আছি পর !

দিন পরে দিন যায়, রাত্রি পরে রাত্,
আপনার মাঝে আমি র'য়েছি, অজ্ঞাত্।

জ্যোতিষ তত্ত্ব।

(LOCKYER'S ASTRONOMY).

The Heavens, declare the glory of God and the firmament showeth His Handiwork—"Great and marvellous are Thy works, Lord God Almighty! Thou tellest the number of the stars ; Thou callest them all by their names ; all are under Thy control." !!

নক্ষত্ররাজি ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে ; নভস্তল তাঁহার কারু-কার্য্য দেখাইতেছে ; হে সর্ব্বশক্তিমান প্রভু, বিভু, তোমার কীর্ত্তি কলাপ আশ্চর্য্যজনক ও অতি মহান্—তুমি নক্ষত্র সকলকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাক ; তুমি তাহাদিগকে গণনা করিয়া রাখিয়াছ, সকলেই তোমার শাসনাধীন আছে।

The nearest fixed star is more than 25 lakhs of crores of miles away and the more distant stars are so far away, that light which travels at the rate of 186, 300 miles, in a second of time, requires thousand of years to dart from the stars to our eyes. From the stars of the 12th magnitude light reaches our eyes in 3500 years. In fact of the 2 crores of stars, visible down to a certain magnitude, at least one crore and 80 lakhs, lie in and near the milky way ; this fact must be well borne in mind. Thus leaving the sun, out of question, we find

that the next nearest star is situated at a distance, which light requires 4 years and 4 months, to traverse.

A star of the 6th magnitude is the faintest, visible to the naked eye.

It is estimated that with the most powerful modern telescopes, at least 50 crores of stars can be photographed.

A few faint patches in the sky are found through the telescope, to consist of clusters of stars. Some of the patches retain their cloud-like appearance when the most powerful telescopes are brought to bear upon them; these are called Nebulœ, clouds; they consist of vast clouds of shining gas and are perhaps, suns in the course of formation.

Some sun-spots cover millions of square miles and last for months; others are visible in powerful telescopes and are of very short duration. The great spot which became so conspicuous, in February 1892, was visible from November 15th, 1891 to March 17th, 1892, except during the fort-nightly intervals, when it was carried from view by the sun's rotation. Indeed there is a minimum period, when no spots are seen for weeks together, and there is a maximum period, when more are seen than at any other time. The interval between two maximum periods or two minimum periods, is about 11 years.

It would take nearly 13 lakhs of world like ours, to make one as large as the Sun. In size, the Earth

is like a grain of sand, compared with an orange. The sun is 500 times larger than all its planets, taken together.

The English word "planet" means, a wanderer. The planets move slowly through the sky, while the stars do not change positions.

The Sun is like the mother of the planets and grand-mother of the moon. The Earth is like a daughter and the moon is like a grand-daughter.

Instead of there being 9 planets, by means of the telescope about 300 planets have already been discovered.

Jupiter is the largest of all the planets ; it is about 1300 times the size of the Earth. Its year is about 12 of ours,

Saturn is about 750 times larger than the Earth. The year of Saturn is equal to about 30 of ours.

The planets are confined to a part of the sky, appearing to move through certain constellations or clusters of stars. Comets travel in all directions. It has been estimated that a man could bear on his shoulder the weight of some comets.

Several meteors or shooting stars may generally be seen every clear night, but twice, a year ; they are more numerous than usual, about 10th August and 13th November. Every 33⅓ years, they are seen in great showers. The meteors, which fall are called Meteor-ites. In the Paris Museum, there is a block of nearly

pure iron, weighing about 20 maunds, which fell from the sky. It has been thought, some comets are clouds of meteors.

We have seen that round the white-hot Sun cold or cooling solid bodies, called planets, revolve.

The Nebular hypothesis comes in, and shows us how prior to the Earth being in a fluid state, it existed, dissolved as a vast Nubula or swarm of meteorites—how this Nebula gradually contracted and condensed, the planets being formed one by one, and how the central position of the Nebula, condensed perhaps to the fluid state, exists at present, as the glorious heat-giving Sun.

All the planets, were once white-hot as the Sun or the distant stars.

এই সূর্য্য ব্যতীত ৫০ কোটী স্থির নক্ষত্রাবলী মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অধিক নিকটবর্ত্তী, তাহা ২৫ লক্ষ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত আছে এবং অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্ররাজি এত দূরে স্থিত আছে, যে আলোক যাহার গতির হার প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬, ৩০০ মাইল, তাহা আমাদের চক্ষে ঐ সকল নক্ষত্র হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে সহস্র সহস্র বৎসর কাটিয়া যায়।

দ্বাদশ শ্রেণীর দীপ্তিমান্ নক্ষত্র হইতে আলোক আসিয়া আমাদের চক্ষে পৌঁছিতে, ৩৫০০ বৎসর অতীত হয়!

বস্তুতঃ দ্বাদশ শ্রেণী অবধি আমাদের চক্ষে দ্রষ্টব্য ২ কোটী নক্ষত্র মধ্যে, অন্ততঃ ১ কোটী ৮০ লক্ষ নভোপ্রদেশে ছায়া পথের নিকট বিরাজ করিতেছে। সূর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, তাহার পরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

নিকটস্থ নক্ষত্রের বিষয় ধরিলে, আমরা জানিতে পারি, তথা হইতে এই পৃথিবীতে আলোক বা কিরণ পৌছিতে ৪ বৎসর, ৪ মাস অতিবাহিত হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর পর্য্যন্ত নক্ষত্র, অতি ক্ষীণভাবে আমাদের খালি চক্ষে দূরবীণের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টি গোচর হয়।

ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট দূরবীণের দ্বারা দেখিলে, ৫০ কোটি নক্ষত্রের ফটোগ্রাফ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নভঃপ্রদেশে কতিপয় থাক্ ছাড়া, থাক্ ছাড়া, মত স্থান দূরবীণে নক্ষত্র সমষ্টি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; কতকগুলি স্থানের মেঘবৎ ধুঁয়ার মত দৃশ্য কিছুতেই ঘুচে না, তাহাই ছায়া পথ বলিয়া কথিত হয়; সম্ভবতঃ ঐ সকল স্থানে নূতন নূতন নক্ষত্র গঠনের উপাদান ঐরূপ শিথিল অবস্থায় বিরাজ করিতেছে এবং তথায় নব নব নক্ষত্ররাজী কালক্রমে উদ্ভব হইবেক।

আমাদের ঐ যে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, উনিও নিষ্কলঙ্ক নহেন, কতকগুলি সূর্য্য কলঙ্ক বা সূর্য্যের দাগ কয়েক মাস ধরিয়া দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে—সেই বৃহৎ সূর্য্য কলঙ্ক যাহা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান্ হইয়াছিল, তাহা ১৮৯১ অব্দের ১৫ই নবেম্বর হইতে ১৮৯২ অব্দের ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল—তাহা মধ্যে মধ্যে এক পক্ষ অন্তর দেখা যাইত, ইহার কারণ সূর্য্য ঐ সময়ের মধ্যে নিজের দেহকে একবার আবর্ত্তন করিয়া লয়—কারণ সূর্য্যও তো পৃথিবীর ন্যায় এক মহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গড্ডলিকামত ঘূর্ণায়মান আছে! ফলতঃ এই বিশ্ব জগতে কেহই স্থিরভাবে বসিয়া নাই; কেবল সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্যতীত আর সকল সৃষ্ট জগৎই ঘূর্ণায়মান—কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর! সূর্য্যকলঙ্কসকল সকল সময়ে সমভাবে দৃষ্টি গোচর হয় না—প্রত্যেক ১১ বৎসর অন্তর, ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।

(আমি— এই গ্রন্থকার—১৮৯১ অব্দে শীতকালে বর্দ্ধমান জিলায় বাস-

স্থান—পল্লীগ্রামে মাঠে শৌচে গিয়া হঠাৎ ঐ সূর্য্য কলঙ্ক সদা উদিত সূর্য্য গাত্রে দেখিয়া, অত্যন্ত ভয়-চকিত হই—কারণ আমি সূর্য্যকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া জানিতাম—হঠাৎ ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যদর্শনে ১ বৎসর কাল বড়ই মনে উপসর্গ গ্রস্ত ছিলাম—তৎকালে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্বাদ পত্রে ঐ সূর্য্যকলঙ্ক কথা প্রকাশিত দেখি। আমি ঐ সূর্য্যকলঙ্ক প্রথম দিবসে পাখাযুক্ত চড়ুই পক্ষী মত বড় একটি কালোদাগের ন্যায় দেখিয়াছিলাম—১ দিন পরে উহা ১টি ভাঁটার মত সাদা চক্ষে দেখিয়াছিলাম, তৎপরে কয়েক মাস ধরিয়া উহাকে একটি ছোট কুলের মত গোলাকার কালো দাগ রূপে দেখিয়াছিলাম।)

আমাদের এই সূর্য্যের ৩০০টি গ্রহ আছে—তন্মধ্যে ৯টি গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

আমাদের পৃথিবীর তুল্য ১৩।১৪ লক্ষটি একত্র করিলে, তবে সূর্য্য তুল্য বৃহৎ হয়; আয়তনে সূর্য্যকে একটি বড় কমলা লেবু ধরিলে, পৃথিবী তাহার নিকট ১ গ্রেণ পরিমাণ বালুকণা তুল্য। সূর্য্য তাহার অধিকারস্থ সকল গ্রহ সমষ্টি অপেক্ষা ৫০০ গুণ বড়।

ইংরাজিতে প্ল্যানেট বা গ্রহ শব্দের অর্থ ভ্রমণকারী—গ্রহগণের গতির চালনা দৃষ্ট হয়—নক্ষত্রগণ প্রায় স্থির তুল্য আছে—তাহাদের গতি থাকিলেও আমরা ধরিতে পারি না। সূর্য্য পৃথিবীর মাতা তুল্য এবং চন্দ্রের মাতামহী তুল্য।

জুপিটার (বৃহস্পতি) সকল গ্রহের মধ্যে বৃহত্তম, ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ১৩০০ গুণ বৃহৎ; আমাদের বৎসর গণনা হিসাবে, বৃহস্পতির ১ বৎসরে আমাদের ১২ বৎসর লাগে।

স্যাটারণ (শনি গ্রহ) পৃথিবী অপেক্ষা ৭৫০ গুণ বৃহত্তর, আমাদের ৩০ বৎসরে শনি গ্রহের ১ বৎসর হয়।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়াম্ হার্শেল উরেণাস্ গ্রহ আবিষ্কার করেন—

ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ৭০ গুণ বড়, ইহার ৪টি চন্দ্র আছে,—আমাদের ৮৪ বৎসরে ইহার ১ বৎসর গণনা হয়।

গ্রহগণ নভোমণ্ডলের এক প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছে—উহারা কতক-গুলি নক্ষত্ররাজির নিকট দিয়া গতায়াত করে—তাহাদিগকে রাশিচক্র বলে। ধূমকেতু সকল আমাদের অজ্ঞাত নানা পথে ভ্রমণ করে।

প্রত্যেক পরিষ্কৃত, মেঘে অনাচ্ছন্ন রাত্রে, নভোমণ্ডলে উল্কা পতন দৃষ্ট হয়; বৎসরে ২ বার—১০ই আগষ্ট ও ১৩ই নবেম্বর—তাহাদের বর্ষণাধিক্য দৃষ্ট হয়! প্রত্যেক ৩৩⅓ বৎসর অন্তর তাহাদের বর্ষণ-প্রাচুর্য্য ঘটিয়া থাকে।

ফ্রান্সদেশের পারিস সহরে মিউজিয়ামে (যাদুঘরে) একখণ্ড বিশুদ্ধ লৌহময় উল্কা, ওজনে ২০ মণ সংরক্ষিত আছে, উহা আকাশ হইতে পতিত হইয়াছিল।

শ্বেত-উষ্ণ সূর্য্যের চারিপাশে, শীতলকায় গ্রহগণ কোথা হইতে আসিল? ইহা ভাবিতে গেলে, আমরা বুঝি, প্রথমে ধূমবৎ ঐ ছায়াপথের ন্যায় এই সূর্য্যের অধিকারস্থ প্রদেশ বর্ত্তমান ছিল, তথা হইতে কতক কতক অংশ ছিন্ন বিভিন্ন হইয়া, দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া—শীতলকায়, পৃথিবী আদি গ্রহ হইয়াছে—এবং মূলাশ্রয় কাণ্ড দেহটি ক্রমে ঘনীভূত হইয়া এক্ষণে ঐ তরল উষ্ণ, বাষ্পাকারময়, সূর্য্যাকারে প্রতিভাত হইতেছে। সকল গ্রহই এককালে শ্বেত-উষ্ণ সূর্য্যতুল্য বাসের অযোগ্য তাপবিকীর্ণকারী ছিল।

প্রথমে পৃথিবীর দ্রবময়ী তরল অবস্থা ভাবিতে গেলে, আমরা বুঝি—উহাতে প্রথমে অধিক পরিমাণে ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়াম্ বা সাধারণ লবণের বাষ্প অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল; তাহার উপর স্তরে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্, তদুপরি জলীয় বাষ্প, তদুপরি অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস্ বিদ্যমান ছিল।

বাষ্পময় পৃথিবী তাপ বিকীরণ করিতে করিতে, প্রথমে শৈত্য সংস্পর্শে,

বাষ্পাকার হইতে জলের ন্যায় তরলাকার হইল—ঐ তরলাবস্থা, অধিকতর শৈত্য সংস্রবে ক্রমে কতকটা কঠিন ভূপৃষ্ঠ, কতকাংশ উদ্ভিজ্জময় ও কতকটা লবণাক্ত সমুদ্র থাকিয়া গেল।

ঐ সোডিয়াম্‌ই সমুদ্র জল লোণা হওয়ার কারণ এবং কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্—উদ্ভিদের, জলীয় বাষ্প—জলের এবং অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন—বায়ুর উপাদান।

The principal of the observatory at Poona, saw with naked eye, in the year 1905, a sun-spot with Penumbra, measuring about 400 crores of square miles in the Southern Hemisphere of the Sun's disc.

পুণা জ্যোতিষাগারের অধ্যক্ষ, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে খালি চক্ষে ৪০০ কোটী বর্গ মাইল একটী সূর্য্য কলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন !!

সপ্তর্ষি মণ্ডলস্থ একটি যুগল তারকাকে সূর্য্য অপেক্ষা ১৮০০ গুণ বড় দেখা গিয়াছে ! এবং আমাদের সূর্য্যের স্থানে নক্ষত্রটিকে স্থাপন করাইলে, সূর্য্য অপেক্ষা ১৫০ গুণ আলোক, তাপ ও উজ্জ্বলতাময় হইবার সম্ভাবনা, জ্যোতির্ব্বিৎগণ স্থির করিয়াছেন !

When I consider the Heavens, the work of Thy fingers, the moon and the stars, which Thou hast ordained, what is man, that Thou art mindful of him ?

What then art thou ! O child of clay,
Amid Creation's grandeur, say !
E'en as an insect, on the breeze !
E'en as a dew-drop lost in seas !
Yet fear thou not ! The Sovereign Hand

Which spread the ocean and the land
And hung the rolling spheres in air
Hath e'en for thee, a Father's care!

হে ঈশ্বর, যখন আমি ভাবি, যে ঐ সকল নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্যাদি সাজ-সজ্জা, তোমারই অঙ্গুলি-বিন্যস্ত, তখন সামান্য মানবের ভাবনা কি তোমার মনে উদয় হয়? এই বলিয়া আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

হে মাটিরদেহ মানব! তুমি এই মহান্ সৃষ্টি রাজ্যে কতটুকু স্থান লইয়া আছ? বল, বল,—তুমি কি আপনাকে বায়ুর কীট, অথবা সমুদ্রে পতিত শিশির বিন্দু অপেক্ষা, অধিক গুরুত্বশালী বিবেচনা করিয়া থাক? তথাপি ভয় পাইওনা, ভয় পাইওনা—যে রাজ অধিরাজের হস্ত স্থলদেশ ও সমুদ্রকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি বায়ু মণ্ডলে অগণ্য নক্ষত্র-রাজিকে ঘূর্ণায়মান ও দোদুল্যমান্ রাখিয়াছেন—তিনি অবশ্যই তোমার উপর পিতৃতুল্য দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

মতামত (পাশ্চাত্য)।

Mr. Luther Burbank—the wizard of fruit and flowers (inventor of various new classes of the same) says—My theory of the laws and underlying principles of plant Creation, is in many respects, diametrically opposed to the theories of the Materialists, I am a sincere believer in a higher order than that of man. All my investigations have led me away from the idea of a dead, material universe, tossed about by various forces, to that of a

universe, which is absolutely all Force, life, soul, thought or whatever name, we may choose to call it. Every atom, molecule, plant, animal or planet, is only an aggregation of organised unit forces, held in place, by stronger forces, thus holding them for a time, latent, though teeming with inconceivable power. All life, on our planet, is, so to speak, just on the outer fringe of this infinite ocean of Force. The universe is not half dead, but all alive.

মিষ্টার লুথার বার্‌ব্যাঙ্ক নামক একজন আমেরিকান সাহেব বলেন—(যিনি ফলও ফুল লইয়া, তাহাদের গাছের নানা নূতন শ্রেণী উৎপন্ন করিয়া যাদুকরী কার্য্যে দ্বারা পৃথিবীর লোক-সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন)—"আমার বৃক্ষতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জড়বাদীদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী এই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে—যে মানবশক্তির অপেক্ষা অতি মহান্ শক্তি, এই জগতে কার্য্যকরী রহিয়াছে—প্রত্যেক অণু, পরমাণু, বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, উপগ্রহ, সর্ব্বত্র সেই শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে সকলকে ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছে—যাহা কিছু জীবনী শক্তি আমরা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি, তাহা এক মহা সমুদ্ররূপী জীবনী শক্তির বহিঃপ্রদেশস্থ ঊর্ম্মিমালা মাত্র—এই বিশ্বজগৎ তিল মাত্র স্থানেও মৃত দৃষ্ট হইলে, তথায় জীবনীশক্তি শূন্য নহে—পরন্তু ইহা সর্ব্বত্র ভোর্‌পুর্ জীবন্ময় !!

Mrs. Annie Besant says—Christ or the perfect man is the name of the state of mind and not any particular personality, as the Budhistic state. She adds—"Look unto thee, thou art Budha—till the Christ be formed in you."

এ্যানি বেশান্ত বলেন—খ্রীষ্ট অর্থাৎ আদর্শ মানব—ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে—ইহা মনেরই অবস্থান্তর প্রাপ্তির পরিচায়ক উপাধি মাত্র—যথা বুদ্ধদেব কথিত নির্ব্বাণ বা মুক্তির অবস্থা; তিনি আরও বলেন—"তুমি নিজের অন্তরাত্মা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তুমি উৎকর্ষতা গুণে, সময়ে সময়ে বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট চরিত্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ।"

Miss Lilian Edgar M.A. says—I have heard people say, with regard to the very teaching of Karma, when any difficulty or obstacle comes, "well, it is my Karma, I cannot do anything; I must just sit down." That is not Karma, there is something forgotten; it is only one side of it, our difficulties and obstacles of the present, are the result of our past; we all recognise that it is true that we cannot get away from them; every cause brings its effect; you cannot change your environments, which are built in a dozen or more of incarnations; also, it is true, that every thought of the present, is a new cause; it is true that you are building your Karma, now. It is the way through which we deal with the obstacles and difficulties, that build up our future Karma, in the way in which we do our work. There is also the Divinity of man. If I cause suffering to another then that suffering comes back to me. I have crushed another down under my feet, this is why the suffering comes down upon me, in order to teach me generosity. A beggar who divides his last little bit of food with another beggar

who is more hungry, is far nearer to wealth than the man who perhaps possesses lakhs of rupees and gives away a few thousands for Charity. Try to see exactly what the inner self wants, correcting every shortcoming. Environment is the outer expression of the inner growth. If we then look to the inner and try to direct the growth along the best lines, we shall be making Karma our servants, gradually melting ourselves in the finding of the Higher Ideal, that we have within us. We might fail in the eye of this world, but we could not really fail; the world misjudges us. Suppose, you are living in an island, added to that you know absolutely nothing of the way in which the water acts; you know nothing of the properties of water, how to make boats float, how to utilise the winds and currents. Then the sea is a bondage to you and you are imprisoned in the island. But directly you know how to deal with it, how to build ships and sail, how to utilise the currents in the ocean, you will find in the ocean, a help; you will travel more easily by that, than by the land. It is not easy to build railway on land over mountains and rivers; but everything is smooth in the open sea. In this simple illustration, we see, it is ignorance that binds us. Because we do not realise the Divinity within us, so the Karma apparently binds us.

Why do you keep your temples sacred and allow Hindu only to go into them, so that the vibrations may

be kept pure and no other vibrations may pollute it? It is simply an endeavour to keep the vibrations, purely spiritual, to let there be no enmity or antagonism. It is no use for you to go to your temples, unless you go there with thoughts of purity. With regard to image worship superstition comes as being closely related to it. I do not mean as regards God, that is worshiped. The really important thing is to surround the image with spiritual vibrations and spiritual magnetism —as the cord of a telephone helps vibrations of sound in being carried to a distant and definite point, so image helps spiritualism to be pushed forward to a definite point or ideal (i. e. Divinity.) Mind is consciousness in a substantial body; when a thought takes place, vibration is set up in that body and we transmit that vibration to an external physical Ideal body, so that it may be carried to a definite Ideal, unknown, inconceivable and distant.

মিস্ লিলিয়ান্ এড্‌গার এম্, এ, বলেন—লোকে কথায় কথায় আমার কর্ম্মদোষে অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে—বাস্তবিক "কর্ম্ম" কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত; অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের বোঝা আমাদিগকে বহন করিতেই হইবেক, তথাপি ইহা বুঝিতে হইবে, ইহ জন্মেও তো আমরা ভবিষ্যতের কর্ম্মফল নূতন কর্ম্ম, করিয়া প্রস্তুত করিতেছি; এই নূতন কর্ম্ম দ্বারা আমরা কি অতীত জন্মের কর্ম্মফলকে কথঞ্চিৎ খণ্ডন করিতে পারি না? অবশ্য পূর্ব্ব জন্মে ও ইহজন্মে যদি কাহাকেও কষ্ট দিয়া থাকি; সে কষ্টের ভার আমাদিগের আত্মার মঙ্গলার্থ শিক্ষা প্রদান

উপলক্ষে বহন করিতেই হইবেক ; একজন ভিক্ষুক তাহার সুবে মাত্র পুঁজি সামান্য আহার্য্য মাত্র যদি তাহার অপেক্ষা অধিক ক্ষুধার্ত্ত অন্য ভিক্ষুকের সহিত বণ্টন করিয়া খায়, তবে বুঝিতে হইবে সেই অভাবীর দান, লক্ষপতির প্রাচুর্য্য হইতে সহস্র মুদ্রা দান অপেক্ষা ভগবৎ চক্ষে অধিক প্রশংসনীয় ; সেই ব্যক্তির ঐ ধনী অপেক্ষা পর জন্মে ধনসম্পত্তিলাভে অধিকতর দাবি দাওয়া আছে। তোমার চিত্তের কোন্ কোন্ বিষয়ে অভাব, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির কর ও তাহা সংশোধন কর। আমরা ইচ্ছা করিলে চেষ্টা দ্বারা কর্ম্মফলকে সুপথে চালিত করিয়া তাহা হইতে বিষময় ফললাভ না করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইতে পারি ; ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ও ঐকান্তিকী যত্নচেষ্টা চাই—ঐকান্তিক অভাববোধ হইলে, বুদ্ধি ও চেষ্টার পথ আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। মনে কর, কর্ম্মফলে তুমি কোন দ্বীপে অবরুদ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছ—তুমি কি করিয়া উত্তাল তরঙ্গমালাময় ভীষণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে, ভাবিয়াই আকুল আছ ; এক্ষণে চেষ্টা ও চিন্তা করিতে করিতে তোমার এরূপ সহজ বুদ্ধি আসিতে পারে, যে কাষ্ঠ জলে ভাসে, আমি তো নৌকা প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রে পারি দিতে পারি—তোমার ঐ নৌকা প্রস্তুত হইলে, তুমি তো সমুদ্রকে নিজের দাস করিয়া ফেলিলে, ইচ্ছামত গমনাগমনের আর কোনও বাধা থাকিল না—স্থলপথে উচ্চনীচ পাহাড়ময় স্থান ভেদ করিয়া রেল স্থাপন পূর্ব্বক যাতায়াত অপেক্ষা ইহা তো সহজসাধ্য উপায় বাহির হইল। এমতে বুঝিতেছি, অজ্ঞতা আমাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ করিয়া রাখিয়াছে। যে কোন দুঃখের দশায় আমরা পতিত হই না কেন, আমাদের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে, সেই মঙ্গলময়ের রাজ্যে সকলই মঙ্গলপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হইবেক—অজ্ঞানতা বশে প্রাণ হাঁপামুরি করিয়া হতাশ হইয়া ঐ একক অবস্থায় ভীষণ, অজ্ঞাত সমুদ্র সলিলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিও না, মহানন্দে নৌকা প্রস্তুত করিয়া ঐ কারারুদ্ধ অবস্থার খণ্ডন করতঃ বিভুগুণ

গাইতে গাইতে সংসার সমুদ্রে পাড়ি দেও; দেখিবে, তোমার সকল বিপদ সকল কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়াছে।

দেবমন্দির সকলে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হিন্দু ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে—এই মাত্র কারণ যে, ঐ সকল স্থানে সদা সর্ব্বদা আধ্যাত্মিকতার ভাব ও সাত্ত্বিকতার জ্যোতিতরঙ্গ খেলিতেছে—অসাধু সমাগমে সেই ভাব তরঙ্গ বৈষম্যদোষে ভঙ্গ হইতে পারে।

আত্মার অধিকারস্থ মনরূপী সূক্ষ্মক্ষেত্রে কোন সু বা কু ভাব উৎপন্ন হইলে, তাহা দেহ যষ্টিকেও কাঁপাইয়া তুলে; যদি কোন উপাসনা, আত্মনিবেদন প্রভৃতি সুচিন্তা, সুভাব আমাদের মনে উদয় হয়, তখন তাহা আমরা কোন বহিঃপ্রদেশস্থ আধার রূপ দর্পণে ন্যস্ত করিয়া তাহার প্রতিফলিত জ্যোতিঃ দর্শনে তৃপ্তিলাভ করি; যেমন টেলিফোন যন্ত্রের তাররূপী আশ্রয় লাভ করিয়া, শব্দ সকলের স্পন্দন ক্রিয়া দূর, দূরান্তর প্রদেশে গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদের উপাসনাও ভগবৎগুণসমষ্টির জ্যোতির্যুক্ত মূর্ত্তির ধ্যান ধারণা সহ সম্পাদিত হইলে তাহা অতি দূরস্থিত সেই মহান্ ঈশ্বরের সমীপে প্রেরণের সুগমতা ঘটিয়া থাকে।

Chromatine, is according to some scientists, the primitive living substance that eventually got divided up into Adams and Eves, to say nothing of Julius Cœsars, Cleopat ras, Queen Besses, Martin Luthers, Nelsons, Wellingtons &c.

Why need we trouble about our origin? What is the good of speculating as to our original genesis? What does it matter, a molecule of what we were in the year 4004 B. C? Why can we not take the

philosophic view and look upon ourselves as what we are—mites in the cheese? And that to the superficial observer looks uncommonly like the earliest form of life. Decay develops life, as in the case of the mites. Certainly the origin of life was death.

There are six questions to be solved. What are we? Why are we here? Whence do we come? Whither do we go? Have we led any past? Shall we have any future?

The answers are as follows—(1) What are we? Life bound hand and foot. (2) Why are we here? To develop, (3) Whence do we come? We are the evil that has been cast out of a finished planet. (4) Whither do we go? The good will become a Christ (Budha or Narad)? The evil will be cast into a Nebulous system, (5) Have we any past? Not only have we been born, many times, in this world, but we have had a previous existence on another planet. (6) Shall we have any future? Christianity tells us that nothing can cease to exist; life, therefore, must upon leaving our carcase, find fresh combinations. These theories are interesting, especially the idea that we are passed along from planet to planet, which is a much more poetic conception of life than colloidal slime and that we come to earth to perfect ourselves or to be finally deposited into a nebulous system.

Civilisation has not brought the human race nearer to moral or physical perfection. The untutored savage is in his own way probably a far happier being than the greatest savant of the Twentieth century. Every succeeding age, sees the Earth more and more densely populated and the great struggle for life becomes even more fierce and more merciless as science places more weapons of attack in the hands of man. The Earth, that according to the sacred story, began, so far as the human race is concerned, as a paradise, is now encumbered with a thousand purgatories. When man was first placed on this planet, to develop, he was placed in an environment, that was a heaven on earth and now the earth is honey-combed with hells.

A man's ingress into the world
is naked and bare.
His progress through the world
is trouble and care.
And lastly his egress out of the world
is nobody knows where.
If we do well here, we shall do well there;
I can tell you no more, if
I preach a whole year.

It is not be presumed that the colloidal slime, that we were in the beginning, knew the joys and sorrows of life; though, of course, you never can tell. A

protoplasm, may have pains and pleasures, undreamt-of in our philosophy; but when we had advanced along the line of Evolution to the Ape period, when we were ourang outangs and beboons and chimpanzees and other types of the big Ape, we had become intelligent and subject to emotional stress. If we consider the existence of the Ape, before the coming of man, the free happy life of the great forest, can we honestly come to the conclusion that when we left off being Apes and became men and women, the change was to our advantage in the matter of our enjoyment of the brief span of life, allotted to us between the two eternities (past and future)? Have we not paid too great a price for being relieved of our tails?

Think of the millions of human beings, who are doomed to grief and pain, whose lives are one long stress of anxiety and say, if they would not have been far happier, as apes pelting each other with cocoa-nuts in the glorious tropical forests.

(*John Edwin.*)

বিচিত্র সম্বাদ !!

৩০ কোটী ভারতবাসীর ব্যাঙ্কে ৮২৫ কোটী টাকা মজুত আছে এবং ৪ কোটী ব্রিটনবাসী ইংরাজের তৎপ্রদেশে কেবল মাত্র ব্যাঙ্কেই ১৫০০ কোটী টাকা মজুত আছে।

ভারতে ৩৩ কোটী ইংরাজ প্রজার উপর বাৎসরিক ২ কোটী টাকা ইন্‌কাম্ টেক্স আদায় হয়—বিলাতে ঐ টেক্স ৪ কোটী লোকের উপর ৫০ কোটী টাকা আদায় হয়—ভারতে যে নিম্নতম বার্ষিক আয়, তাহা অপেক্ষা অধিক আয় না হইলে, তথায় লোকের উপর আয়কর ধৃত হয় না।

বিলাতে ১০ হাজার ধনী লোকের বাৎসরিক আয়—২০০ কোটী টাকা অর্থাৎ ৪ কোটী লোকসংখ্যার ব্রিটন দ্বীপে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা আয় আছে, এরূপ ১০ হাজার ধনী বিদ্যমান; ৭॥০ কোটী অধিবাসীর বাঙ্‌লায় কি ১০০এর অধিক ঐরূপ ধনী মিলে?

বিলাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় অনেক অধিক—যেমন আয়, তেমনি ব্যয়, একজন সামান্য ভদ্রগৃহস্থের আয় বার্ষিক ৩ হাজার টাকার কম হইলে চলে না।

বিলাতে কোন কোন বিখ্যাত গায়িকা এক সন্ধ্যা গান করিয়া—৭৫ হাজার টাকা পাইয়া থাকে।

সুইডেনদেশে উত্তরাংশে ফাল্গুণমাসে ৪ ঘণ্টা দিন ও ২০ ঘণ্টা রাত্রি হইয়া থাকে।

তুলনায় বোধোদয়! বিলাতে (Mansion House Fund) ম্যান্সন হাউস্ ফণ্ডে তথাকার লোকে ভারত দুর্ভিক্ষে ৬০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন—কিন্তু তৎকালে ট্রান্সভ্যাল যুদ্ধের ফণ্ডে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইউরোপীয়দিগের সাহায্যার্থে ২৬ কোটি টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল!

লণ্ডন সহরে প্রতি বৎসর ৩ কোটি টাকার ফুল বিক্রয় হয়!

বাইবেলের মতে পৃথিবীতে এই নূতন জীবস্রোতের কাল ৬ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে।

১৩০৯ সালে লণ্ডন সহরে এক স্থানে অগ্নি লাগিয়া ৩ কোটী টাকার মালমাত্র পুড়িয়াছে। ইংরাজি ১৯১১ সালে জানুয়ারি মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে একটি কারবার গৃহে অগ্নি লাগিয়া ৫৪ কোটী টাকার ক্ষতি হইয়াছে!

বিলাতের ডাক বিভাগে ১৮৭০ অব্দে একজন মহিলা মাত্র কাজ করিত, এক্ষণে এক লক্ষাধিক মহিলা কার্য্য করে।

যেরূপ একভাবে নির্ম্মিত তাড়িৎ যন্ত্র ব্যোম বা ইথার পরিচালিত শব্দ—প্রবাহ ধরিতে পারে; তদ্রূপ একই ভাবে গঠিত বা এক ভাবাপন্ন মস্তিষ্ক

অন্ত একটি তৎভাবাপন্ন মস্তিষ্কের চিন্তা প্রবাহ ধরিতে পারে—অর্থাৎ অন্তের চিন্তা পড়িতে পারে—ইংরাজিতে ইহাকে টেলিপ্যাথি বলে।

আসামে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারার্থ মিঃ রবার্ট নামক একজন ওয়েল্‌স্ বাসী ইংরাজ ২২॥০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন—স্বধর্ম্মে অনুরাগ ও বিশ্বাস থাকিলে তাহার প্রচারার্থ এরূপ দানশীলতা স্বাভাবিক।

---

৪ কোটী লোক সংখ্যার ইংলণ্ডের অধিবাসী প্রতি বৎসর ১২ কোটী টাকার চা সেবন করিয়া থাকেন, তথায় কেবল ইংলাণ্ডে ও ওয়েল্‌সে প্রতিবৎসর ১০০ কোটী টাকার মৎস্য বিক্রয় হয়; গ্রেট্ ব্রিটেনে ৪ কোটী লোকে প্রতি বৎসর মাথা পিছু ৬০৲, অর্থাৎ ২৫০ কোটী টাকার মদ্য খরচ করিয়া থাকেন।

৭॥০ কোটীর অধিবাসী বাঙ্‌লাদেশে প্রতিবৎসর গড়ে মাথাপিছু ২০৲র অধিক চাউল খরচ হয় না।

ইংলাণ্ডে অশিক্ষিত মজুরের তাঁতের কলে দৈনিকআয় ২॥০ টাকা এবং শিক্ষিত কারিগর দৈনিক ৪৲ হইতে ৬৲ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

ফ্রান্সের রাজধানী পারিস সহরে ২ হাজার ভাগ্য গণক (ফলিত জ্যোতিষি) বাৎসরিক ১২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে—কলিকাতা বাদ্ দিয়া বাঙ্‌লায় মফঃস্বলের ৬ হাজার উকিলের আয় কিরূপ হইয়া থাকে? অনুমান, প্রতি ১ শত জন মধ্যে এইরূপ বাৎসরিক আয় হয়—

১০জন বাৎসরিক ১২০০০৲, ১০জন ৬০০০৲, ২০জন ৩০০০৲,

২০জন ১০০০৲। ৪০জন (ক্যা ক্যা) বা বাৎসরিক ৫।৬ শত টাকা—অর্থাৎ ঐ ৬ হাজার উকিল বাৎসরিক ১৮০ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন*। (গ্রন্থকার)

গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইথার্ কণাসকল প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০ লক্ষ কোটীবার স্পন্দিত হইয়া যে আলোক উৎপন্ন করে, তাহাই আমাদের নিকট প্রাথমিক বর্ণ অর্থাৎ রক্তআলোক রূপে প্রতিভাত হয়।

খালি চক্ষে দুরবীনের সাহায্য না লইয়া আমরা কেবল ৬ হাজার মাত্র নক্ষত্র দেখিতে পাই—দুরবীণের সাহায্যে ১০ কোটী নক্ষত্র দেখা যায় এবং দুরবীণ ও ফটোগ্রাফ্ সাহায্যে ৬০ কোটীর পরিচয় পাওয়া যায়।

মাডাগাস্কার ও ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্রবক্ষে ১৬ হাজার দ্বীপ আছে তন্মধ্যে ৬০০ দ্বীপে লোক বাস করিতেছে।

---

৮ কোটীর অধিবাসী ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্এ ১৫ হাজার সম্বাদ পত্র আছে; তন্মধ্যে ২২০০ দৈনিক ও ১৩ হাজার সাপ্তাহিক পত্র আছে; মূলধনের সুদ ও সরঞ্জামিখরচা বাদে সুধুই সম্বাদ পত্র পরিচালনায় তথায় বাৎসরিক ৭২ কোটী টাকা লাভ হয়।

লণ্ডন সহরে, জলযোগের জন্য ১০ হাজার দোকান আছে; লণ্ডনে ৫০টি থিয়েটার আছে, ১৪ বৎসর তথায় বাস করিয়া জন্ ব্রাইট্ বলিয়াছিলেন, আমি লণ্ডনের কিছুই জানি না।

লণ্ডন সিটি মিউনিসিপালিটীর বাৎসরিক ২৪ কোটী টাকা আয়; উহার দেনার পরিমাণ ৬০ কোটী টাকা; কলিকাতা ও বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ১ কোটী টাকা।

ফ্রান্সবাসীরা বড় অশ্ব প্রিয়; পারিস সহরে প্রতি বৎসর মাংসভক্ষণার্থ ৩৬ হাজার অশ্ব হত্যা হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের ৪ কোটী লোকের কেবল খাদ্য ও মদ্যপানে বৎসরে ৯০০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে; অর্থাৎ মাথা পিছু ঐ বাবতে ২২৫৲ টাকা খরচ। ৩০ কোটী ভারতবাসীর বাৎসরিক ৯০০ কোটী টাকা আয় মাত্র অর্থাৎ মাথা পিছু আয় বাৎসরিক ৩০৲ টাকা মাত্র।

রাজা ও সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বিলাতে রাজ্যাভিষেক কালে, সুধু একজন কন্‌ভেণ্ট গার্ডেনের মালি ৪৫ হাজার টাকার গোলাপ ফুল যোগাইবার অর্ডার পাইয়াছিল; অবশ্য অন্যত্র অন্যান্য মালীর উপরও আরও ফুল যোগাইবার অর্ডার ছিল।

১৮৬৬—৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বৎসরে, কলিকাতার ১ টাকা মণ চাউলের দর ছিল; আজি কালি ৭৲ পর্য্যন্ত এক মণের মূল্য হয়— বজেট্ বক্তৃতা ১৯০৮ অব্দ।

ডাক্তার ডসন্ বর্ণস্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট-ব্রিটেনের লোকের মদ্যপানের খরচ ২৬৩½ কোটী টাকা।

Coal-tar is a veritable treasure-house. From Coal-tar, the stimulants of olfactory nerve (aromatic smell of musk, spicy scent &c.) are made now-a-days. From Coal-tar, sugar is made, wich is 600 times sweeter than ordinary sugar, i,e, one chatak to one maund of sugar-cane. Benzoic and salicylic acid are made from Coal-tar ; indigo, madder &c. are also made from it.

পাথরিয়াকয়লাজাত আলকাতরা ধনের খনিবিশেষ ; ইহা হইতে নানা সুগন্ধি দ্রব্য নিষ্কাসিত হইতেছে, ইহা হইতে এরূপ সুমিষ্ট চিনি প্রস্তুত হয় যে সাধারণ চিনি অপেক্ষা উহা ৬০০ গুণ অধিক মিষ্ট রসযুক্ত অর্থাৎ উহার ১ ছটাক পরিমাণ, সাধারণ চিনির ১ মনের সমতুল্য। এ ছাড়া, নীল রং ও নানাপ্রকার ঔষধ দ্রব্যও উহা হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

Fasting is a cleansing and resting process and it removes from the body through several channels all clogging and decaying matter, lying in the system for days and month . In America, sick persons have fasted several days for their serious illness and have got well. While breaking a fast one should be careful regarding the kind of nourishment he takes. In America, a clergyman fasted for eleven days and then gained 30 pounds in weight.

অনাহার বা উপবাস করিয়া থাকা, মহা ঔষধ—ইহা দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় এবং শরীরের যেখানে যেখানে নানারূপ ময়লা ও আবর্জ্জনাময় পদার্থ থাকে, তাহা সংশোধিত ও দূরীকৃত হইয়া থাকে।

আমেরিকায় কঠিন কঠিন পীড়ায় উপবাসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে—তথায় এক পাদরি সাহেব ১১টা উপবাস করিয়া ওজনে ১৫ সের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সএ তুলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হইয়া বৎসরে ১২. কোটী টাকার বিক্রয় হইয়া থাকে—ঐ তৈল হইতে উৎকৃষ্ট মাখন প্রস্তুত হইতেছে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্এ গৃহ-কার্য্যের জন্য ভৃত্য আহার ও বাসস্থান ছাড়া বাৎসরিক ৭৫০৲ বেতন পাইয়া থাকে, ইংলণ্ডে একজন কৃষিকার্য্যের মজুর মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে সাইক্লিন্ নামক ডার্ব্বিঘোঁড়দৌড়ে বিজয়ীঅশ্ব ৪৷৷০ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে—ইতি পূর্ব্বে ঐ ডার্ব্বিবিজয়ী ফ্লাইংফক্স নামক অশ্ব ৬ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

করাসী গভর্ণমেণ্টের ১৮০০ কোটী টাকা দেনা; রুশিয়া গভর্ণমেণ্টের ১ হাজার কোটী টাকা দেনা; গ্রেট্ব্রিটেনের ৯৫০ কোটী টাকা দেনা, ভারত গভর্ণমেণ্টের ৩০০ কোটী টাকা দেনা বা কোম্পানীর কাগজ আছে।

লণ্ডনের স্ফটিক রাজ প্রাসাদে ১ লক্ষ লোক ধরে, এত বড় গৃহ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

নিকোলা টেস্‌লা আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত; তাড়িৎ-বিজ্ঞানে

তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; তিনি বলেন, মেঘ রাজ্যের উর্দ্ধে ঘনীভূত তাড়িৎ বর্ত্তমান আছে, একদিন সেই তাড়িৎ জ্বলিয়া উঠিবে এবং পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া যাইবে ।

ফ্লেমারিও ফ্রান্সের একজন জ্যোতির্ব্বিদ্‌, তিনি বলেন ২৫ শতাব্দীতে বেইলা নামক প্রকাণ্ড ধূমকেতু পৃথিবীর উপর পড়িবে এবং পৃথিবী চূর্ণ হইবেক।

বিশ্রামের সময় আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রতি মিনিটে প্রায় ১৬ বার হয়।

মিষ্টার ক্লার্ক নামক এক জন আমেরিকান্‌ ধনকুবের নিউইয়র্ক সহরে ৪॥০ কোটী টাকা ব্যয়ে ১৪৬ কুঠরী বাসবাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন।

বিখ্যাত এণ্ড্রু কার্ণেজি নিউইয়র্ক সহরে ২½ কোটী টাকা ব্যয়ে বাস-বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন।

আগরার তাজমহল গঠনে ৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মোগল বাদসাহার ময়ূরতক্ত সিংহাসন তৈয়ারী করিতে ১০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রুশিয়ার মস্কৌ নগরে এক গির্জ্জা নির্ম্মাণে ৩ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে।

জাপানীরা রুশিয়ার সহিত যুদ্ধকালে স্বনির্ম্মিত ৩ খানি যুদ্ধ-জাহাজ, শত্রুহস্তে যাহাতে পতিত না হয়, এই বলিয়া ডুবাইয়া দিয়াছিল। এক খানির নাম নিয়াজ সাভারফ, এক খানির নাম ব্রোরোডিনো, এক খানির নাম আলেক্‌জাণ্ডার তৃতীয়—প্রত্যেক খানি নির্ম্মাণে ২½ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বিলাতের বিখ্যাত ডার্ব্বি ঘোড়দৌড়ে প্রতি বৎসর ৪॥০ কোটী টাকার হাত ফের্‌ হইয়া থাকে—অর্থাৎ কেহ বাজি রাখিয়া হারে, কেহ বাজি জিতে।

নিউইয়র্ক সহরে ৬ হাজার ধনী মহিলা, প্রতি বৎসর কেবল পোষাক পরিচ্ছদে ১২ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন; অর্থাৎ প্রত্যেকের গড়ে প্রতি বৎসর ২০ হাজার টাকার পোষাক লাগে। নিউইয়র্ক সহর ছাড়া, আমেরিকার চিকাগো, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি সহরে ঐরূপ ধনী মহিলা অনেক আছেন।

In America a moderate long sable coat, say 30 inches, would cost £ 6, 600 ; and a coat reaching to the ankles would cost £ 8,800. " well sell, this kind of sable coats, as fast as we get it ready " —says, the American seller of dresses.

আমেরিকায় একটি মাঝারি, লম্বায় ৩০ ইঞ্চি, কালো রংএর কোট ১ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে; এবং পাদগ্রন্থি অর্থাৎ পায়ের গাঁইট্‌ পর্য্যন্ত লম্বা কোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে!

আমেরিকান্ পোষাক বিক্রেতারা বলেন, এই সকল কোট তৈয়ারি হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বিক্রীত হইয়া যায়।

আমেরিকায় কালিফর্ণিয়া প্রদেশে সান্‌ফ্রান্সিস্কো সহরে, একজন রাজ মিস্ত্রির অধীনে গাঁথনির মসলাবাহক মজুর মাসিক ৪৫০৲ বেতন পাইয়া থাকে।

কালিফর্ণিয়া হইতে একজন বাঙ্গালী পত্রে লিখিয়াছেন, এদেশের শতকরা ৯৯ জন আম্র দেখে নাই, ৩৲ বা ১ ডলার দিয়া অনেকেই আম্র প্রদর্শনী কেবল মাত্র চক্ষে দেখিতে উৎসুক—ফলের ক্যানারিতে ইহারা কর্ম্মচারীদিগকে প্রত্যহ গড়ে ২ ডলার বা ৬৲ বেতন দিয়া থাকে—ঐরূপ বেতন দিয়াও ধনীদিগের শতকরা ৮০৲ লাভ হয়—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌এ ২০ হাজার ক্যানারীতে ৪০ লক্ষ লোক কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে—৪০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে একটিও ক্যানারি বা ফল-রক্ষার কারখানা ছিল না।

নিউইয়র্ক সহরে এক নাপিত ঘরভাড়া করিয়া ব্যবসায় চালায়, সে বৎসরে ১৫ হাজার টাকা ঘর ভাড়া দেয়।

ইংলণ্ডের ১৫ হাজার কয়েদীর ভরণ পোষণ জন্য বাৎসরিক ১॥০ কোটী টাকা অর্থাৎ মাথা পিছু ১ হাজার টাকা খরচ হয়!

বিখ্যাত স্বনামধন্য পুরুষ, দাতা চূড়ামণি ধনী কার্ণেজির বর্ত্তমান আয় বাৎসরিক ৩ কোটী টাকা; তিনি জীবনের প্রারম্ভে সামান্য ১৫।২০৲

বেতনের টেলিগ্রাফ্ পিয়নি কার্য্য হইতে জীবিকার্জ্জন আরম্ভ করিয়া এক্ষণে লৌহ ইস্পাতের কারবারে এত ধনী হইয়াছেন যে—তিনি এক্ষণে ৯০ কোটী টাকার অধিস্বামী ও আজ তক ৪৫ কোটী টাকা দান করিয়াছেন—তাঁহার বয়স এই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর।

রুসিয়া দেশে রেলী নামক এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে বলে, সে জীবনে কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে নাই—মৃত্যুর পর হিসাব করিয়া দেখা যায়, তাহার ইংরাজ ব্যাঙ্কে ৬ কোটী টাকা জমা আছে।

বিখ্যাত লৌহ ও কামান ব্যবসায়ী জার্ম্মান হার্ক্রুপের কন্যা বার্থাক্রুপ পিতৃ পরিত্যক্ত ৭৫ কোটী টাকার সম্পত্তির অধিকারিণী, সর্ব্বসমেত ৪০ হাজার মজুর তাঁহার অধীনে কাজ করে; ১॥০ লক্ষ লোক উদরান্নের জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করে।

মিষ্টার কার্ হার্ডি বিলাতের শ্রমজীবিদলের একজন বিখ্যাত পার্লামেণ্টের মেম্বর; ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ব্রিটন বাসীর মাথা পিছু বাৎসরিক ৪৫ পাউণ্ড বা ৬৭৫৲ আয়; ভারতবাসীর বাৎসরিক আয় ২৬ শিলিং বা ১৯॥০ টাকা; ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের লোকে প্রতি বৎসর মাথাপিছু ৪ পাউণ্ড বা ৬০৲র মদ্য পান করে।

ভারতের অদ্বিতীয় বলশালী কলির ভীম প্রফেসর রামমূর্ত্তির আহার-তালিকা—মধ্যাহ্নে এক পোয়া চাউলের ভাত ও ডাইল তরকারী আহার—

মাছ, মাংসে রুচি নাই—অল্প ঘি খান, দুধ খান না; প্রাতে ৯টার সময় ঠাণ্ডাই সরবৎ—ঐ সরবতের উপকরণ—বাদাম, মৌরী, গোলমরিচ, দুইটি ছোট এলাইচ, সব একত্রে ১ সের জলে রাত্রে ভিজানো থাকে, প্রভাতে ছাঁকিয়া পিশিয়া চিনির সহিত সরবৎ পান—ঐ সরবৎ পানের আধ্ ঘণ্টা পরে, খানিকটা মাখন আহার করেন—ইনি ওজনে ২॥০ মণ, অতুল বলশালী—লোহার শিকল ছিঁড়েন, বুকে হাতী দাঁড়ায়, এইরূপ কত শত আশ্চর্য্যশিক্তির পরিচয় দেন—ইনি বলেন, পরোপকারার্থম্ ইদং শরীরম্।—নাস্তি দানং বিদ্যা দানাং। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

As regards diet, he would only say the Indian system of exercises did not require that a man should eat a number of fowls and eggs or a jarful of milk or a seer of ghee daily. He himself took a very simple diet, consisting of dal, rice, vegetables &c. and he was of opinion that a simple course of diet would do to keep up health and vigour and the only thing that was required was to observe that one should not eat more than he can digest.

তিনি বলেন, ভারতবর্ষের ব্যায়ামপ্রণালী এরূপ যে ইহাতে বহু পরিমাণে মুর্গী, ডিম, দুগ্ধ বা ঘৃত খাইবার প্রয়োজন হয় না—তিনি নিজে অতি সাধারণ খাদ্য খাইয়া থাকেন,—দাইল, ভাত, তরকারী প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ—তাঁহার মত এই যে, ঐরূপ সাধারণ খাদ্যে বল ও শক্তি বেশ বজায় থাকে, তবে এইটি সকলের দ্রষ্টব্য যে কাহারও পরিপাক শক্তির অতিরিক্ত আহার করা উচিত নহে।

Children in France, are early taught to drink; little girl

pupils at school, are often so intoxicated as to be unable to do their lessons. A recent manifesto, by 68 medical men declared that the havoc wrought by alcohol, threatened the very existence of the French nation.

ফ্রান্সে বালক বালিকাগণ অল্প বয়স হইতেই মদ্যপান করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে ; ছোট ছোট বালিকা ছাত্রীরা এত মদ্য পান করে যে মাতাল হইয়া তাহারা পাঠ অভ্যাস করিতে পারে না। ৬৮ জন ফরাসী দেশীয় ডাক্তার সম্প্রতি এক মন্তব্য বাহির করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, ফ্রান্সে মদ্যের প্রচলন এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে অচিরে ফরাসী জাতি নিজের একটা স্বতন্ত্র জাতীয়তা বজায় রাখিতে অক্ষম হইবেক।

Mr. Stead, The Editor of Review of Reviews, says :— The American as well as English and French women are given over to the worship of appearances (dresses &c.). Nothing is really genuine about them, from their enthusiasms to the materials of their underskirts,. They are infected by a greed of notoriety, of publicity, of gadding. They must catch the eye and be talked of. It is idle to pretend that it is the husband always, who pay for their heavy bill for appearances.

রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক স্বনাম খ্যাত মিষ্টার ষ্টেড্ বলেন—আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রমণীগণ বেশ বিন্যাসেই মত্ত আছেন, তাঁহাদিগের ভিতর বাহির কুত্রাপি অকৃত্রিমতা দৃষ্টি গোচর হয় না—তাঁহাদিগের বাহ্যিক হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রদর্শন হইতে বাহির পোষাকের তলদেশস্থ

পরিচ্ছদের গঠনোপকরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রকৃত অকৃত্রিমতা কোন স্থানে নাই; তাঁহারা কিসে দশজনের নিকট পোষাক পরিচ্ছদে, কথাবার্ত্তা চাল-চলনে, বাহবা পাইবেন, তচ্চেষ্টায় কৃত্রিম হাবভাবের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত আছেন; তাঁহাদের যে সকল মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বত্র তাঁহাদের স্বামী মহাশয়গণের জ্ঞাতসারে বা সম্মতিক্রমে ক্রীত হয় না।

একজন সুন্দরী ললনা বলিতেছেন—Examine me very carefully, look into my features and study my form and carriage or you may be disappointed with your bargain and complain that you have not got your money's worth. Remember too, that an accident, an illness, at the best, the passage of a few years, may quite spoil my value, as a beautiful woman and reflect before I take you at your word.

Dawn—by Haggard.

'দেখিও', তুমি যে আমার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছ—"সাবধান হইয়া আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ কর—আমার যে ভাবভঙ্গীতে তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ,—মনে রাখিও,—একটি দৈব ঘটনা, একটি মাত্র ব্যাধি, অথবা যদি খুব সৌভাগ্যই থাকে, তবে ঐ সকল না ঘটিয়া, কেবল কয়েক বৎসর মাত্র বয়ঃবৃদ্ধিতেই, আমার সৌন্দর্য্য রাশির বিকৃত দশা ঘটিতে পারে—অতএব বুঝিয়া সুঝিয়া ধনী ও আভিজাত্য পুত্র তুমি, আমার মত অজ্ঞাত কুলশীল, দরিদ্রকন্যাকে সহধর্ম্মিণীত্বে গ্রহণ কর"।

ফ্রান্সদেশে অনেক মোটর গাড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তথায় ১৮৫০ খানি মাত্র ঐ যান প্রস্তুত হইয়াছিল—তাহার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা; ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তথা হইতে ৪॥০ কোটী টাকা মূল্যের মোটর যান বিদেশে রপ্তানি হইয়া বিক্রীত হইয়াছে—ঐ কারখানায় দৈনিক ৫৫ হাজার লোক দৈনিক ৩৲ হইতে ৬৲ উপার্জ্জন করিয়া থাকে; ফ্রান্সদেশে ২০ হাজার মোটর চালক মাসিক ১২০৲ হইতে ৩০০৲ পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকে এবং আরও ২৫ হাজার লোক ঐ মোটর যান সংক্রান্ত লাভজনক কারবারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মিঃ ষ্টেড্ ও মিঃ এষ্টর্—প্রথমোক্ত ব্যক্তি রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রিকার স্বনামখ্যাত নির্ভীক সম্পাদক, যিনি ট্রান্সভাল বিশ্রুত মিঃ সিসিল্ রোড্‌স্‌এর পক্ষ সমর্থন করিয়া লেখনী চালনা করিলে, তাঁহার উইল সূত্রে ১॥০ কোটী টাকা পাইতে পারিতেন, কিন্তু সে বিষয় তুচ্ছ করিয়া ন্যায় ও সত্যের পথে চলিয়াছিলেন—দ্বিতীয় ব্যক্তি, একজন বহু ক্রোড় টাকার অধিস্বামী—ইঁহারা দুইজনে অল্প দিন হইল—দুর্ঘটনা—টাইটান্ জাহাজ ডুবিবার কালে, জীবন-রক্ষক বোটে স্ত্রীলোক, বালক ও অপটুদিগকে আশ্রয় দিতে সহায়তা করিয়া ধীর, স্থিরভাবে, অবিচলিত চিত্তে, জাহাজের উপরে নিজ কামরায় জানু পাতিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে ঐ জাহাজ অতল জলে ডুবিলে, প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহারা অক্লেশে, নিজ নিজ জীবন রক্ষার্থ জাহাজের কাপ্তেনকে সর্ব্বাগ্রে জীবন বোটে আশ্রয় পাইবার জন্য ২০।৫০ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করিলেও, তাঁদাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিত না। ধন্য ইংরাজ হৃদয়! আপনারাই ধন্য! স্ত্রীবালকরক্ষা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, আমরা বুড়া হইয়াছি, আমাদের জীবন আর কত দিন এবং কিসের

জন্য, ইহা ভাবিয়া আপনারা যে দেহ ত্যাগ করিলেন—এরূপ দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় বা যোড়া—ইতিহাস, পুরাণ, কোথায় মিলে ?

টাইটানিক জাহাজে নিমজ্জিত উক্ত কর্ণেল্ জন্ জ্যাকব্ এষ্টরের পুত্র মিঃ ভিন্সেন্ট এষ্টর ২২ বৎসর বয়সে পিতৃ পরিত্যক্ত ১৯৷৷০ কোটী টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

Says, Mr. Stead, in the Review of Reviews, August, 1905,—During the period 1845 to 1904 (both years, included,) The United Kingdom (Great Britain) spent the stupendous sum of £ 7390,000000, on alcoholic drinks, a sum which would almost discharge our (The British) national debt, 10 times over, which represents approxinately $\frac{3}{5}$ths of the entire wealth of the United Kingdom today. In the last 40 years, we have actually spent more on intoxicants than would purchase all the houses, farms and railways, in the United Kingdom—a sum, which nearly equals the value of all the world's merchandise and to pay which, would take every penny of the income of the united income for the next 3½ years.

In the year 1899, per head expenditure on liquor was £ 4. 11s. 8d.

In 1904, it was £ 3. 19s.

বিলাতের বিখ্যাত সম্বাদ পত্র রিভিউ অব্ রিভিউ এর সম্পাদক মিঃ ষ্টেড্ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে বলেন—১৮৪৫ হইতে ১৯০৪ অব্দ পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরে, গ্রেট্ ব্রিটেন্ মদ্যপানে ১১ হাজার কোটী টাকা ব্যয়

করিয়াছেন—ঐ টাকাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টরাজস্ব দেনার ১০ গুণ পরিশোধ হইতে পারে এবং উহা সমস্ত ব্রিটন্ বাসীর বাৎসরিক আয়ের ১/৮ অংশ। গত ৪০ বৎসরে আমরা (ব্রিটন্ বাসী) মদ্যে এত টাকা খরচ করিয়াছি, যাহাতে গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত কারবারের গদি, ফার্ম্ম, দোকান ও সমস্ত রেলওয়ে খরিদ করিতে পারা যায় এবং ঐ টাকা পূরণ করিতে সমস্ত ব্রিটন্ বাসীর ৩½ বৎসরের আয় ফুরাইয়া যায়; ১৮৯৯ অব্দে মাথা পিছু ৪ পাউণ্ড, ১১ শিলিং, ৮ পেন্স্ মদ্য খরচ হইয়াছিল। ১৯০৪ অব্দে মাথা পিছু ৩ পাউণ্ড, ১৯ শিলিং অর্থাৎ ৬০৲র মদ্য খরচ হইয়াছে। ৪ কোটী লোক সংখ্যারও কিছু কম ব্রিটনবাসী—অথচ বাৎসরিক ২৪০ কোটী টাকা মদ্য খরচ!! বাঙ্লার ৭॥০ কোটী লোকের বাৎসরিক—মাথা পিছু ২০৲র ভাত খাইতে চাউল জুটে না!!

ব্যারিষ্টার সি, কে, সেন, বলেন—ব্যারিষ্টারি দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন হইলেও, উহাতে মানব প্রকৃতির কেবল মন্দ দিকটারি অধিক আলোচনা করার দরুণ, মানুষের মন যে কুটীল হইয়া যায়, তাহাকে যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়, বাহির হইতে ইহা বুঝিতে পারিয়া উহার চাকচিক্যে ভুলিয়া না যাওয়া, কম ক্ষমতার কথা নহে। বুদ্ধদেব ও উপনিষৎকারগণ অনেক স্থলে বলিয়াছেন, "যেমন মতি, তেমনি গতি" অর্থাৎ যে শ্রেণীর চিন্তা সর্ব্বদা জীবের মন অধিকার করিয়া থাকিবে—তদ্রূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাহাকে হইতেই হইবে। আইনের ব্যবসায়ে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যবহারা—জীবগণের দিবানিশি কেবল এই একমাত্র ধান্দা যে পরের জাল, ফেরেব্, খুন, জখম্ প্রভৃতি অতি জঘন্য কার্য্যগুলিকে কি ফিকিরে উড়াইয়া দিতে পারা যায়—নিজের ধারণার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে স্নধু টাকার খাতিরে, কপট বাক্-চাতুরী দ্বারা বিচারকের জ্ঞান হরণ করিয়া দোষীকে নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে এবং একজনের ন্যায্য দাবী উড়াইয়া অন্যকে সম্প ন্ন

করিতে চেষ্টা পাওয়া যে মানব সমাজের পক্ষে কি ভয়ানক বিপজ্জনক কার্য্য, তাহা নীতিপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রচার, দুই হাতে এই দুই অস্ত্র সহকারে, যাঁহারা প্রত্যহ সমর সাজে সজ্জিত হইয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যে ধীরে ধীরে সয়তানের কবলে গিয়া পতিত হইবেন, ইহা যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থির করিবার আবশ্যকতা নাই—পরন্তু এটা তো নিশ্চয় যে, একঘেয়ে রকমের চিন্তা ও কাজ করিতে করিতে অন্য কোন দিকের আদৌ বিকাশ হয় না; আইনের কাছে ষোল আনা আত্মবিক্রয় চাই, নচেৎ আইন কিছুই দেয় না; কথায় বলে "Law is a jealous mistress" আইন হিংসাদুষ্ট সপত্নী—সুতরাং অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে এক দম সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সদাসর্ব্বদা মোকদ্দমার সওয়াল জবাব ভাবিতে ভাবিতে, উকিল ভায়া শেষটা গুড্ ফর্ নথিং, অকর্ম্মণ্য নাচের পুতুল বিশেষ হইয়া পড়েন।

একজন বিলাতপ্রবাসীবাঙ্গালী পত্রে লিখিয়াছেন—

আজ্‌কে বল্‌ছি মুক্তকণ্ঠে, শাক, শুক্ত, মোচার ঘণ্টে
রুচি বেশী, খাচ্ছি বাসীমাংস দায়ে ঠেকে;
পাইনে, মেঠাই, মণ্ডা, প্যারা, সুধুই শুওর, গোরু, ভ্যাঁরা
পেট্‌টা ভরি শেষটা খানিক পুড্ডিং আর কেক্‌এ
পচা শুওর খেয়ে প্রাতে ছুটে গিয়ে, এঁটো হাতে
চিবুই একটু আমসত্ত্ব, তোমাদের দেওয়া!

Wonderful earnings—Mr. Andrew Carnegie (an American).

Erom a mere errand boy in an American office,

Mr Carnegie has risen to be the master of about 60 millions of pounds. At first Mr. Carnegie was appointed a messenger in the Pittsburgh Telegraph office. My only dread "Says Mr. Carnegie" was that I should some day be dismissed, because I did not know the city; for it is necessary that a messenger-boy should know all the firms and addresses of men, who are in the habit of receiving telegrams and I was a stranger at Pittsburgh. However I made up my mind that I should learn to repeat successively each business-house in the Principal Streets and was soon able to shut up my eyes and begin at one side of the Wood Street and called every firm successively to the top and then pass to the other side and called every firm to the bottom. Before long, I was able to do this with the business-streets generally.

Says, Mr. Carnegie—The best heritage of a man to boast of, is poverty. He adds—The greatest af all, Shakespeare was a wool-carder; the greatest of Scotland, Burns, was a ploughman; Watt was a hammer-man and Columbas was a dock-maker.

Mr. Carnegie's grand-father remarked—"I thank God that in my youth, I learned to make and mend shoes.

Mr. Carnegie first began his business with Rs. 30,000, as capital, which he received by the patent inventions of a friend, who used to call him Andie.

He is now 74 years old in 1912 and has given away in Charity about 50 crores of Rupees, being master of about 90 crores, now-a-days. He has endowed Rs. 3 crores, at a time for the education of the children of Pittsburgh.

অত্যাশ্চর্য্য উপার্জ্জন—আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্‌এ সামান্য টেলিগ্রাফপিয়নী কার্য্য করা হইতে আরম্ভ করিয়া মিষ্টার কার্ণেজি এক্ষণে ৯৪ কোটী টাকার অধিস্বামী হইয়াছেন। প্রথমে কার্ণেজি পিট্‌স্‌বর্গ টেলিগ্রাফ আফিসে বালক-পিয়ন রূপে নিযুক্ত হন; তিনি বলেন, তৎকালে সদা সর্ব্বদা আমার মনে বড় ভয় হইত, পাছে কোন দিন আমাকে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দেয়—কারণ আমি ঐ সহরে, বিদেশী লোক ছিলাম, রাস্তা, ঘাট, গলি, ঘুঁজি কিছুই জানিতাম না; আবার টেলিগ্রাফ পিয়নি কার্য্য করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে যাঁহারা সদা সর্ব্বদা টেলিগ্রাম পাইয়া থাকেন, সেই সকল ব্যক্তির ও কারবারগৃহের নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে জানার দরকার হয়। যাহা হউক, আমি একদিন মনে মনে স্থির করিলাম যে, যে কোন উপায়ে হউক আমাকে প্রত্যেক বড় বড় সদর রাস্তার দোকান ও কারবার গৃহের নাম পর্য্যায়ক্রমে মুখস্থ করিতে হইবেক—এমতে সর্ব্বপ্রথমে আমি উড্‌ষ্ট্রীটের দোকানগুলি চক্ষু বুঝিয়া এক, এক, করিয়া নীচে হইতে উপর দিকে ও উপর হইতে নীচের দিকে আসিতে আসিতে, যাতায়াত করিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম—এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত বড় রাস্তার দোকান গুলির পরিচয়, আমি নির্ণয় করিয়া লইলাম।

মিষ্টার কার্ণেজি বলেন—দরিদ্রতারূপ পিতৃ পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাওয়ার অপেক্ষা গৌরব করিবার অন্য কোন উৎকৃষ্টতম ধন আর নাই।"

তিনি বলেন—সকল মানুষের মধ্যে মহৎ যে সেক্স্‌পীয়ার, তিনি প্রথমে পশম আঁচড়ানো কাজ করিতেন; স্কট্‌লাণ্ডের মধ্যে সর্ব্ব মহান্ পুরুষ বার্ণস্,

প্রথম কৃষিকার্য্য করিতেন; মিষ্টার ওয়াট্ প্রথমে হাতুড়ি পিটাইতেন; কলম্বাস্ জাহাজ মেরামতি স্থানে কাজ করিতেন।

মিষ্টার কার্ণেজির পিতামহ বলেন—"জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, যে আমি যৌবনাবস্থায় জুতা প্রস্তুত করিতে ও জুতা মেরামত করিতে শিখিয়াছিলাম"।

মিষ্টার কার্ণেজি সর্ব্বপ্রথমে ৩০ হাজার টাকা মূলধন পাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করেন—ঐ টাকা তাঁহার এক বন্ধুর (যিনি তাঁহাকে 'এ্যাণ্ডি' বলিয়া আদর করিতেন) প্যাটেণ্ট আবিষ্কারের আয় হইতে পাইয়াছিলেন। মিষ্টার কার্ণেজির বয়স এক্ষণে (১৯১২ অব্দ) ৭৪ বৎসর; তিনি এতাবৎকাল ৫০ কোটী টাকা পর্য্যন্ত নানা রূপ দাতব্যে দান করিয়াছেন; তিনি ৯০ কোটী টাকার অধিপতি; তিনি পিটস্ বর্গে বালক বালিকাগণের শিক্ষাকার্য্যে এককালে ৩ কোটী টাকা দান করিয়াছেন।

Mr. Rockfeller—The millionare was the owner of some Turkeys, which he sold in a business-like fashion. To this day, says he, I enjoy the sight of a look of Turkeys and never miss an opportunity of studing them. At the age of 16 in 1855, he got his first job and he was engaged without a word of his pay, with his master. He started business with 2000 dollars (Rs. 6000) as earnings of his service. In 1856, Mr. Rockfeller was earning salary as clerk, at Rs. 75, per month. In 1870, he was worth Rs. 1½ Lakhs; in 1890, he was worth Rs. 3 crores. He was born in the year 1839.

বহু ক্রোড়পতি, ধনী শ্রেষ্ঠ রক্‌ফেলার—প্রথমে কতকগুলি টার্কি মুর্গী তাঁহার পুঁজি ছিল, তাহাই তিনি লাভের উপর বেচা কেনা করিতেন; তিনি বলেন এই বৃদ্ধ অবস্থাতেও আমি টার্কি কুক্কুট দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করি এবং তাহাদিগকে মাথায়-বিন্দু সাজাইবায় কাঁটা দিয়া সাজাইয়া কৌতুক করিতে কখনও ভুলি না। ১৮৫৫ অব্দে, ১৬ বৎসর বয়সে তিনি মুনিবের সহিত বেতনের কোনচুক্তি না করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি চাকুরী করিয়া যে ৬ হাজার টাকা জমাইয়া ছিলেন, তাহাতেই কারবারের মূলধন পত্তন করেন। ১৮৫৬ অব্দে রক্‌ফেলার মাসিক ৭৫৲ বেতনের কেরাণী ছিলেন; ১৮৭০ অব্দে তিনি ১॥০ লক্ষ টাকার অধিকারী হন; ১৮৯০ অব্দে তিনি ৩ কোটী টাকার মালিক হন।

১৮৩৯ অব্দে জন্ রক্ ফেলার জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহার বয়স এক্ষণে ৭৪ বৎসর; বাল্যকালে তিনি নিকটস্থ একখানি গ্রামের স্কুলে পড়িতে যাইতেন; বৎসরের মধ্যে কেবল ৩।৪ মাস তিনি এই স্কুলে গমন করিতেন; কাঠ চেলাকরিয়া, ঘোঁড়ার সেবা করিয়া, গাই দোহন করিয়া, বাগানের আগাছা উৎপাটিত করিয়া তিনি অবশিষ্ট কাল কাটাইতেন; অন্যান্য বালকদিগের সহিত তিনি বড় খেলা করিতেন না, অধিক কথা কহিতেন না; তাঁহার সমবয়স্ক এক বৃদ্ধ লোক এখন বলেন যে, "জন্ রক্‌ফেলার আমাদের খেলায় কখনও যোগ দিতেন না"। তিনি ১৬ বৎসর বয়স হইতে এইরূপ নিয়মে চলিতেন—"সুলভ মূল্যে ভাল দ্রব্য খরিদ করিতে চেষ্টা করিব, একটি পয়সাও বৃথা ব্যয় করিব না, টাকা উপার্জ্জন করিলে লোকে ধনবান হন না, টাকা সঞ্চয় করিলেই লোকে ধনবান্ হয়; টাকা সঞ্চয় করিয়া বিবেচনার সহিত খাটাইলে টাকাই আপনাআপনি আমাকে বড় মানুষ করিবে"।

বালক কাল হইতে রক্‌ফেলার ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত—বাল্যকাল

হইতে তিনি রীতিমত গির্জ্জায় যাইয়া উপাসনা করেন; রবিবার গির্জ্জার স্কুলে তিনি বালকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন—সম্প্রতি (১৯১২ অব্দে) বালকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বৃদ্ধ রক্‌ফেলার, একখানি পুরাতন খাতা আনিয়াছিলেন—বালকদিগকে খাতা খানি দেখাইয়া তিনি বলেন—"এই পুস্তকখানি আমার অতি প্রিয়, পৃথিবীর সমস্ত ধন পাইলেও আমি ইহা বিক্রয় করি না, যখন আমি ইহা পাঠ করি, তখন আমার চক্ষু অশ্রুজল পূর্ণ হইয়া যায়। ঐ খাতায় তিনি যখন ৫০৲ বেতন পাইতেন তখনকার প্রতিদিনের খরচ লিখিত আছে—বালকদিগকে ঐ খাতা শুনাইতে, পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে এক স্থানে তিনি বলেন, "ইস্, এই সময় আমি একটি বাজে খরচ করিয়াছিলাম, ৭।৷০ টাকা দিয়া এক জোড়া মূল্যবান্ দস্তানা কিনিয়াছিলাম—খাতা দেখিয়া আরও বলেন, দেখিতেছি এসময় আমি কিছু দানের কার্য্য করিয়াছি—খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার জন্য—/৫, ডাউনি নামক পাদরিকে—/৫, গির্জ্জার আসন ভাড়া—৩৲ ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। রক্‌ফেলার ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মুনিবের নিকট ২০০৲ বেতন প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রদানে সম্মত না হওয়ায়, তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন এবং মেটে তৈল হইতে কেরোসিন তৈল প্রস্তুতের কারবারে লিপ্ত হন; তিনি অংশীদার লইয়া প্রথমে ৩০ হাজার টাকা মূল ধনে ঐ কার্য্য আরম্ভ করেন।

রক্‌ফেলার ও তাঁহার অংশীদার কেরসিনের পিপে গুলি নিজে হাতে প্রস্তুত করিতেন—প্রথমে তাঁহারা নিজে মাথায় করিয়া তাহা গাড়ীতে বোঝাই দিতেন—কুলি, মজুর, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কাহাকেও কারবারের প্রথম অবস্থায় একটী পয়সা দিতেন না।

সম্প্রতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া কথিত এই জন্ রক্‌ফেলার ৭৪ বয়সে, ১৯১২ অব্দে—সাধারণ হিতার্থে এককালে ৩০ কোটী টাকা দান

করিয়াছেন—উহাতে ওলাউঠা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, নিদ্রাব্যাধি প্রভৃতি রোগের তত্ত্ব অনুসন্ধান এবং ঔষধ আবিষ্কারের পথ সুগম হইবেক। এক কালে ৩০ কোটী টাকা দান—ইহা ধারণার অতীত—এত টাকা ওজনে ৯০ হাজার মণেরও বেশী হয়! রকফেলার এই দানে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির একটু অংশ মাত্র ত্যাগ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এত ধনের অধিস্বামী হইয়াও রকফেলারের সুখ নাই; একে পুরুষ মানুষ, তাহাতে বৃদ্ধ—তাঁহার উত্তম পরিচ্ছদ, হীরা, মুক্তা, মাণিক্য পরিধানের সাধ নাই—ভাল মন্দ সামগ্রী খাইবেন, সে উপায়ও নাই; পরিপাক শক্তি একেবারে লোপ হইয়াছে; যৎসামান্য লঘু দ্রব্য ভোজন করিয়া তিনি কষ্টে কাল কাটাইতেছেন—ইহার উপর সর্ব্বদা দস্যুর ভয়; টাকা আদায় করিবার জন্য কখন তাঁহাকে বা তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে দস্যুরা ধরিয়া লইয়া যায়, সর্ব্বদা তাঁহার সেই ভয়—এজন্য অতি সাবধানে সর্ব্বদা প্রহরী বেষ্টিত হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে বাস করিতে হয়। আমেরিকায় সতত ঐরূপ দস্যুর উপদ্রব, বিদ্যমান। রকফেলার বড় মানুষের পুত্র নহেন, তাঁহার পিতামহ মদ খাইয়া বেড়াইতেন; তাঁহার পিতা এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। রকফেলার কেবল নিজের চেষ্টায় বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন।

The World famous adventuress.

CORA PEARL, THE WOMAN WHO HATED MANKIND.

In the palmy days of the Second Empire, France had no more notorious woman than she who called her-

self Cora Pearl. Her name was on every lip, her portrait in every photographer's shop.

Most people thought she was Parisienne born, for she spoke French fluently, and with the true Paris accent. As a matter of fact however, she was an English girl, of good old West Country stock, her father being none other than Frederick Crouch, the famous musician who composed Kathleen Mavourneen, and many other almost equally well-known and popular ballads.

Cora was the youngest of sixteen children, all of whom were devoted to music. In fact, the manygabled Devonshire mansion where the family resided was known far and wide as "The Musical Box."

Baby Cora added her little note of noise to the general racket. At the age of two, seated before her mother's ironing-board, she would rattle her fingers up and down in imitation of her father at the piano. By the time she was five she could both play and sing passably well. Soon afterwards she was sent to a convent in France to be educated.

AS INNOCENT AS A BABE.

She left at fifteen, and went to London to live with her grandmother. Exceedingly beautiful, possessing the figure and form of a mature woman, Cora was yet a babe in her knowledge of the world.

She knew no evil, nor thought any. The good nuns had cherished her carefully—too carefully, perhaps, as events turned out. In the case of a girl reared more roughly the well-nigh unthinkably awful adventure into which she was presently to be betrayed would, in all likelihood, have ended quite differently.

It happened through the carelessness of a domestic, who should have accompanied Cora to and from church on a Sunday evening, but who instead went off for a walk with her "young man."

Left alone the little girl set out to walk to her grandmother's house, her Prayer Book in her hand. On the way she was accosted by a man of thirty five or thereabouts, a man with all the outward appearance and manners of a gentleman.

Promising to buy her some cakes this well-dressed brute decoyed the unsuspecting child to a house of ill-repute where he betrayed and deserted her.

From that moment Cora Crouch henceforth to be known as Cora Pearl, hated all men, vowed to be revenged.

And right thoroughly did she keep her vow,

£800 A DAY TO SPEND.

Three years after we find her in Paris, the mistress of a Prince of the blood royal of France, who lavished

upon her in less than a year £230,000; say £800 a day. Another of her admirers, young Duval, the son and heir of the famous restauranteur, was even more generous or more foolish. In the short space of twenty months he actually gave her seventeen million francs, roughly about £680,000. i.e., 1 Crore and 2 Lakhs Rs.

She dismissed him with a wave of her hand when his money was all gone, and the wretched youth tried to commit suicide.

Her extravagance knew no bounds. She vied with royalty itself in the splendour of her entertainments. In fact, her magnificent mansion in the Rue de Chaillot was christened by her admirers Les Petits Tuileries. Here were kept never less than twelve riding-horses, besides carriage-horses and innumerable equipages.

Her diamonds, her dresses, were alike the envy and the despair of the great ladies of the Court of the Second Empire. Her apartments were always redolent of the perfume of rare flowers. In the winter at her suppers, she used to have the fruit brought to table embedded, instead of in moss, in Parma violets which had cost fifteen hundred francs. Her florist's bill from November to March used to average £6,000 a month; during the summer nearly half as much.

One evening after dinner, when coffee was being served, one of her gentlemen-guests accidentally broke

a liquor-glass. It was one of a set given her by the Emperor Napoleon himself, and was extremely valuable. The gentleman knew this, and appeared very much vexed with himself. Whereupon Cora, by "accident" apparently, but really on purpose, broke four others in order to put him at his case.

She had a bath cut from a solid block of pink marble specially quarried. The cost was £9,000. M. Gallois, the famous sculptor, was given a commission to model her in marble at a fee of £12,000. The result is to be seen in the Louvre to-day and experts consider it to be the most perfectly beautiful female figure in the world, excepting only the Venus of Milo.

One of her admirers wrote a deed of gift insuring her over £8,000 on the day of his marriage. A week before the wedding took place Cora tore up the deed and sent it to him with her best wishes.

When asked to explain her conduct, Cora replied; "I did it merely as an advertisement."

TO APPEAR AS CUPID IN OPERA.

She certainly got it. The affair became the talk of Paris. The directors of Les Bouffes Parisienne Theatre asked her to appear there as cupid in opera.

Cora eager for sensation consented. Instantly every seat was booked at fabulous prices. She played for

twelve nights to packed houses. Then occurred the affair of young Duval's attempted suicide. This caused a revulsion of feeling against her, and she was hissed off the stage.

The notoriety attaching to her owing to this incident had unpleasant consequences in other directions. For instance, being wishful to spend a short time in London, her courier engaged for her in advance the whole first floor of the Grosvenor Hotel

Yet, when she arrived there, accompanied by huge piles of luggage and a whole retinue of servants, she was refused admission, the hotel people having discovered her identity although she had registered, under an assumed name. Cora expostulated, stormed, but all in vain, and in the end her ducal chaperon had to engage for her a furnished house in Mayfair at a rent of £1,000 for five weeks.

She quickly became the talk of London as she had been of Paris. Her portrait was published broadcast, and copied by the Continental illustrated Press. As a result when she shortly afterwards visited Baden Baden, where she owned a chateau worth four hundred and fifty thousand francs, the gift of a noble and wealthy admirer, she was refused access to the gaming-tables.

She obtained the entry soon afterwards, being escorted to the rooms by a very exalted personage, whom no

one connected with the administration dared to offend. Novertheless, Cora was furiously angry, and she planned and carried out a very pretty revenge. She bought a number of little noisy crackers, and distributed them amongst her male admirers and friends. These, entering into the spirit of the "fun," made holes in their pockets, not for the purpose of more easily losing their money, but in order to be able to drop the crackers undetected.

CORA AS THE SOLDIERS FRIEND.

The result exceeded Cora's wildest expectations. The gambling-rooms were literally sown with the tiny bombs. All the evening long there were perpetual detonations. The noise was like that at an exhibition of fireworks. The croupiers were in despair, and eventually it became necessary to close the casino for that night.

The authorities, however, succeeded in tracing the affair to Cora, with the result that she was shortly afterwards ordered to quit Baden altogether—an unpleasant experience, but one which was destined to be repeated later on at Monte Carlo, Nice, Vichy, and Rome. Paris, however, still welcomed her, the affair of Duval having blown over—and she returned there, remaining until the war broke out.

The seige showed Cora in a new light. Paris was now full of wounded men, and her woman's heart was touched by their sufferings. She threw open her splendid mansion to them, practically converting it into a hospital, with herself in the role of a Sister of Mercy.

Everything was done at Cora's expense. The doctors had but to give orders, and they were at once carried out. She even paid the funeral expenses, for each day brought its contingent of dying or grievously injured men. Her fine linen sheets were utilised as shrouds. All her huge stock of beautiful lingerie was torn up into bandages and for dressings.

The soldiers worshipped her, and christened her La Lune Rousse (The Rosy Moon) in allusion to her round face and auburn hair. As for her, she spared herself no trouble on their, behalf, sitting up night after night with dangerous cases.

Incidentally, this terrible war proved to be the beginning of the end for Cora. True, her mansion, above which now floated the Red Cross flag of Geneva, was spared both by the Germans and the Communists.

DIED IN A PARIS SLUM.

But the Empire fell ; the Republic was proclaimed.

Paris was no longer the gay city it once was. She was forced to sell her jewels, her furs, her furniture.

Lower and lower she sank. Illness overtook her and she lost her good looks.

Towards the end, the woman whose beautiful brow had once been incircled with a parure of diamonds worth £40,000, who had spurined the embraces of a prince, was to be seen prowling hatless, in the biting wind through the back streets of the Latin Quarter, accosting all men, refusing none.

Death came to her as a merciful release. On July the 8th, 1886, she expired of cancer in a small, squalid room in a Paris slum. A pauper's funeral was to have been hers; but at the last moment a fashionable under-taker received an open cheque from some-one whose name has never been divulged and her funeral rites were conducted with some considerable amount of pomp, after all.

(*The Amritabazar daily, May 9, 1912*).

পৃথিবী বিশ্রুত, আশ্চর্য্য ভাগ্য বিপর্য্যয়গ্রস্ত রমণী কোরা পার্‌ল্‌! পুরুষ বিদ্বেষিণী!

ফ্রান্সের দ্বিতীয়বার সাম্রাজ্য অধিষ্ঠানের চরম উন্নতি কালে, তথায় কোরা পার্ল্‌ নাম্নী রমণী অপেক্ষা আর কোন রমণী খ্যাত নাম্নী ছিল না—তাহার নাম সকলের মুখে বিরাজ করিত, তাহার প্রতিকৃতি প্রত্যেক ফটোগ্রাফের দোকানে মিলিত।

অনেকে ভাবিত "কোরা" পারিসে জাত ফরাসী রমণী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে ইংরাজ রমণী ছিল—তাহার পিতার নাম ফ্রেডারিক্ ক্রোচ্ ছিল; কোরা তাহার পিতা মাতার ১৬টি সন্তান মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিল। ৫ বৎসর বয়সের পর, কোরার পিতা মাতা তাহাকে পারিসে এক স্ত্রী শিক্ষার মঠে শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, সে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া তাহার পিতামহীর সহিত বাস করিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছিল; পরমা সুন্দরী কোরা এই কালে সংসারের ছল চাতুরী কিছুই জানিত না; সে তাহার কখনও বিপদ ঘটিতে পারে, এ কথা ভাবিত না। মঠবাসিনী শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাকে অত্যন্ত চ'খে চ'খে রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সে কখনও দুঃখঝঞ্ঝাটে পড়িয়া সাংসারিক শিক্ষা পায় নাই। ঘটনাক্রমে এক দিন কোরা যখন রবিবার গির্জ্জা হইতে বাইবেল হস্তে তাহার পিতামহীর গৃহে ফিরিতেছিল, তখন তাহার সঙ্গের পরিচারিকা হঠাৎ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আলাপী পুরুষের সহিত বায়ু সেবনার্থ চলিয়া যাওয়ায়, কোরা পথিমধ্যে একাকী পড়িয়াছিল—এমতকালে ভদ্র বেশধারী ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে কিছু মিষ্ট দ্রব্য কেক্ কিনিয়া দিবে, এই ছলনায় তাহাকে বেশ্যা গৃহে লইয়া যায় এবং তথায় তাহার সতীত্ব হরণ করে।

ঐ দিন হইতে কোরা, কোরা পার্ল্ নামে অভিহিত হইয়া সকল পুরুষ জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং তাহাদের উপর প্রতিহিংসা তুলিতে চেষ্টা করিত।

ঐ ঘটনার ৩ বৎসর পরে, আমরা তাহাকে পারিস সহরে দেখিতে পাই, তথায় সে তৎকালে একজন ফরাসী রাজকুমারের উপপত্নীরূপে প্রথম লোক চক্ষে উপনীত হয়।

ঐ ব্যক্তি ১ বৎসর কাল ধরিয়া তাহার জন্য প্রত্যহ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করিত—তৎপরে তাহার আর এক স্তাবক, সেবক জুটিয়াছিল—তাহার নাম ডুবাল, সে একজন বিখ্যাত ক্রোড়পতি ভোজনালয়-স্বামীর পুত্র ছিল—সে কোরা পার্লকে ২০ মাস মধ্যেই ১৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক্ বা ১ কোটী ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিল; অর্থ ফুরাইয়া গেলে, সে ডুবালকে হাত নাড়িয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল—হতভাগ্য যুবক মনঃ ক্ষোভে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। কোরা পার্লের সুখ, ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, সে বড় বড় রাজার উপরেও টেক্কা দিয়া চলিত। নবেম্বর হইতে মার্চ্চ প্রতি মাসে সে ২০ হাজার টাকার ফুল ক্রয় করিত—অন্যান্য মাসে উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ফুল ক্রয় হইত!

এক দিন সন্ধ্যাকালে, যখন মধ্যাহ্নভোজনের পর অতিথি অভ্যাগত দিগকে কাফি পরিবেশন চলিতেছিল, তখন একজন অতিথি দৈবক্রমে একটী কাচের পানপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে সে ব্যক্তি বড়ই লজ্জিত হইতেছিল, কারণ সে জানিত উহা বহু মূল্যবান্ এবং স্বয়ং সম্রাট নেপোলিয়ান্ উহা কোরাকে উপহার দিয়াছিলেন—ঐ ভদ্র লোকটির ঐরূপ অপ্রতিভ হইবার অবস্থা কোরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আরও সেইরূপ ৪টী পান-পাত্র হঠাৎ যেন পড়িয়া গেল, এই ভান করিয়া নিজে ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং এইরূপ ভাঙ্গিয়া ঐ ভদ্র লোকটীকে ইঙ্গিতে বুঝাইল, যে ঐ একটী ভাঙ্গিয়া ফেলায়, অধিকারিণী কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ে, উৎকৃষ্ট মার্ব্বেল প্রস্তর খোদিত করিয়া 'কোরা'র স্নানাগার প্রস্তুত হইয়াছিল। ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে তাহার মার্ব্বেল মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা আজিও মিলোর ভিনাস্ মূর্ত্তি বাদ্ দিয়া ধরিলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালিনী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

কোরা পার্লের একজন স্তাবক বা উপাসক, নিজের বিবাহকালে তাহাকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিবে বলিয়া একখানি দান পত্র লিখিয়া দিয়াছিল—কোরা ঐ বিবাহের ৭ দিন পূর্ব্বে সে খানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ ব্যক্তিকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিল, এবং বলিয়া পাঠাইয়াছিল, তুমি বিবাহ করিয়া পরম সুখী হও, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

অতঃপর কোরার জীবন স্রোত অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। ফরাসি রাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়া পারিস সহর অবরুদ্ধ হইল; কোরা নিজের গৃহ, অর্থ, সামর্থ্য, সকলই বিপন্ন ও আহত সৈন্যদিগের সাহায্যার্থ, অকাতরে প্রদান করিতে লাগিল। এই সময়ে ফরাসি সাম্রাজ্যের পতন হইল, পারিস সহরের সে সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য এককালে তিরোহিত হইল; সাধারণতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হইল। কোরা বাধ্য হইয়া তাহার বিষয়, সম্পত্তি, আস্‌বাব সমস্ত বেচিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ সে দারিদ্রের নিম্নধাপে পৌছিল, ব্যাধিতে তাহার সৌন্দর্য্য রাশি বিলুপ্ত হইল। জীবনের শেষ দশায় "কোরা" যাহার ললাটপ্রদেশে ৬ লক্ষ টাকার হীরক খচিত শিরোভূষণ শোভা পাইত, যে রাজ পুত্রদিগের আলিঙ্গন পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিত—সে এক্ষণে মাথায় টুপিশূন্য অবস্থায়, দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পারিসের গলি ঘুঁজিতে প্রত্যেক নর নারীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া চলিত ফিরিত।

পরিশেষে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে, পারিস নগরীর প্রান্ত-

স্থিত এক অঘন্য গলিতে ক্যান্সার বা গল-ক্ষত রোগে কোরার জীবন বায়ু বহির্গত হইয়া তাহাকে শান্তি প্রদান করিল। নিরাশ্রয় লোকের সরকারী সাহায্যে যেরূপ দেহ সৎকারের ব্যবস্থা আছে, তাহাই তাহার ভাগ্যে ঘটিতে-ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বিশিষ্ট রূপ অর্থ প্রদান করায়, কোরার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কিঞ্চিৎ ধূম ধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

Who Were the Gurus of Jesus Christ.

A very important and interesting discovery has just been made by a Russian traveller, demonstrating beyond cavil, that it was from the Hindus of India and the Buddhists of Tibet that Christ received his religious instruction during the early period of his life, which has remained unknown to the world. The readers of the New Testament are aware that nothing is known of the early life of Christ. The different versions of the Gospel are significantly silent on this point. But now at last the mystery has been solved and the Christendom is confronted with the discovery that the Hindus and the Buddhists were the Gurus of the Son of God. And how was this discovery made? M. Notovitch, the Russian traveller in question, was travelling in Tibet nearly seven years ago. He was very hospitably received by the Lamas,—those holy men of plain living and high

thinking, who live regardless of self and solely for the good of others. M. Notovitch had the good fortune to discourse with the Lamas on a variety of subjects; and in the course of such discussions, one day he was informed by the Lamas that they knew the history of a prophet, named Issa, who came to Tibet from some Western country, and whose memory was venerated by them. They also narrated to the Russian traveller several incidents in the life of this prophet Issa, which aroused his suspicion that perhaps this prophet Issa was no other than Jesus Christ. To satisfy his curiosity, he requested the Lamas to tell him all they knew about the Prophet of the West; and was informed in reply that a Life of Issa in manuscript form existed and was preserved as sacred books in the monasteries of Ladak. This information excited his curiosity more than ever. He determined to go to Ladak with the object of having a sight of the manuscript. He found, however, there were considerable difficulties in the way. At Leh he learnt that a copy of the Life had undoubtedly existed, but not at Leh or Ladak, but at the monastery of Himis. He at once set out for Himis, where he was very hospitably received by the monks. The latter, however, flatly but firmly refused to grant M. Notovitch's request. The astute Russian tried to get their consent by giving them presents of a watch, a thermometer, and an alarm clock.

But the monks were inexhorable. In despair, the traveller left Himis; but before he had gone far, he broke his leg above the knee through an accident and had to be conveyed to Himis back. The monks took every care of him, and he stayed there for two days. During this time, the monks relented and showed him the manuscript in question,—two big volumes in card board covers, with leaves yellowed by the hands of Time. Here is a summary of the contents :—

"The Buddhist Version Of The Life Of Issa."

Issa was born in Israel. His parents were poor people belonging by birth "to a family of exalted piety which forgot its former greatness on earth to magnify the Creator and thank Him for the misfortunes with which He was pleased to try them." From his childhood he preached the One God. On coming of age at thirteen, instead of marrying, according to custom, he fled from his father's house and went with merchants to Sind. At fourteen he was living among the Aryas. Issa visited Juggernath, Rajagriha and Benares where he learnt to read and understand the Vedas. But one day he broke away from the Brahmins. He denied the divine origin of the Vedas, and the incarnation of Para-Brahma. In Vishma, the white priests threatened his life. He took

refuse with the Gowtamedas (Buddhists), learnt Pali and in six months was initiated into the mysteries of pure Buddhism. Then he went westward preaching against idols. In Persia, he opposed the religion of Zaroaster but he was persecuted by the Magicians, and fled. He was twentynine years of age when he returned to Judea and at once began to preach; but his popularity alarmed Pontius Pilate. The latter summoned priests and learned men to try Issa. This tribunal examined Issa, and pronounced him to be innocent. Issa continued to speak to the people, inculcating obedience to Caesar and respect for womankind, but the spies which Pilate had set to watch him sent disquieting reports on the enthusiasm of the multitude, and the Governor fearing a mutiny caused Issa to be imprisoned, tortured, and tried before Sanhedrin with two thieves. False witnesses were bribed this time. The Governor then called the witness who, at the bidding of his master, Pilate, had betrayed Issa. This man came and, speaking to Issa, said, "Did you not claim to be the King of Israel when you said that the Lord of Heaven had sent you to prepare his people?" And Issa having blessed him said; "You shall be forgiven because what you say does not come from the heart." And turning to the Governor, Issa said; "Why humble your pride and teach your inferiors to live in falsehood since even without that you are able to condemn an inno-

cent man ?" At these words the Governor fell into a rage, and ordered the death of Issa, while he discharged the two thieves. The Judges having deliberated said to Pilate, "We will not take upon ourselves the great sin of condemning an innocent man and of absolving the thieves, a thing contrary to our laws. Do therefore as you please. Having thus spoken the priest and wise men went out and washed their hands in a holy vessel, saying, "We are innocent of the death of a just man." Issa and the two thieves were crucified, but on the third day Issa's sepulchre was found open and empty.

It will be seen that the version is in substantial agreement with the version given in the New Testament. Christ was then at first a disciple of the Hindus and latterly of the Buddhist. This discovery is fatal to the Divine origin of Christianity. It supplies the missing history of the early life of the Redeemer.

Indian Empire—July, 1912.
Amrita Bazar, daily,—August, 1,1912.

বাঙ্‌লা অনুবাদ।

যীশু খ্রীষ্টের গুরু কে? একজন রুশীয় পরিব্রাজক দেশ পর্য্যটন দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে যীশু, ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধ দিগের নিকট হইতেই ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাইবেলে যীশুর জন্ম বা বাল্যাবস্থার কথা কিছুই খোলসা নাই, সে সমস্ত কুজ্ঝটিকা পরিপূর্ণ।

ম্যাক্ নটোভিচ্ নামক রুসিয়ান্ পরিব্রাজক ৭ বৎসর পূর্ব্বে তিব্বৎ প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন—তথায় লামাগণ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের সহিত নানা কথা বার্ত্তা উপলক্ষে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা একজন পাশ্চাত্য সাধুর বিষয় জানেন, যাঁহার নাম ঈশা ছিল, তাঁহাকে তাঁহারা সম্মান ও ভক্তি করিতেন। ইহাদিগের নিকট তিনি জানিতে পারেন লাডক্ নামক স্থানে ঈশার জীবনচরিত গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে—কিন্তু "লে" নামক স্থানে ঐ পরিব্রাজক জানিতে পারেন, যে ঐ জীবনচরিত "হিমিস্" নামক স্থানে মঠে রক্ষিত আছে। তথায় বহুকষ্টে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখিতে পান—সেই গ্রন্থের মর্ম্ম এইরূপ—ঈশা ইস্রেইল প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা মাতা ঈশ্বর-সেবক, অতি দরিদ্র ছিলেন; ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দেশাচার মত বিবাহ না করিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন এবং সদাগর দিগের সহিত সিন্ধু প্রদেশে যান; তিনি জগন্নাথ, রাজগৃহ, বেনারস, সর্ব্বত্র গিয়াছিলেন। তিনি বেদ ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া অস্বীকার করিতেন এবং পরব্রহ্মের অবতার অসম্ভব বলিতেন।

হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় লন, তৎপরে পশ্চিমাভিমুখে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেশ ত্যাগ করেন। পারস্য দেশে, তিনি জোরোয়াষ্টারের ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি জুডি প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন; তাঁহাকে লোকপ্রিয় দেখিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা পন্টিয়াস্ পাইলেট্ সন্দেহ যুক্ত হয় এবং অতি নৃশংস ভাবে, অন্যায় রূপে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে।

A Remarkable Materialisation.

Culled from The Bengali daily,—July 18, 1905.

A letter written by Mr. N. N. Ghosh, Barrister and Principial, Metropolitan Institution, Calcutta, to the news-paper "Light" in England.

Mr. Hari Mohan Bannerji, is an educated Bengalee gentleman, whose home is at 1, Panchanantota Lane, Calcutta. For sometimes past, he has been living in Cossipur, in the Suburbs of Calcutta, where he is employed as tutor to a son of a well-known wealthy gentleman, Kumar Sarat Chandra Singh. He is only occasionally able to visit his home. He had made an astrological calculation, to the effect, that his eldest son Niranjan was likely to die in or about April last. A prediction to the like effect, existed in the horoscope of the boy, made by a professional astrologer. Mr. Bannerji, therefore had asked his wife to be specially careful about the boy and in particular, not to let him go out of town; for according to the calculation, death was likely to take place in a strange place. Early in April, information, came to Mr. Bannerji's home, that his son-in-law was suffering from a severe illness, in Mayurbhanj, a pretty long distance from Calcutta and that some body was wanted to go to him, at once. Niranjan, a strong, healthy young man, about 19 years of age, at once, offered to go. His

mother would on no account, let him go. His sister was naturally anxious and impatient, the illness being her husband's and she wanted to go herself, if somebody would only accompany her. Niranjan insisted on going himself and said it was not necessary for his sister to go. He laughed at the superstitions, fears of his parents and left for Mayurbhanj, accompanied by his cousin, Rash Behary Bannerjee. At Mayurbhanj, he rendered every service to his ailing brother-in-law but in consequence of privations and other inconveniences, he was taken ill. He neglected himself and the disease developed into cholera ; neither treatment nor nursing of the proper sort, was available and the young man, after heroic work and suffering, died on April 13th, at 4 p.m. at Mayurbhunj. Almost immediately afterwards, Niranjan was seen by his maternal aunt, a married lady, living at Jora-sanko, Calcutta. He appeared in her house and said to her "Will you not come to our house ? The Anna-Purna Puja is going on." She said, yes, I will go at once, if a gharry (cab) is brought. Niranjan answered "I will go and get a gharry" and he then left the place. This conversation was held in the presence of a female servant and a boy of 14 or 15 years of age. The lady had no notion that Niranjan was dead and was not even aware that he had left town. The news of his death, was not broached to her, till several days, after the event. A few

minutes, after the conversation, a younger brother of Niranjan's came to the lady and wanted to take her to his house, as the Puja was going on and he offered to get a gharry. The lady answered "Niranjan has already come and has gone out, to fetch a gharry."

His brother said that could not be, because Niranjan was out of town. The lady could not disbelieve her eyes and her account was confirmed by the female servant and the boy previously referred to. The boy was positive about the very stables to which Niranjan had gone and he accompanied Niranjan's brother, there. Niranjan, of course, was not to be found. At 4 p.m., it is always daylight, in this part of the world.

After Niranjan's death, his cousin and companion, Rash Behari left Mayurbhanj, for Calcutta. When the day broke, in the railway train, he was roused from sleep by Niranjan shaking him. He opened his eyes and saw Niranjan, "How are you here? You are dead," asked the bewildered youth. Niranjan answered—"Will you not come out for a walk with me?" Rash Behari declined the pleasure; Niranjan repeated "come, let us have walk in the woods." His cousin did not feel himself equal to the adventure and positively refused. Niranjan was then no more to be seen. I need hardly add that when Niranjan's brother went to his aunt, the news of his death, had not reached any body in Calcutta.

The entire account has been given by Mr. Hari Mohun Bannerji, who is satisfied after careful inquiry of its accuracy.* It is not an affair, he can lightly talk about.

N. N. Ghosh
The Indian Nation Office,
Calcutta, May 11th, 1905.

অত্যাশ্চর্য্য, প্রেতাত্মার মূর্ত্তি ধারণ !!!

দৈনিক বেঙ্গলী, ১৮ই জুলাই, ১৯০৫ হইতে উদ্ধৃত এবং এই তথ্য বিলাতের লাইট্ নামক মাসিক পত্রে ১০ জুন, ১৯০৫, প্রকাশিত—মিষ্টার এন্, এন্, ঘোষ নামক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও "ইণ্ডিয়ান নেশন" সম্বাদ পত্রের সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রেরিত।

•মিষ্টার হরিমোহন ব্যানার্জ্জি একজন শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক, তাঁহার বাস স্থান ১নং পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা। কিছু কাল ধরিয়া তিনি একাকী কলিকাতার সুবার্ব্ব কাশীপুরে কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ নামক এক ধনী ব্যক্তির পুত্রের শিক্ষক রূপে বাস করিতেছিলেন; তথা হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বাড়ী দেখিতে আসিতেন; তিনি নিজে জ্যোতিষ গণনায় বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরঞ্জনের গত এপ্রেল মাসে মৃত্যু সম্ভাবনা আছে—একজন ব্যবসায়ী কোষ্ঠী লেখকও তাঁহার পুত্রের ঐ সময়ে মৃত্যু কোষ্ঠীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্ম মিষ্টার ব্যানার্জ্জি তাঁহার পত্নীকে পুত্রের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন এবং তাহাকে

যাহাতে কলিকাতার বাহিরে কোথাও যাইতে না দেওয়া হয়, তজ্জন্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বলিয়া রাখিয়াছিলেন; কারণ ঐ জ্যোতিষ গণনামতে অপরিচিত প্রদেশে মৃত্যু ঘটিবেক, ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। গত এপ্রেল মাসের প্রথম ভাগে, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে কলিকাতায় খপর আসিল যে, তাঁহার জামাতা ময়ূরভঞ্জে কঠিন পীড়ায় শয্যাগত আছেন এবং তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষার জন্ত তথায় কাহারও তৎক্ষণাৎ যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার সবলকায়, সুস্থ শরীর, ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র এই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যাইতে চাহিল, কিন্তু তাহার মাতা কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিলেন না; তাহার ভগ্নী স্বভাবতঃ অত্যন্ত চিন্তিতা ও অধীরা হইয়া পড়িলেন; তিনি কাহারও সঙ্গ পাইলে নিজেই তথায় যাইবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নিরঞ্জন পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "আমি যাইব, আমার দিদির যাইবার প্রয়োজন নাই, স্ত্রীলোক কোথায় যাইবেক?" সে তাহার পিতা মাতার কুসংস্কারজনিত নিজ মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় শুনিয়া হাঁসিয়া উঠিল এবং তাহার নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতা রাসবিহারী বন্দোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া ময়ূরভঞ্জ রওনা হইল। তথায় পৌঁছিয়া সে যথাসাধ্য যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগী সেই ভগ্নিপতির সেবা শুশ্রূষা করিল; কিন্তু নিজের শরীরে খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম ও রাত্রি জাগরণের ক্লেশ প্রভৃতি ঘটায়, সে পীড়িত হইয়া পড়িল—সে নিজের রোগে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তাহার ব্যাধি কলেরায় পরিণত হইল, সেখানে সে উপযুক্ত রূপ শুশ্রূষা বা চিকিৎসা পাইল না—ঐ যুবা পুরুষ পরসেবা কার্য্যে ও নিজের রোগে কষ্ট সহ্য করিয়া ১৩ই এপ্রেল বৈকালে দেহত্যাগ করিল; মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরেই, নিরঞ্জনের মাসীমাতা তাহাকে কলিকাতায় যোড়া সাঁকোর নিজ বাড়ীতে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন—নিরঞ্জন সেই দিন বৈকালে ৪টায় আসিয়া তাহার মাসী মাতাকে বলিল, তুমি কি

আমাদের বাড়ী যাইবে না? অন্নপূর্ণা পূজা হইতেছে ? তাহার মাসী মাতা বলিলেন, "হাঁ, আমি যাইব, বই কি? একখানি গাড়ী আনিলে আমি এখনই যাইব"; তখন নিরঞ্জন উত্তর করিল—"আমি যাই, একখানা গাড়ী ডেকে আনি গে"—এই বলিয়া সে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল—এই সকল কথাবার্ত্তা একটী চাকরাণী ও একটী ১৪।১৫ বৎসরের বালকের সাক্ষাতে হইয়াছিল; ঐ মাসী মাতা জানিতেন না যে নিরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং সে যে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে, তাহাও তিনি জানিতেন না; এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে, নিরঞ্জনের মৃত্যু সম্বাদ, তাঁহাকে শুনানো হইয়াছিল। নিরঞ্জনের সহিত ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক মিনিট পরেই, তাহার ছোট ভাই তাহার মাসীমাতাকে নিজেদের বাড়ী লইয়া যাইতে আসিল; পূজা হইতেছে, যাইতে হইবে, বলিয়া, সে একখানি গাড়ী ডাকিতে যাইতে চাহিল—তখন তাহার মাসীমাতা বলিলেন, "তোমার পূর্ব্বেই নিরঞ্জন আসিয়াছে, সে গাড়ী ডাকিতে গিয়াছে"; তখন নিরঞ্জনের ভ্রাতা বলিল, "সে কেমন কথা? দাদা তো কলিকাতায় নাই, ময়ূরভঞ্জ গিয়াছেন"; তখন তাহাদের মাসী মাতা বলিলেন "আমি স্বচক্ষে নিরঞ্জনকে দেখিয়াছি এবং এই চাকরাণী ও বালকটিও দেখিয়াছে"; ঐ বালকটি বলিল যে, কেন, তিনি যে ঐ আস্তাবলের দিকে গাড়ী আনিতে গেলেন, এই বলিয়া সে নিরঞ্জনের ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া আস্তাবলের দিকে গেল, কিন্তু কোথাও তাহারা নিরঞ্জনকে খুঁজিয়া পাইল না। বৈকাল ৪টার সময় ভারতবর্ষে আমাদের দেশে দিবসের রৌদ্র থাকে—তাহাতে আবার এপ্রেল বা চৈত্র মাস।

এ দিকে নিরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাহার ভাই ও সঙ্গী রাসবিহারী ময়ূরভঞ্জ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা রওনা হইল। রেলওয়ে গাড়ীতে যখন সূর্য্যোদয় মাত্র হইয়াছে, তখন সে দেখিল, নিরঞ্জন তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া

উঠাইয়াছে, তখন সে নিরঞ্জনকে দেখিয়া ভ্যাবা চাকা খাইয়া বলিল, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে? তুমি যে মরিয়া গিয়াছ?" তখন নিরঞ্জন উত্তর করিল "তুমি কি আমার সহিত একবার বেড়াইতে যাইবে না?" রাসবিহারী উত্তর করিল "না, আমি যাইব না"; নিরঞ্জন পুনরায় বলিল "এস, আমরা উভয়ে ঐ বনে বেড়াইয়া আসি"; কিন্তু রাসবিহারীর তাহাতে সাহসে কুলাইল না, সে দৃঢ়তার সহিত যাইতে অস্বীকার করিল—তৎপরে নিরঞ্জনকে আর দেখা যায় নাই। আমার এখানে বলাই বাহুল্য যে যখন নিরঞ্জনের ভ্রাতা তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছিল, তখন কলিকাতায় কোন ব্যক্তিই তাহার মৃত্যু সম্বাদ পায় নাই; এই সমস্ত বৃত্তান্তটি মিষ্টার হরিমোহন বন্দোপাধ্যায় নিজে ইহার তথ্যাতথ্য বিশেষরূপে জানিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার পুত্রের মৃত্যু কথা, তামাসা বা মজামারা কথা নহে, যে উপহাস বা কল্পনা করিয়া তিনি এ কথা প্রচার করিবেন।

এন্, এন্, ঘোষ,
ইণ্ডিয়ান নেশন আপিষ, কলিকাতা ১১ই মে, ১৯০৫।

নানা—কথা।

(জাপান ম্যাগাজিন্)

বাড়ীতে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য প্রবেশ করিবার কোন পথ নাই; মানুষের নিমন্ত্রণেই তাহারা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়; দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকা মূর্খেরই শোভা পায়।

দিন রাত্ কাজ করিবে ; ধনী দরিদ্র সকলেরই নিজ নিজ কাজ আছে ; মোরগ সময় বলিয়া দেয় ; কুকুর বাড়ীর পাহারা দেয় ; বিড়াল ইঁদুর ধরে ; মাছ জলাশয়ের থুঁতু, গয়ের, বিষ্ঠা খাইয়া জলের পবিত্রতা রক্ষা করে।

৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ সচ্ছন্দে কাটানোর বিশেষ কোনো মূল্য নাই ; বরং অল্প বয়সে কষ্ট পাইয়া, বৃদ্ধ বয়সে শান্তি ভোগ করা ভাল।

যাহারা সফলতা লাভ করিয়াছে এবং যাহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছে, উভয়ের নিকটেই শিক্ষা লাভ কর ; অকৃতকার্য্য যাহারা হইয়াছে, তাহারাও আমাদের শিক্ষক।

যস্মৈ দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবম্
বুদ্ধিং তস্য অপকর্ষন্তি বিপরীতানি পশ্যতি,
বুদ্ধৌ কলুষ ভূতানাং বিনাশে সমুপস্থিতে
অনয়ো নয় সঙ্কাশো হৃদয়াৎ ন অপসর্পতি
অনর্থাশ্চ অর্থরূপেণ অর্থাশ্চ অনর্থরূপিণঃ
উত্তিষ্ঠন্তি বিনাশায়, নূনং তৎ চাস্য রোচতে।

(মহাভা, সভা ৮১,৮)

দৈব যাহাকে দমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার বুদ্ধির অপকর্ষতা স্বতঃই জন্মিয়া থাকে, সে সকলই বিপরীত দেখে ও বুঝে ; বিনাশ কাল উপস্থিত হইলে, কলুষপ্রবৃত্তি মানবগণের চিত্তে অনীতির কার্য্য নীতিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং অনর্থকর কার্য্য অর্থকর ও অর্থকর কার্য্য অনর্থকর রূপে প্রতিভাত হইয়া তাহাদিগের রুচিপ্রদ হয়—ঐরূপে উহাতেই তাহাদের বিনাশ সাধন হয়।

পরম হংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি"

বাঙ্‌লার বর্ত্তমান মনীষীপুঙ্গব শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন :—

কোন একটি গোষ্পদে যদি কর্দ্দমাক্ত জলও থাকে, তবে সে জলেরও যেমন অন্তরতম সারাংশ বিশুদ্ধ জল, তেমনি কোনো একটি অজ্ঞ বালকের মনোমধ্যে যদি ভ্রম সঙ্কুল জ্ঞানও থাকে, তবে সে জ্ঞানের অন্তরতম সারাংশ— বিশুদ্ধ জ্ঞান। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সে যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, যাহা আপামর সাধারণ সকল মনুষ্যেরই মনে অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহার জ্ঞেয় বিষয় কি? এটা যখন স্থির যে, বাস্তবিক সত্তা সকল জ্ঞানেরই মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়, তখন তাহা হইতে আসিতেছে যে, বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়।

স্বপ্নের জ্ঞেয় বিষয় সকলের সত্তা যতই কেন কাল্পনিক হউক না, তাহা বাস্তবিক সত্তার খাইয়াই মানুষ; আর সেই জন্য তাহার অস্থি মজ্জা যে বাস্তবিক সত্তার মাতৃদুগ্ধে পরিগঠিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা এক হিসাবে যেমন বাস্তবিক— জাগ্রত কালের বাস্তবিক সত্তাও এক হিসাবে তেমনি কাল্পনিক।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, শ্রবণ কর :—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতা উত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগৎ ইতি অবধারয়॥

ইহার অর্থ—

যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল? রঘুপতির অযোধ্যাপুরী কোথায় গেল? এই সকল কাণ্ড কারখানা দেখিয়া শুনিয়া মনকে স্থির কর :—

এটা জানিও নির্ঘাত বেদবাক্য যে জগৎ অসৎ—পূর্ব্বে ছিল না এবং ভবিষ্যতে থাকিবেও না। তুমি হয় তো বলিবে যে, "মায়াবাদের আদি গুরু শঙ্করাচার্য্য তো তাহা বলিবেনই" ; তা যদি বলো—তবে সেক্স্‌পিয়ার তো আর মায়াবাদী ছিলেন না, তিনি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর :—

ঝটিকা নাটকের (দি টেম্পেষ্ট) প্রধান নায়ক প্রস্পেরো মায়াবলে তাঁহার স্নেহের বরকন্যা দুজনাকে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় একটা অদ্ভুত নাট্য লীলার দৃশ্য দেখাইয়া, দৃশ্যটার অন্তর্ধান কালে বলিতেছেন :—

Our revels are now ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air ;
And like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capped towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherits, shall dissolve
And like this unsubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind, we are such stuff
As dreams are made of.

ইহার অর্থ :—

আমাদের উৎসবামোদ এখন ফুরাইল। এই যে সব নটনটী দেখিলে (পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছিলাম) ওরা গন্ধর্ব্ব-অপ্সরার জাত্‌ ;—দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেল। এই ভিত্তিশূন্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারটার ন্যায়—অভ্রংলিহ্‌ প্রাসাদ শৃঙ্গ সকল, জাঁকালো চংএর রাজ অট্টালিকা সকল, ধীর গম্ভীর দেবালয় সকল, এমন কি, সসাগরা পৃথিবী স্বয়ং,—হাঁ, পৃথিবীর যাঁহারা রাজরাজেশ্বর, তাঁরা শুদ্ধ—সবই লয় পাইবে ;

ঐ অন্তঃসার শূন্য বহিঃশোভন দৃশ্যটার মত পরিক্ষীণ হইয়া অবসান প্রাপ্ত হইবে—বাষ্পটুকুও কাহারো অবশিষ্ট থাকিবে না। যাহা দিয়া স্বপ্ন পরিগঠিত হয়, সেই রকমের পদার্থ আমরা। উদয় গিরির তত্ত্বকেশরী এবং অস্তগিরির কবিকেশরীর দোঁহার সঙ্গে, দোঁহার কোলাকুলির যখন এইরূপ ঘটা, তখন অন্যে পরে কা কথা! এটা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, নিদ্রাবসানকালে অমরাপুরীর স্বপ্ন দর্শক যেমন "কোথায় গেল, সে অমরাপুরী" বলিয়া হায়, হায়, করিতে থাকে—অধুনাতন কালে তেমনি অযোধ্যাবাসীরা (বিশেষতঃ তুলসী দাসের চেলারা) "কোথায় গেল সে রাম রাজ্য" বলিয়া হায়, হায়, করিতেছে। আমি তাই বলি যে, স্বপ্নের অমরাপুরী যেমন স্বপ্নকালে বাস্তবিক, আর জাগরণ কালে, যেহেতু তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এই জন্য জাগরণ কালে তাহা অবাস্তবিক; তেমনি ত্রেতা যুগের রাম রাজ্য, ত্রেতা যুগে বাস্তবিক; আর কলি যুগে, যেহেতু তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এই জন্য কলি যুগে তাহা অবাস্তবিক। এক্ষণে প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই :—

এটা খুবই সত্য যে স্বপ্নের জ্ঞেয় বস্তু সকলের সত্তার তুলনায়, জাগ্রত কালের জ্ঞেয় বিষয় সকলের সত্তা, যার পর নাই বাস্তবিক;—এটাও কিন্তু উহা অপেক্ষা বেশী বই কম সত্য নহে যে, জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয় সকলের সত্তার তুলনায় যেমন স্বপ্নের জ্ঞেয় বিষয় সকলের সত্তা অবাস্তবিক; তেমনি, বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তার যে একটি আদর্শ আপামর সাধারণ সকল মনুষ্যেরই অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞানে বিদ্যমান আছে, তাহার তুলনায় জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয় সকলের সত্তা অবাস্তবিক! এখন এটা বলিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জাগ্রৎকালের মিশ্র জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়, যেমন মিশ্র বাস্তবিক সত্তা, অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়, তেমনি বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তা—আর এই বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তার নামই রজোস্তমো

গুণ দ্বারা অবাধিত শুদ্ধ সত্ত্ব—এই শুদ্ধ সত্ত্ব সামান্য উপেক্ষার বস্তু নহে—উহা গীতা শাস্ত্রোক্ত সেই পরা-প্রকৃতি, যাহা সমস্ত বিশ্ব সংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, চরাচরের সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুশৃঙ্খলায়, বাঁধা নিয়মে সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধন করিতেছে! বাস্তবিক সত্ত্বাই সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থের অন্তরতম সারাংশ বা সত্ত্ব, আর সেই জন্য তাহার নাম হইয়াছে সত্ত্ব গুণ। বেশী কচ্‌লাইলে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত হইয়া যায়; তাই সংস্কৃত ভট্টাচার্য্য মহলে এইরূপ একটি প্রবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, "যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টং"—যাহা স্বল্প, তাহাই মিষ্ট।

শক্তি পূজায় বলিদান।

কলিকাতার সন্নিহিত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কথা সকলে অবগত আছেন। ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণির উপস্থিত একজন উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম দাস মহাশয়, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু; তিনি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, কখনও মৎস্য মাংস আহার করেন না; এক্ষণে তিনি পূর্ব্ব প্রথা প্রচলিত উক্ত কালী বাড়ীতে ছাগাদি বলিদান সম্বন্ধে ভারতের নানা স্থানীয় শতাধিক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিয়া উক্ত বলিদান রহিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত মণ্ডলী এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন:—পাদ্মোত্তর খণ্ডে উক্ত পার্ব্বতী বচন দৃষ্টি করিয়া এবং শ্রাদ্ধ বিবেক টীকাকার গোবিন্দানন্দ ধৃত বৃহন্মনু বচনের "বৈধ হিংসা ন কর্ত্তব্যা, বৈধ হিংসা তু রাজসী" এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগের সকলের একবাক্যে ব্যবস্থা এই যে, দেবীর

প্রকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অর্চ্চনাকারীগণের পূর্ব্ব প্রথা প্রচলিত বলিদান রহিত করিয়া সাত্ত্বিক পূজোপকরণাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করা বিধেয়, তদন্যথায় বলিদানাদি দ্বারা জীব হিংসা করিতে থাকিলে নিরয়গামী হইতে হইবেক। অন্য দিকে আমাদিগের বক্তব্য এই যে; "বলিদান দ্বারা সর্ব্বদা শত্রু নৃপতি-দিগকে জয় করিবে" এই পর্য্যন্ত যে কালিকাপুরাণের বচনাদি আছে; তদ্দ্বারা ছাগাদি পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদানে তত্তৎ দেবতার প্রীতিরূপ ফলের কথা উক্ত হইলেও, উহার নিত্যত্ব নাই, পরন্তু উহার কাম্যত্ব অর্থাৎ কামনা মূলকত্ব থাকা প্রযুক্ত এবং কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, এবং আসব মদ্য, এ সমস্তই দেবীর তৃপ্তি বিষয়ে ছাগবলির তুল্য এইরূপ কথিত আছে বলিয়া, জীব-হিংসা পূর্ব্বক বলিদান কর্ত্তব্য পালনীয় নহে।

ইতি শকাব্দ ১৮৩২, ৫ই জ্যৈষ্ঠ

বঙ্গাব্দ ১৩১৭।

প্রবাসী

আশ্বিন ১৩২০, দ্রষ্টব্য।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যে মমার্চ্চনম্ ইত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসনতৎপরাঃ।
তৎ পূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাৎ তদধোগতিঃ॥
মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসাঃ পশুঘাতনম্।
আকল্প কোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
কাপি তন্নিষ্কৃতি র্নাস্তি কুম্ভীপাক মবাপ্নুয়াৎ॥
দৈবে, পিত্র্যে, তথাত্মার্থে, যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণি হিংসনম্।
কল্পকোটিশতং শম্ভো রৌরবে স বসেৎ ধ্রুবম্॥

যো মোহাৎ মানবৈঃ দেহিহত্যাং কুর্য্যাৎ সদাশিব।
একবিংশতি কৃত্বশ্চ তত্তদ্ যোনিষু জায়তে॥
যজ্ঞে যজ্ঞে পশূন্ হত্বা কুর্য্যাৎ শোণিত কর্দ্দমম্।
স পচেৎ নরকে তাবৎ যাবল্লোমানি তস্য বৈ॥
হন্তা, কর্ত্তা, তথোৎসর্গকর্ত্তা, ধর্ত্তা, তথৈ ব চ।
তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বে তে ধ্রুবং নরকগামিনঃ॥

ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডীয় পার্ব্বতীবচনম্।

শ্রীপার্ব্বতী বলিতেছেন ঃ—

যাহারা আমার (অর্থাৎ দেবীর) অর্চ্চনা এই কথা বলিয়া প্রাণী হিংসায় তৎপর হয়, সেই পূজা আমি অপবিত্র মনে করি ; সে দোষে অর্চ্চনাকারী-দিগের অধোগতি লাভ হয়। হে শিব! তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার জন্য পশু হনন করিয়া থাকে, তজ্জন্য কোটি কল্প পর্য্যন্ত তাহাদের নরকে বাস হয়, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। আমার নাম করিয়া অথবা যজ্ঞেতে যে পশু হত্যা করে, কোথাও গিয়া সে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না, কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। দেব কার্য্যে, পিতৃ কার্য্যে, অথবা নিজের জন্য যে প্রাণী হিংসা করে, হে শম্ভো! শত কোটি কল্প তাহাকে নরকে বাস করিতে হয়। হে সদাশিব! যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ প্রাণি-হত্যা করে, সে একবিংশতিবার সেই প্রাণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব যজ্ঞে, যজ্ঞে, পশু হত্যা করিয়া রুধির দ্বারা পৃথিবীকে কর্দ্দমাক্ত করে, সেই ব্যক্তি নিহত পশুর শরীরে যত সংখ্যক রোম, তত দিন নরকে পচিয়া থাকে। বধকর্ত্তা (আঘাতকারী), সেই কার্য্যের কর্ত্তা (যজমান), উৎসর্গ-কর্ত্তা (পুরোহিত), যে পশুকে বধকালে ধরিয়া থাকে, ইহারা সকলেই তুল্যরূপ নরকগামী হয়।

The Amrita Bazar Patrika (Daily)

November 12, 1913.

We take the following interesting notes from the "Leader" dated the 9th on the subject of "The Bakrid and cow slaughter."

The following anecdote regarding the incident which led Akbar to prohibit the sacrifice of cows in his kingdom will be read with interest :—Narhari, the renowned Hindi Poet once took a large procession of cows to Akbar; on the neck of the cow, on the front he hung a placard, containing a Sanskrit Verse in bold letters. The Leader gave the verse and published a translation of it, which is given below :——

Even an enemy is spared, if he appears before his conqueror with a bunch of grass in his mouth——(this was a sign of submission which secured immunity to a vanquished enemy in ancient India). We who always have grass in our mouth, humbly utter these words :—— We always give nectar-like milk to men while our own calves live on grass growing from the Earth. We do not give sweet milk to Hindus and bitter one to Mahomedans. The cow with folded hands asks you, King Akbar! for which fault of mine do you kill me? Even after my death, I serve thy feet *i.e.*, protect thy feet with shoes made of my leather.

On being questioned by Akbar as to the object of his bringing the procession, Narhari requested him to read the placard. It was this verse, which so impressed Akbar that he is said to have at once issued an edict making the slaughter of cow a Capital punishment.

অমৃত বাজার পত্রিকা (ইংরাজি দৈনিক) নবেম্বর ১২, ১৯১৩,
হইতে উদ্ধৃত।

আমরা ৯ই তারিখের এলাহাবাদে প্রকাশিত "লীডার" পত্রিকার "বক্‌রিদ্‌ ও গোহত্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত অংশ প্রকাশ করিলাম ;

যে কারণে সম্রাট আকবর তাঁহার রাজ্যমধ্যে গোহত্যা প্রথা বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহার একটী ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত এইরূপ প্রচারিত আছে।

বিখ্যাত হিন্দি কবি নরহরি একদা সম্রাট আকবরের সম্মুখে একদল গাভী সাজাইয়া গুছাইয়া আনিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তিনী গাভীর গলদেশে একখণ্ড মোটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে একটি স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া তাহা ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন।

ঐ কবিতার মর্ম্ম এইরূপ :—

এমন কি অতি বড় শত্রুও যদি মুখে তৃণ করিয়া বিজেতার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তিনি তাহাকে অভয় দিয়া তাহার ধন প্রাণ রক্ষা করেন, ইহাই প্রাচীন ভারতের চিরন্তন রীতি।

আমরা গোজাতি চিরকালই তো সদা সর্ব্বদার জন্য ঘাস, তৃণ মুখে করিয়া আছি, এক্ষণে আমাদের এইটি সবিনয় নিবেদন—হে মহানুভব সম্রাট, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা নিজেরা তো তৃণমুখেই আছি, আবার ছোট ছোট শিশু বৎসগণকে স্তন্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে

ঘাস দিয়া শান্ত হইয়া মানব জাতির উপকারার্থে সর্ব্বদা দুগ্ধ যোগাইয়া থাকি; গর্ভধারিণী মানবজননী তো দুই বৎসর মাত্র স্বশিশুকে স্তন্য দেয়, আমরা অশীতি বয়স্ককেও স্তন্য দিতে বিমুখ নহি; আমরা হিন্দুদিগকে সুমিষ্ট অমৃততুল্য দুগ্ধধারা প্রদান এবং মুসলমানগণের বেলায় তিক্তরসের ধারা প্রদান, এরূপ তো কোনই পক্ষপাতিতার কার্য্য করি না; মৃত্যুর পরও আমরা আপনাদিগের পদসেবা করিতে ভুলিয়া যাই না—আমাদের চর্ম্মে আপনাদের পদরক্ষার্থ জুতা প্রস্তুত হয়—তবে হে ধীমান্ সম্রাট, আমাদিগের সমগ্র গোজাতির করযোড়ে এই নিবেদন, বলুন, কোন্ অপরাধে আজিও আপনারা আমাদিগকে বধ করিতে ক্ষান্ত হন নাই!

সম্রাট নরহরিকে তাহার এই গাভীদলের শোভাযাত্রার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, নরহরি তাঁহাকে গাভীর গলদেশস্থ লম্বমান কবিতা-পত্র পাঠ করিয়া আবেদন পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে অনুরোধ করিলেন! ঐ কবিতার অর্থ শ্রবণে সম্রাট এতই বিচলিত হইলেন, যে তিনি তৎক্ষণাৎ এই রাজাজ্ঞা রাজ্য মধ্যে প্রচার করিলেন যে, যে ব্যক্তি গোহত্যা করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ডই সমুচিত শাস্তি, ইহা অদ্য হইতে রাজবিধান হইল।

———

Amrita Bazar, Novr. 11, 1913.

Nawab of Rampur's opinion
and
Important Pamphlet by a Maulvi.

A Beneros correspondent writes to the "Leader",

In your issue of today's date, has appeared an article under the heading "cow sacrifice at Ayodhia",

in which the writer makes an earnest appeal to the Mahomedans to come forward with their opinions on the question of cow-sacrifice, as Dr. Ansari and Hakim Ajmal Khan have done. As I happen to possess written opinions on the subject, I hope you will kindly publish this letter in your valuable journal.

I have had the honour of paying my respects more than once to His Highness, the Nawab Sahib of Rampur. To my surprise and gratification, I found His Highness, so broad-minded and liberal a ruler that I had the courage to make a request for the expression of his opinion on the subject of cow-sacrifice among the Mahomedans. His Highness told me that the Holy prophet never touched beef and that there is a 'Hadis' which means that the cow's milk is "Shifa" (healer), the butter is medicine and the beef is poison. As no sane man would eat poison, it is not desirable to kill cows. His Highness was graciously pleased to supply me officially with his written opinion, so that I might use it in Public.

Some months ago, I came across a pamphlet called 'Barakat be Harakat' written by one Maulvi Farrukhi of Rampur. In this pamphlet, the learned Maulvi has proved that religiously, socially and economically the killing of cows is not warrranted and he has exhorted his co-religionists to preserve the animal and thereby

increase the national wealth. The writer has given reasons and statistics in support of his arguments and the pamphlet should be read by all Indians.

অমৃত বাজার পত্রিকা, নবেম্বর ১১, ১১৯৩,

পশ্চিম প্রদেশস্থ ও করদরাজ্য রামপুরের নবাব বাহাদুরের মত

ও

একজন বিখ্যাত মৌলবীর প্রচারিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

একজন বেনারসস্থ সংবাদদাতা লীডার পত্রিকায় লিখিয়াছেন :— আপনার অদ্য তারিখের সম্বাদ পত্রে "অযোধ্যায় গোহত্যা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, উহাতে লেখক মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে গোহত্যা সম্বন্ধে ডাক্তার আন্সারি এবং হাকিম আজমল্ খাঁ যেরূপ স্বাধীন মত প্রচার করিয়াছেন, তদ্রূপ মতামত প্রকাশ করিতে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি অনেকগুলি লিখিত মত প্রাপ্ত হইয়াছি, আশা করি নিম্নলিখিতটি আপনার সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিবেন।

আমি একাধিক বার রামপুরের নবাব বাহাদুরের নিকট সেলাম দিতে গিয়াছিলাম; তাঁহাকে খুব উদারহৃদয় ও প্রশস্তচিত্তের শাসনকর্ত্তা দেখিলাম; গোহত্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে—পবিত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা (মহম্মদ) কখনও গোমাংস স্পর্শ করিতেন না এবং মহম্মদীয় শাস্ত্রে একটি "হাদিস্" অনুশাসনবাক্য আছে যে, গাভীর দুগ্ধ 'সিফা' (রোগ নিরাময়কারী), মাখন ভেষজতুল্য, এবং গোমাংস বিষ সদৃশ; বিষ ভক্ষণ যেমন কোন সংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, তদ্রূপ গোহত্যা কোন মানবেরই করণীয় নহে। নবাব বাহাদুর তাঁহার স্বহস্ত লিখিত উক্ত মত সাধারণে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি একখানি "বয়রকৎ বি হয়রক্‌ই" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়াছি, উহা রামপুরের খ্যাতনামা মৌলবী ফারাকী লিখিত; তাঁহাতে তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মকার্য্যরূপে বা সামাজিক ব্যবহারমতে বা সাংসারিক লাভালাভ ধরিতে গেলে গোহত্যা কোনরূপেই মহম্মদীয়গণের করণীয় নহে; ঐ গ্রন্থ সকল ভারতবাসীরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বলেন—যেমন পটোল, পটোল পত্র (নতি) ও ডাঁটা মানব স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উপকারী কিন্তু পটোলের নিম্নপ্রদেশস্থ মূল বা শিকড় সেবন করিলে উহা সদ্য প্রাণনাশক উদরাময় ঘটাইয়া অন্ত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিষতুল্য কার্য্য করে, সেইরূপ গোদুগ্ধ, গব্য ঘৃত, গোচর্ম্ম, মানবের উপকারী হইলেও তন্মূলস্থ গোমাংস মানবের পক্ষে অহিতকর বিষ-তুল্য খাদ্য, উহাতে দুরারোগ্য যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ আনয়ন করে। ইহা পাশ্চাত্য ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন যে, গোমাংসাহার জন্য তত্তৎ প্রদেশে (appendicitis অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্) প্রভৃতি দুরারোগ্য কঠিন অন্ত্রপ্রদাহ রোগ জন্মিয়া থাকে, তজ্জন্য অন্ত্রের উপর পেট চিরিয়া অস্ত্র চিকিৎসাপ্রয়োগ করিতে হয়, কারণ উক্ত মাংসের অনেক দুষ্পাচ্য অংশ অন্ত্রের মধ্যে আটকাইয়া থাকিয়া উক্ত কঠিন প্রদাহপীড়া ঘটাইয়া থাকে।

নীতি-গল্প।

রাজার পূর্ব্বজন্ম।

একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজ সভায় ব'সে আছেন—হঠাৎ তাঁহার মনে এই খেয়াল হ'লো যে পূর্ব্ব জন্মে তিনি কি এমন ভাল কাজ ক'রেছেন, যা'তে এ জন্মে তিনি এই রাজা হ'য়েছেন। এ কথার মীমাংসার জন্য তিনি তাঁহার মন্ত্রী ও সভাসদদিগকে সব ডাকাইলেন এবং ব'ল্লেন দেখ মন্ত্রী ও সভাসদগণ আমার মনে হঠাৎ এই যে পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিবার জন্য প্রশ্ন উঠেছে, ইহার পূরণ কিরূপে হইবে? ইহাতে তাঁহার প্রধান প্রাচীন মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন, "মহারাজ এ কথার কেহ উত্তর দিতে পার্ব্বে ব'লে বোধহয় না, তবে এক কাজ করা যাউক, যত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঢোল সহরৎ দেওয়া হ'ক, তার সঙ্গে একটি সোণার কুমড়া ঘুরায়ে দেওয়া যা'ক এবং ঘোষণা হ'ক যে, যে ব্যক্তি মহারাজের পূর্ব্বজন্মের কথা ব'লতে পার্ব্বে, সেই এসে এই কুমড়া ধরুক এবং লউক, সে যদি কুমড়া ধ'রে ৬ মাস মধ্যে ঠিক উত্তর দিতে না পারে, তবে তার গর্দ্দান কাটা যাবে আর যদি সে ঠিক উত্তর দিয়ে মহারাজ বাহাদুরকে খুসী ক'র্ত্তে পারে, তবে সে ঐ লক্ষ টাকা মূল্যের সোণার কুমড়া এবং লক্ষ বিঘা জমি নিষ্কর পাইবেক। ঐ পরামর্শ মত, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঢোল সহরৎ এক বছর ধ'রে চ'লতে লাগ্‌লো—কেউ আর সে কুমড়ো ধ'র্‌তে সাহস পায় না। এ দিকে হ'য়েছে কি, ঐ রাজধানীর বাহিরে, কিছু দূরে এক ছোট পল্লীতে এক গরীব বামুন বাস ক'র্‌তো, তার সংসারে এক স্ত্রী ও ২টী শিশু সন্তান ছিল; কোন রকমে পাড়া পড়্‌সীর নিকট ও নিকট-গ্রামে মুষ্টিভিক্ষা ক'রে এক বেলা আধ্‌পেটা খেয়ে তাদের দিন কাট্‌তো। বামুন ঐ ঢোল দেওয়া শুনে বামনীকে ব'ল্লে, দ্যাখ্‌ ব্রাহ্মণী, পাড়ায় পাড়ায়

ভিক্ষে ক'রে যা মিলে, তা আমি না থাক্‌লেও তুই ও বড় ছেলেটি আন্‌তে পার্ব্বি—আমি মাঝখান থেকে, খাবার বেলায় ভাগ বসাই মাত্র, আমার এ জীবন আর রাখ্‌বার ইচ্ছে নাই, আমি সোণার কুমড়ো এখন ধর্‌লাম না বটে, তবে রাজার পূর্ব্ব জন্মের কথা যাতে জান্‌তে পারি, তার একটা পথ খুঁজ্‌তে হবে, সে জন্যে আমি কাল সকালেই বাড়ী ছেড়ে ৬ মাস নিরুদ্দেশ থাক্‌বো—তুমি তার জন্য ভেবো না, আর ভেবেই বা কি ক'র্ব্বে বল, যদি ৬ মাস পর না ফিরি, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো যে এই হতভাগাকে বনে বাদারে বাঘ, ভালুকে খেয়ে ফেলেছে, বেশী আর কি ব'ল্‌বো বলো; একথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী খুব চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো—ওগো আমার কি হ'লো গো, কি হবে গো আমার ছেলে পিলের দশায় কি হবে গো—এইরূপ নানা প্রকার ধুয়ো ক'রে সে পাড়াটা সোর্‌গোল ক'রে তুল্লে—কিন্তু তা হ'লে কি হয়; বামুন কিছুতেই বাগ্‌ মান্‌লে না—সে চুপ ক'রে একগুঁয়ে হ'য়ে থাক্‌লো। এদিকে সকাল হ'তে না হ'তেই বামুন ছোট ছেলে দুটীর মাথায় আশীর্ব্বাদ ক'রে, হাত ছোঁয়ায়েই চম্পট্‌ দিল। বামুন এক মনে, পথ চল্‌তে চল্‌তে, সন্ধ্যে হয় আস্‌লো; সে সঙ্গে দুটি চা'ল বেঁধে এনেছিল, তখন সেই সন্ধ্যেকসময় একটি নদীর ধারে, চা'ল ক'টি ৩ ভাগ ক'রে; তার ১ ভাগ গামছার খুঁটে বেঁধে নদীর জলে ভিজাতে দিল এবং ততক্ষণ সে মুখ হাত ধুয়ে সন্ধ্যে আহ্নিক কর্ত্তে লাগ্‌লো—ঐ সব সারা হ'লে, সে ভিজে চা'ল কয়টি চিবায়ে খেয়ে, চার আঁজ্‌লা নদীর জল খেলে এবং আঃ ভগবান্‌ ব'লে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্লে—তারপর সে এখন রাত্রে কোথা থাকা যায় তার উপায় ভাব্‌তে লাগ্‌লো—চারিদিকে ঢেউখেলানো মাটি ও ৩০।৪০ টা তালগাছের সমান উঁচু পাহাড়ের জায়গায় শাল, পলাশ বন ও কালো কালো পাথর পড়িয়া আছে—বামুন ঠাকুর প্রথমটা ঐ সব দেখে শুনে একটু ভয় পেলে, তারপর বুকে সাহস বেঁধে, কাছে যে একটি ছোট পাহাড় ছিল, তার

উপরিকার একটি পাকুড় গাছের ডালে রাত্রি বাস করাই ঠিক ক'রলে—ঐ সকল বনে বাঘ, ভালুকের উপদ্রব খুব বেশী ব'লে তার বোধ হ'লো। সে মনে মনে, ভগবান্‌কে একান্ত মনে ঐ ডালে ব'সে সারা রাত ডাক্‌তে লাগ্‌লো; দিন হ'লে সে গাছ হ'তে নীমে এবং বনের ফল মূল খায় ও ৮।১০ ক্রোশ পথ চলে, আবার কোন গাছে আশ্রয় লয়, এই রকমে তা ৪ মাস কেটে গেল—এখন এক দিন হ'য়েছে কি, অমাবস্তার রাত, ঘোর অন্ধকার, সে একটা বেল গাছে আশ্রয় ল'য়ে আছে, সে জায়গাটা সবই বেলগাছময়, সে দেখ্‌তে পেলে একটি বেলগাছের তলায় বিদ্যুতের ন্যায় আলো জ্বল্‌ছে ও অনেক গোলমাল হ'চ্ছে—তখন সে সাহসে ভর ক'রে, বাঘ ভালুক তো নয়, কোন একটা আজগুবি ব্যাপার আছে, এই ভেবে চুপি চুপি, পা টিপি টিপি, চল্‌তে লাগ্‌লো, তখন টুকি মেরে সে দেখ্‌লে, বনের মাঝে শিবদুর্গা প্রকাশ পেয়েছেন, নানা ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব্বী; অপ্সরী তাঁদের পূজা কর্চ্চে—তখন বামুন তাঁদের সাম্‌নে সটান উবুড় হ'য়ে শুয়ে পড়্‌লো এবং নানা স্তব স্তুতি ক'র্‌তে লাগ্‌লো। মা দুর্গা ব'ল্লেন, ঠাকুর, এই বামুন কি চায় তার একটা উপায় করুন; শিব ঠাকুর তখন বামুনকে ডেকে তুলে ব'ল্লেন—ব্রাহ্মণ, তুমি কি চাও, এবং কেনই বা এই বাঘ ভালুক পূর্ণ বনজঙ্গলে এসেছ? তখন যোড় হাতে ব্রাহ্মণ শিব ঠাকুরকে বল্লে ভগবন্, আমার অতি দুঃখের অবস্থা—কোন রকমে মুষ্টি ভিক্ষায় ছেলে পিলে ল'য়ে, এক বেলা খেয়ে দিন কাটে, এ কষ্ট আর সয় না—এই মনে ক'রে প্রাণ ত্যাগ ক'র্ত্তে এসেছি অথবা আমাদের রাজার পূর্ব্ব জন্মের কথা, কোন উপায়ে যদি দেবতা সন্ন্যাসীদিগের নিকট জান্তে পারি, তা হ'লে আমার দুঃখ ঘুচবে, এই আশায় বাড়ী ত্যাগ ক'রেছি। তখন শিবঠাকুর ব'ল্লেন ব্রাহ্মণ, আজ বৎসরাবধি তোমার আমার নিকট একান্ত প্রার্থনা শুনে আমি চঞ্চল হ'য়েছি এবং সময় মত আজ এসে তোমায় দেখা দিয়াছি—রাজার পূর্ব্বজন্মের কথা আমি

তোমাকে ব'লে দিতে পারি, কিন্তু তা শুনে তো তোমার কথায় রাজার সহসা বিশ্বাস হবে না, তবে রকম্ ফের্ ক'রে ব'লে দিচ্ছি, তাতে রাজার খুব বিশ্বাস হবে এবং তোমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, দুঃখ, কষ্ট আর থাক্‌বে না। তখন মা দুর্গা বল্লেন, ওকে আর ঘোর্ ফের্ ক'রে দুঃখ দেন কেন? এক বারে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে দিন্ না? ওর দুঃখ ঘুচুক। তখন শিব ঠাকুর ব'ল্লেন আরে স্ত্রীলোকের জ্বালায় মলাম, কিছুই ত'লিয়ে বুঝ্‌বে না ও দেখ্‌বে না, শিবের বাবার কি টাকা আছে, এক জনের ল'য়ে এক জনকে দিই, তাই আমাদের কাজ—এই বামুনের দুঃখ ঘুচাবার জন্যই রাজার মনে ঐ খেয়াল প্রশ্ন তুলিয়া দিয়াছি এবং আমিই তাহা পূরণ করিয়া বামুনকে সুখী করব। তখন শিব ঠাকুর ব'ল্লেন, "দেখ, ব্রাহ্মণ, তুমি রাজাকে বল'গে, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কথা, তাঁহাকে বল্লে সহসা তাঁহার বিশ্বাস হবে না, এজ এক সন্ন্যাসী ঠাকুর ব'লে দিয়েছেন, যে রাজবাড়ী হ'তে দুক্রোশ দূরে, রাজধানীর পশ্চিমপ্রান্তে, যে এক কলুর এক চোক্ কাণা বলদ আছে—অতি ঘোর অন্ধকারে, অমাবস্যার রাত্রে শিব পূজা ক'রে, তিনি একাকী সেই বলদকে, অন্যের অসাক্ষাতে জন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, সবিশেষ জান্‌তে পারিবেন"; এই কথা ব'লে শিবদুর্গা অন্তর্দ্ধান হ'লেন। ব্রাহ্মণ মনের ধোকায়, আবার কিম্ভুত শিবাদেশ হ'লো—হয়, কি, না হয়—এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে, ঘরে ফিরে গেল। বাড়ী ফিরে যে'য়ে বামুন এক দিন জিরেন্ দে, তারপর দিন সে সন্ধ্যের সময়, মহারাজ বাহাদুর যখন এক ফুলবাগানে একেলা পায়চারি করিতেছিলেন, দরওয়ানকে খপর দিয়ে ব'লে পাঠা'লে "কোন গোপনীয় কথা বল্‌তে এক বামুন এসেছে"; রাজা তো আজ এক মাস কাল শিব ঠাকুরের ঘুর্‌কিতে উদ্ভট্ খেয়ালে আন্‌মনা হ'য়েই আছেন; আবার কেমন বামুন, কি খপর ভেবে, হাঁকু, বাঁকু ক'রে তখনই তাহাকে নিজ কাছে আনিবার আদেশ ক'ল্লেন। তখন নির্জ্জনে ব্রাহ্মণ

বলিল, ধর্ম্ম অবতার! নির্ভয়ে একটি কথা নিবেদন ক'র্ত্তে চাই, অনুগ্রহ ক'রে এ অতি দরিদ্র পাগলকে ক্ষমা ক'রবেন। রাজা ব'ল্লেন, তুমি নির্ভয়ে মনের কথা বলো, তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, তখন সে বল্‌তে লাগ্‌লো—মহাত্মন্, আমি অতি দরিদ্র, ছেলে পিলে ল'য়ে এক বেলা আধ পেটা ভাতও জুটে না—এই কষ্টের অবস্থায়, হয়, পাহাড় পর্ব্বতে সাধু সন্ন্যাসীর নিকট আপনার পূর্ব্ব জন্মের কথা জেনে, দুঃখ ঘুচাবো, নয় তো আত্মহত্যা ক'র্ব্বো, এই কামনায় বাড়ী ছেড়ে ছিলাম, কপালক্রমে নিবিড় বনে এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের দর্শন পাই, তিনি ব'লে দিয়েছেন, যে এক কথায় পূর্ব্ব জন্ম কথা ব'ল্লে রাজার বিশ্বাস হবে না, ঘোরে ফেরে ব'লে দিচ্ছি, রাজা তাতেই সফল কাম হবে, এই ব'লে তিনি ব'ল্লেন যে রাজাকে বলিও তিনি যেন অমাবস্যার রাত্রে শিবপূজা ক'রে—একাকী নির্জ্জনে যাইয়া তাঁহার রাজবাটীর দুক্রোশ তফাতে পশ্চিম দিকে, যে এক কলু আছে, তার একটি ঘানি টানিবার এক চক্ষুকানা বলদ আছে, সেই বলদকে জিজ্ঞাসা করেন, হে বলদ, তুমি আমার পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছ, আমাকে সমস্ত খুলিয়া বল! রাজা বাহাদুর ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে উপস্থিত ১০টি মোহর দিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ আমার উদ্ভট জন্মবৃত্তান্ত জানিবার বাসনা যদি পূর্ণ হয়, তুমি ঘোষণা মত সোণার কুমড়া ও লক্ষ বিঘা জমি নিশ্চয় পাইবে—উপরন্তু আরও অন্যান্য পুরস্কার দিব—নিষ্কর্ম্মা আমি, এই উদ্ভট পেয়ালে আজ ১ বৎসরে পাগল হইবার মত হইয়া উঠিয়াছি—তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে। ইহার পর রাজা বাহাদুর কথিত মত অমাবস্যার রাত্রে প্রস্তুত হ'য়ে সেই কলু বাড়ী কাণা বলদের নিকট এসে নিজ প্রার্থনা জানাইলেন—তখন বলদ রাজাকে দেখে ও তাঁহার কথা শুনে চারি পা তুলে খুব লাফাতে লাগ্‌লো, যেন সে মনের কষ্টে ছট্ ফট্ ক'চ্চে বোধ হলো, তার দুই চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ জল পড়্‌তে লাগ্‌লো—রাজা দেখে শুনে অবাক্ হলেন, তখন খানিক

পরে বলদ কথা ক'য়ে বল্লে—"মহারাজ, দেবতার কৃপায়, আপনাকে দেখে হঠাৎ আমার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি ও বাক্‌শক্তি আসিল—আপনি এক কাজ করুন, দেবতার আদেশে আমি আপনাকে বলিতেছি, এ কথার উত্তর আমাকে দিতে নিষেধ, আপনি আপনার রাজধানী হ'তে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে এক বন আছে, সেই বনে এক দীঘি আছে, তাহার ঈশান কোণে এক শেওড়া গাছ আছে, সেখানে এক শাঁখচুন্নী; পেত্নী বাস করে, তাহাকে অমাবস্যার রাত্রে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন, কিছুতেই ভয় পাবেন না, সে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে ; এই কথা শুনে রাজা আশ্চর্য্য হ'য়ে ঘরে ফিরে গেলেন। ইহার পর এক দিন রাজা ৩০ জন হাতিয়ারধারী সিপাহী সঙ্গে লয়ে, তাঁবু ও অন্যান্য লোক জন ল'য়ে সেই বনের দিকে গেলেন, তিনি সেখানে পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া সেই শেওড়া গাছ তলায় অমাবস্যার রাত্রে একাকী গেলেন ; তখন দেখ্‌লেন কি, একটা পেত্নী জলে শামুক, গুগুলী, ধ'রে খাচ্চে, জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ হ'চ্চে—খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ ক'রে সে উলঙ্গ বিকট মূর্ত্তিতে, বড় সাদা মূলার মত এক শো দাঁত ও তাল গাছ প্রমাণ দেহ, বাহির ক'রে শেওড়া গাছে উঠ্‌তে যাচ্চিল—সে রাজাকে দেখে একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, তা শুনে রাজা বাহাদুর কাণে তালা লেগে মূর্চ্ছা গেলেন—খানিক পরে, চেতন হ'য়ে দেখ্‌লেন, তাঁহার কাছে, ছোট আকারে ব'সে সেই পেত্নীটা কাঁদ্‌চে—পেত্নীটা আপনা হ'তেই রাজা বাহাদুরকে চেতনাপ্রাপ্ত দেখে বল্‌তে লাগ্‌লো—মহানুভব, দেবতার কৃপায় হঠাৎ আপনাকে দেখে আমার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি হ'য়েছে, অনুতাপ অনলে আমার শরীর দগ্ধ হ'চ্চে, আপনার পদতলে, আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হ'চ্চে—এক্ষণে দেবতার আদেশ শুনুন, আপনার প্রধান মন্ত্রীর ৯ বছরের কন্যাকে নির্জ্জনে অমাবস্যার রাত্রে শিব পূজা ক'রে সুধাবেন, সব উত্তর পাইবেন, আর কোথাও ঘুরিতে হইবে না, হে রাজন্, আমার দৈব

শক্তি লোপ হইয়া বাক্ শক্তি ও পূর্ব্ব স্মৃতি চলিয়া যাইতেছে, আপনি অতি শীঘ্র চলিয়া যাউন, নচেৎ পিশাচী বুদ্ধি আসিলে ইহার পর অজ্ঞানে আমি আপনার অনিষ্ট করিয়া ফেলিব।

ইহা শুনে রাজা সত্বর সে স্থান ত্যাগ ক'রে নিজ রাজবাটী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর যথা সময়ে রাজা বাহাদুর, মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট তাঁহার এই অভিপ্রায় প্রকাশ ক'ল্লেন যে "দেখ মন্ত্রী আজ অমাবস্যা, আজ রাত্রি তোমার বাড়ীতে, কোন নির্জ্জন প্রদেশে আমি শিবপূজা করিয়া থাকিব, তথায় তোমার ৯ বছরের বালিকা কন্যাটিকে রাত্রি ১২টার সময় আমার নিকট হাজির করিয়া দিবে—তৎকালে সে বাড়ীতে আমি ও তোমার কন্যা ভিন্ন কেহই থাকিতে পাইবে না"; আমার এই রাজাদেশ তোমাকে বিনা উত্তরে পালন করিতে হইবে, এখন সব ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখ।" মন্ত্রী মহাশয় দেখ্‌লেন, এ এক মহাবিপদ আমার ঘাড়ে চাপিল, শেষে কি আজ ১ বৎসর ধ'রে এই উন্মনা, উৰ্দ্ধ দৃষ্টি, নির্জ্জনতাপ্রিয় রাজাটা আমার কন্যাকে অমাবস্যার রাত্রে একাকী লইয়া হত্যা করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া পিশাচসিদ্ধ হইবে না কি? যাহা হউক রাজার কথায় তো উত্তর করিবার বা বাধা দিবার যো নাই, তাহা হইলে আমাকে আজ রাতারাতি সপুরী এক্ গাড়্ করিবে, সকলকে এক গর্ত্তে পুরিয়া সবংশে মাটি চাপা দিয়া মারিবে, এ বড় কঠিন পাগ্‌লা লোক; তিনি প্রকাশ্যে যে আজ্ঞা হুজুর বলিয়া আর কিছু বলিলেন না, এবং আসিয়া স্ত্রীর নিকট সমস্ত বলিয়া হাউ হাউ করিয়া বুড়া বয়সে কন্যাটির জন্য কাঁদিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে রাত্রি ১২টার পর সশস্ত্র তরবারি হস্তে রাজা মন্ত্রীর বাড়ী আসিলেন, মন্ত্রী তাঁহার নিকট নিজ কন্যা ও পৃথক বাড়ী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন—রাজা তথায় শিবপূজা করিয়া রাত্রি দুপুরের পর নির্জ্জনে কন্যাকে বলিলেন, দেখ মা, আজ ১ বৎসর হ'তে আমার মনে একটা তর্ক

উঠেছে, আমি পূর্ব্ব জন্মে এমন কি ভাল কাজ ক'রেছি, যে এ জন্মে রাজা হ'য়েছি—ইহা জানিবার জন্য আমি বৎসরাবধি অন্যমনস্ক ও পাগলের মত হইয়া আছি—তখন কন্যা বল্‌তে লাগ্‌লো মহারাজ! দেবতার কৃপায় হঠাৎ আমার এক্ষণে পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত চক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে—সকল কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুণ—এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই সহর হইতে ২০০ ক্রোশ উত্তরে, গোদাবরী নদীতীরে একটি ছোট্ট পাড়া গাঁ ছিল, তথায় রামশরণ নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত; ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মণী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধু ছিল—তিনি অতি কষ্টে গ্রামে গ্রামে, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা চালাইতেন—দিনান্তে তৃতীয় প্রহর বেলায়, একবার বই অন্ন জুটিত না; এইরূপে ব্রাহ্মণের দিন কাটিত। একবার হ'য়েছে কি, তিন দিন, তিন রাত্রি, জল, ঝড়, বাদল বৃষ্টি হইতে লাগিল, কিছুতেই তার বিরাম নাই, ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে যাইতে পারিলেন না; সে দুর্যোগে লোকের বাড়ীর বাহির হওয়া অসম্ভব হ'য়েছিল; বাদল ছাড়িলে, ব্রাহ্মণ ও তাহার পুত্র বাড়ী বাড়ী ভিক্ষায় বাহির হলো—কেহই আর সে বাদলে ভিক্ষা দেয় না; সকলে নিজের ভাঙ্গা ঘরবাড়ী, পথঘাট, কাটকুটা, সামলাইতেই ব্যস্ত—ভাল লোকে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষায় যাহা দিয়াছিল, সেই চাউল কয়টি ব্রাহ্মণ আনিয়া শাকপাত সহ ব্রাহ্মণীকে সিদ্ধ করিতে দিল—তাহাতে ৪ জনের ৩ দিন উপুসের পর, আধপেটা বই হয় না। ৪ খানি পাতা পেতে সমান ভাগ ক'রে ভাত বাড়া হ'য়েছে—এমন সময়ে আর দুজন অতিথি আসিয়া জুটিল—তাহারা বলিল, ঠাকুর, আজ ৩ দিন আমরা কিছু খাই নাই, বড় ভুখা আছি, কোথাও ভিক্ষা করিয়া কিছুই পাই নাই, এখন আমাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিউন্।

ব্রাহ্মণী জানিত, বামুন ঠাকুর লোক সুবিধার নহেন, তাই তাড়াতাড়ি নিজের ও নিজের পুত্রের ভাতসহ পাতা দুইখানি তুলিয়া পুত্রকে ইসারা

করিয়া দুই জনে কপাট দিয়া খাইতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণ দেখে শুনে, হতভম্ব হ'লেন; তখন পুত্র বধুকে সুধালেন, বৌমা, তুমি কি ক'র্‌বে? বধু হাত ও মাথা নাড়িয়া ইসারা করিয়া বলিল, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন— তখন ব্রাহ্মণ পাতা ২খানি আনিয়া অতিথিদিগকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, আপনারা ইহা ভোজন করুন— তাহারা বলিল, তাও কি হয়, আপনারাও আমাদের মত উপবাসী আছেন, যে বাদল গিয়াছে, গৃহস্থ লোকই কাষ্ঠ জ্বালানি অভাবে খাইতে পাইয়াছে কিনা সন্দেহ—আপনি ঐ ভাত ৪ পাতায় করুন, তা নহিলে আমরা খাইব না—কি করেন, ব্রাহ্মণ তাহাদের পীড়া-পীড়িতে ঐ ভাত ৪ পাতায় ৪ সমান অংশ ক'র্‌লেন এবং অতিথি দুজনকে ও বৌমাকে তফাতে খাইতে দিয়া, শেষে ভগবান্‌কে নিবেদন ক'রে নিজের পাতার ভাত খেলেন। মহারাজ, পূর্ব্বজন্মে আপনি ঐ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ঐ প্রকার সৎপুণ্য বলেই মহানুভবপ্রকৃতি গুণে এই জন্মে আপনি দানসাগর রাজাধিরাজ হ'য়েছেন। তখন রাজা ব'ল্লেন, আমার স্ত্রী পুত্র কোথায়? মন্ত্রীকন্যা বলিল, ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে কর্ম্মদোষে শাঁখচুন্নীরূপে দেখেছেন এবং আপনার পুত্র সেই কাণা বলদটি; তখন রাজা ব'ল্লেন সবই তো ব'ল্লে মা, এক্ষণে আমার পুত্রবধুটি কোথায় বল; তখন কন্যা চুপ্ ক'রে হেঁট মুখে পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল—ইহা দেখে রাজা খানিক পরে, লাফায়ে উঠে ব'ল্লেন, বুঝেছি, বুঝেছি, তুমিই আমার সেই বৌমা, কেমন, তাই না? কন্যা ব'ল্লে, আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ! তখন রাজা অতি আনন্দে ঘরের বাহির হ'য়ে মন্ত্রীকে ডাকালেন এবং ব'ল্লেন, দেখ মন্ত্রী, তোমার কন্যাটি বড় বুদ্ধিমতী, ইহার জ্যোতিষমতে কতকগুলি লক্ষণ পরীক্ষা করিবার আমার প্রয়োজন ছিল, আমি ইঁহাকে মা বলিয়াছি, ইঁহার সহিত আমার একমাত্র পুত্রের ১ মাস মধ্যেই শুভ দিন ধার্য্য করিয়া বিবাহ দিব— মন্ত্রী মহাশয় তো ইহা শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। যথা সময়ে মন্ত্রী কন্যা ও

রাজপুত্রের শুভ বিবাহ হ'য়ে গেল—বলা বাহুল্য রাজা ঢোল্ল সহরতের ঘোষণা মত সোণার কুঁমড়া ও ১ লক্ষ বিঘা জমি যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার দ্বিগুণ সেই দরিদ্র শিবাদেশবাহক ব্রাহ্মণকে দিয়া তাহাকেও পরম সুখী ক'ল্লেন এবং নিজে তাহার পর হইতে অধিক পরিমাণে ধর্ম্মচর্চ্চায় ও দান ধ্যানে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

যোনিচক্র।

"ভাবনা যস্য যাদৃশী, সিদ্ধির্তস্য তাদৃশী ভবেৎ"

এক গ্রামে, এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত—সে এত গরীব যে তার সম্বলের মধ্যে একখানি ছেঁড়া কাপড়, একখানি তালপাতার কুঁড়ে, একটি কাঁধাভাঙ্গা বোগ্‌না ও একটি ভাঙ্গা লোটা বা ঘটি ছিল; লোকে তাহাকে কাঙালী ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। ঠাকুরের সংসারের মধ্যে এক পত্নী ও ২টি শিশু পুত্র ছিল। বামুন গ্রামে গ্রামে, ভিক্ষা ক'রে যা পাইত, তাহাতেই তাহাদের ৪ জনের দিনান্তে ১ বেলা উদর পূরণ হইত। দোষের মধ্যে ব্রাহ্মণী বড়ই জবর্‌ ছিল, সে যখন তখন বলিত "আঃ মর্‌ ড্যাক্‌রা, ভাল খেতে পর্‌তে দিতে না পার্ব্বি, তো বিয়ে কোরেছিলি কেন? আমার বাপ মা কি দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে পার্‌তো না—এই সোণার চাঁদ ছেলেদের পরণে একটু টেনা নাই, শীতে একটু গায়ের কাপড় নাই—এমন্‌ হাড়্‌হাভাতের হাতেও পোড়েছি"; এইরূপ গরমতীব্র ঝড় বামুনের উপর দিবারাত্র বহিয়া যাইত। ব্রাহ্মণীর ঐ কঠোর গঞ্জনায় একদিন কাঙালী চরণ, ঠিক্‌ কর্‌লে যে, ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে মেগে যেচে, ব্রাহ্মণী ছেলে

দুটি এক রকমে মানুষ কোরবেই, আর আমি আঁকাড়া মরদটা আছি, দেখেই লোকে দয়া শ্রদ্ধা ভাল কোরে করে না—বলে, অত বড় জোয়ান্ মিন্‌সে র'য়েছে, খেটে খেতে পারে না; যাহা হউক আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না; এই ভেবে ব্রাহ্মণ একদিন ব্রাহ্মণীকে ব'ল্লে, দেখ, ব্রাহ্মণী আমি এখান হইতে ৫০ ক্রোশ দূরে এক রাজবাড়ী শ্রাদ্ধের খপর শুনিয়া যাইতেছি—সেখানে ভালরূপ বিদায়, জিনিস পত্রে ও নগদে ১০।২০ টাকা মিলিবার সম্ভাবনা—যাহা হউক, আমি ঠিক ৩০ দিন পরে ফিরিব, এই কয়টা দিন, তুমি যোগেযাগে, বড় ছেলেটিকে ল'য়ে ভিক্ষেশিক্ষে ক'রে চালাইও—এই কথা ব'লে ব্রাহ্মণ ক'ল্লে কি—রাত্রি ৪ দণ্ড থাকিতে আত্ম-হত্যায় তাহার মন, নানা ভাবনা ভাব্‌তে লাগ্‌লো এবং ভগবান্‌কে ডাক্‌তে লাগ্‌লো; প্রাতঃকালে ভোর্ হ'তে না হ'তেই, ব্রাহ্মণী ও ছেলে দুটি তখন ঘুমন্ত আছে, ব্রাহ্মণ নিজের পরণের অর্দ্ধবাস কাপড় টুকু মাত্র ল'য়ে ১০ ক্রোশ দূরস্থ নিবিড় জঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো—চ'লতে চ'লতে বেলা ১টা হলো, তখন ব্রাহ্মণ ক'ল্লে কি—উলঙ্গ হ'য়ে এক পাহাড়ের ঝরণার জলে কাপড় টুকরাটি কাচিয়া পরিল এবং একান্ত মনে, কোথা দীনবন্ধু, বিপদভঞ্জন, আমাকে চরণে স্থান দেও, আর সংসারে পেটের জ্বালা, অন্ন বস্ত্রের জ্বালা সহিতে পারিতেছি না, এই ব'লে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে তাঁহাকে ডাক্‌তে লাগলো—খানিক পরে সে দু আঁজ্‌লা জল পেট পুরে খেয়ে, বনে শুক্‌নো কাঠ জড়ো ক'ল্লে—বোল্‌তে ভুলেছি, ব্রাহ্মণ তাহার পিতার আমলের চকমকি পাথরটি সঙ্গে এনেছিল—তাই ঠুকে চাট্টি শুকনো ঘাসে আগুণ ক'ল্লে এবং ঐরূপে সমস্ত কাঠের গাদায় আগুণ ধরালে—যখন আগুণ দাউ দাউ ক'রে জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—তখন বামুন ক'ল্লে কি—জয় ভগবান্, সর্ব্ব শক্তিমান্, জয় জয় ভবপতি—ইত্যাকারে নানা স্তব আওড়া-ইতে আওড়াইতে পাগলের ন্যায় অগ্নিরাশি ২১ বার প্রদক্ষিণ ক'রে, তাতে

ঝাঁপ দিবার মানসে, উচ্চ চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে অগ্নির চারি পাশে ঘুরতে লাগ্‌লো। এদিকে হয়েছে কি—বামুন ১০ বার পাক দিতে না দিতেই, এক কমণ্ডলু হাতে বৃদ্ধ জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, হাঁ হাঁ কোরে এসে তথায় উপস্থিত হ'লেন এবং "স্থিরো—ভব" ব'লে তাহাকে ধ'ল্লেন—বামুন উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ছিনাইয়া আগুণে পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু কিছুতেই উপুসী পেটে ফলমুল সেবী সন্ন্যাসীকে পারিল না। তখন সেই সাধু পুরুষ ব'লতে লাগ্‌লেন, বাপু, তুমি কি জন্য এই আত্মহত্যারূপ মহাপাপে, আত্মাকে শত জন্ম অধঃপাতিত করিতেছিলে? তখন বামুন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, নিজের সংসারের দুঃখের কথা জানাইল—তখন সেই সাধু বলিলেন, দেখ ব্রাহ্মণ, তোমার সংসারে দুঃখ আমি ঘুচাইয়া দিতেছি, তবে একটি প্রতিজ্ঞা আমার নিকট করো, তুমি তো ম'র্‌তে যাচ্ছিলে, এই টাকা কড়ি তোমার স্ত্রীকে দিয়া, তাহাদের স্থিত্‌ ভিত্‌ ক'রে, আবার ১ বৎসর পরে এই জঙ্গলে এসে, যে ভগবান্‌কে ডাকছিলে, তাঁহারই শরণ লওয়ার জন্য আমার নিকট শিষ্য হ'য়ে থাক্‌বে। ব্রাহ্মণ বলিল, গোঁসাই, তা আর ব'ল্‌তে—আমি ১ হাজার টাকা পেলে, সংসারে চলা ফেরার মত জমি জমা, বাড়ী প্রভৃতি ক'রে দিয়ে, নিশ্চয় আপনার নিকট ভগবৎ আরাধনার জন্য আসিব, আমি সংসারের নিত্য নূতন জ্বালায় আর ঢুকিব না—আমি তো এতক্ষণ ম'রে ভূত হ'য়ে যেতাম, আপনি আমাকে বাঁচালেন, আপনার নিকট বৎসরান্তে নিশ্চয় এখানে আসিব; এই কথা বার্ত্তার পর, সন্ন্যাসী একটি কলস পূর্ণ ৭ হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে দিলেন—ব্রাহ্মণ তো, তা পেয়ে, মহা খুসী—কোথায় ম'রে ভূত হ'য়ে, শেওড়া গাছে, বট গাছে, ঘুরে ম'রতো, লোকে কত আমোদ প্রমোদ ক'র্চ্চে, ভাল মন্দ খাচ্চে, জুল্‌ জুল্‌ কোরে তাকিয়ে দেখ্‌তো এবং বুক ফেটে ফেটে, ম'র্‌তো—কারণ প্রেতের তো আর হাওয়ার জিভ্‌, পেটে খিদে থাক্‌তে, স্থূলদেহ না থাকায়, স্থূল জিনিষ স্পর্শ

বা আস্বাদন করিবার তার সাধ্য নাই—স্ত্রী পুত্র চোখে দেখ্‌তো মাত্র; এখন সে তাহা অপেক্ষা হাজার গুণ ভাল অবস্থা পেলে।—এখন জমি কিন্‌বে, চাষ ক'র্‌বে, চাকর রাখ্‌বে—কত ভাল মন্দ খাবে ও ছেলে পিলে দিগকে খাওয়াবে—তাহাদিগকে কত পোষাক ও গহনা দিয়া আদর ক'রবে—এই সব চিন্তায়, সে আবার অন্য ধরণের পাগল মত হলো। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ নেশায় বিভোর মত, টাকাগুলিসহ কলসীটি মাথায় ল'য়ে, ঘরে ফিরে আস্‌লো—সে ব্রাহ্মণীকে আগাগোড়া সব ব'ল্লে—কেবল ১ বৎসর পরে সন্ন্যাসীর নিকট ফিরে যেতে হবে সে কথাটি ব'ল্লে না। ব্রাহ্মণী ব'ল্লে "দেখ গোঁসাই আর আমি তোমাকে কখনও কিছু কটু কথা ব'ল্‌বো না, তোমার আমি আজ্ঞাধীন, সেবাদাসী হ'য়ে থাক্‌লাম। এখন এক কাজ করো, ২ খানি ঘর কর, ২০০ বিঘা জমি কেনো, ৪টা চাকর রাখ, কিছু টাকা সুদে লাগাও, এই সব করো; তখন ব্রাহ্মণীর পরামর্শ মত কার্য্য সব হ'তে লাগ্‌লো, এইরূপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, একটা বৎসর কেটে গেল।

এদিকে হ'য়েছে কি, কাঙালী চরণ তো, এক বছর পরে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা, এক কালেই ভুলে গেছে—অথবা কখনও মনে প'ড়লেও, কোথাকার সন্ন্যাসী ঠাকুর, না গেলে সে আর কি ক'র্‌বে? ইত্যাদি রকমে মনকে বুঝ্ মানিয়ে নিশ্চিন্দি গৃহকার্য্য করিতেছে। এখন সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখলেন বামুন তো, সুখের দশায়, তার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সব ভুলে বা হজম ক'রে ব'সে আছে—তিনি ঠিক এক বৎসর অন্তে ১৫ দিন গত হ'লে, কাঙালীর বাড়ী এসে হাজির হ'লেন এবং কাঙালীর চাকরকে সুধালেন বাপু হে, কাঙালী চরণ কি বাড়ী আছে? তাহাকে একটা খপর দেও তো, যে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর ডাক্‌ছেন—ঐ খপর পেয়ে, কাঙালী তখন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, এসে ব'ল্লে—প্রভু, আপনি এসেছেন, তা ভালই হয়েছে,—এই বসুন, হাত পা ধু'ন, খাবার দাবার

যোগাড় করি—তখন সাধু ব'ল্লেন, আমি তোমার ও সব ভনিতা শুন্তে চাই না, এখন তুমি তোমার অঙ্গীকার মত আমার নিকট ঈশ্বরসেবায় যাচ্চো কি না, তা বলো—তখন কাঙালী আম্‌তা আম্‌তা, ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে, বল্লে—প্রভু, মাপ করুন, সবে এই সংসার পাতায়েছি মাত্র, এখনও ধান্ পান্, খাজনা পত্র, লোকের নিকট বুঝ্ সুঝ্ কোরে লওয়া হয় নাই—আর ১ বৎসর সময় দিন, আমি ঠিক নিশ্চয়, আপনার নিকট আগামী বর্ষের এমন দিনে হাজির হবো; সন্ন্যাসী তো, "তথাস্তু", "তাই হউক" ব'লে হাত পা না ধুয়ে, কিছু না খেয়েই, ধূলো পায়ে নিজ স্থানে কাঙালীর প্রতি কৃত্রিম রাগ প্রকাশ ক'রে, কিন্তু মনে মনে, হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে, চ'লে গেলেন। আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ১ বৎসর কেটে গেল, সন্ন্যাসী দেখ্‌লেন, বামুন তো আর বনে ফিরলো না, এবারও তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার বাড়ী গেলেন, তখন সে আবার থতমত পেয়ে "পা দুটি" ধ'রে ব'ল্লে, প্রভু এবারটিও মাপ করুন—আমার বড় ছেলেটির ৯ বৎসর বয়স, তার এ বৎসর পৈতা দিয়ে, সবে মাত্র জীবনে লোক জন খাওয়ানো এই প্রথম কাজ করিব; সেই আয়োজনে ব্যস্ত আছি, আগামী বর্ষে আমি নিজ হইতে সেই ঠিকানায় আপনার নিকট নিশ্চয় যাইব—আপনাকে কষ্ট ক'রে আর আস্‌তে হবে না; সাধুতো পূর্ব্ববৎ কৃত্রিম রাগ প্রকাশ কোরে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে, চ'লে গেলেন। এবার তৃতীয় বারও সন্ন্যাসী দেখ্‌লেন, এক বৎসর গত হলো, বামুন তো এলো না, তিনি পুনরায় তার বাড়ী গেলেন, সেবারও বামুন তাঁর নিকট কেঁদে কেঁটে কাকুতি মিনতি ক'ল্লে—এইরূপে আরও ৪ বার—এবার আমার একটি নব পুত্র হ'য়েছে, তার অন্নপ্রাশন দিতে হবে, এ বৎসর আমার স্ত্রীর একটা ব্রত উদ্‌যাপন ক'র্ত্তে হবে, এবার আমার বড় ছেলের বিয়ে, এবার নব বধুকে ঘরে আন্‌তে হবে—এইরূপ বলিয়া সন্ন্যাসীকে কাঙালী চরণ ফিরাইল। ৮ম বারে সাধু এসে শুন্‌লেন, যে গত বার চলিয়া যাওয়ার দুই মাস পরেই,

কাঙালীর মৃত্যু হইয়াছে—ইহা শুনে, তিনি তাহার বড় ছেলেকে ডাকালেন, এবং অনেক দুঃখ আপশোষ প্রকাশ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি বাড়ীতে একটি নূতন এঁড়ে বাছুর দেখে ব'ল্লেন, দেখ, এই বাছুরটির লক্ষণ বড় ভাল, ইহাকে যত্ন ক'রে খেতে দিও, আমি তোমাদের বংশের বন্ধু, আবার ১০।১২ বৎসর পরে সময়মত মধ্যে মধ্যে, তোমাদিগকে দেখিয়া যাইব,—এই ব'লে সন্ন্যাসী ঠাকুর, বাটীর সকলের কাকুতি মিনতিতে একটু না বসিয়াই, দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কথা ক'য়ে, চ'লে গেলেন।

১২ বৎসর পরে, সন্ন্যাসী পুনরায় এলেন, এবং কাঙালীর ছেলেদের কুশল সুধাইয়া নানা কথার পর ব'ল্লেন, বাপু হে, তোমাদের যে একটি এঁড়ে বাছুর দেখে গিয়েছিলাম—সেটি কোথায়—তখন বামুনের দুই ছেলে দুঃখ ক'রে ব'ল্লে—ঠাকুর, ঐ বাছুরটি খুব ভাল বলদ হ'য়েছিল, দিবা রাত্র অক্লান্ত-ভাবে, অতি অল্প মাত্র ঘরের খেয়ে, কাজ ক'র্‌তো—কখনও বাড়ীতে তাহাকে ভালরূপে খইল ছানি দিলেও সে খাইত না; মাঠে চ'রে এসেই তার পেট ভ'র্‌তো—সেটির আজ ১ বৎসর মৃত্যু হ'য়েছে। তখন গোঁসাই বলিলেন, বৎসগণ, এই যে একটি নূতন কুকুরের বাচ্ছা দেখিতেছি, এটি কোথায় পেলে? ছেলেরা বলিল, প্রভু, এটি আমাদের বাড়ীরই খেঁকীর ছানা, আজ ২।৩ মাস হ'য়েছে; তখন তিনি ব'ল্লেন, এটিকে তোমরা বেশ যত্ন কোরে রেখো, এটি ভাল কুকুর হবে—আমি এখন চ'ল্লাম, আবার ১২ বৎসর পরে আমি এসে দেখা দিব—আমাকে ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ ক'র্ত্তে হয়—হাঁটা পথ, বিশ্রাম ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে, অনেক সময় লাগে—তাই চল্‌তি পথে, তোমাদিগকে ভালবাসি, সেই জন্ত একবার দেখে যাই—ছেলে দুটি গড় হ'য়ে পায়ের ধূলা নিল—ঠাকুরও নিজ স্থানে চ'লে গেলেন। এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, আবার ১২ বৎসর কেটে গেল—এখন কাঙালী চরণের ছেলেদের চকমিলান্ দালান বাড়ী—বাড়ীতে ৫০ গোলা ধান ও ২টি

লোহার সিন্ধুক বোঝাই টাকা হ'য়েছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর সময় মত, আবার ১২ বৎসর পরে এসে দেখা দিলেন, ছেলেদের কুশল সুধাইলেন এবং সাংসারিক নানা হিতোপদেশ পূর্ব্বপূর্ব্বকার মত দিলেন, অতঃপর তিনি কথায় কথায়, জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, তোমাদের সেই কুকুর ছানাটি কোথায় গেল? তখন তাহারা দুঃখ প্রকাশ ক'রে ব'ল্লে, প্রভু, সেটির আজ ১ বৎসর হ'লো মৃত্যু হ'য়েছে—তার মত ভাল কুকুর হয় না,—দিবসে পরের বাড়ী খেয়ে আস্তো এবং রাত্রিতে সারা রাত্রি এই বাড়ীর চারি পাশে পাহারা দিত, তিনবার সে ডাকাতের হাত থেকে আমাদিগকে রক্ষা ক'রেছে,—এখন তাহার অভাবে, আমরা দুইটা দরওয়ান ও ৪টা বন্দুক রাখিয়াছি—পূর্ব্বে শুধু ২টা বন্দুকেই কাজ চলিত—তাহার মৃত্যুও অতি কষ্টে হ'য়েছে, শেষ বার ডাকাতের হাতে তার পাগুলি কাটা পড়ে, ১৫ দিন অতি যাতনায়, আমাদের পানে ছল্ ছল্ চোখে চেয়ে, সে প্রাণ ত্যাগ ক'রেছে—দেখুন, তার মৃত দেহ আমরা ঐ স্থানে কবর দিয়ে, ইঁট্ চূণ দিয়ে বাঁধাইয়ে, স্মৃতি চিহ্ন ক'রে রেখেছি। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর ক্ষণকাল, চোখ্ বুজে থেকে, পরে ব'ল্লেন—বৎসগণ, যথেষ্ট হ'য়েছে, খুব দেখ্‌লাম ও শুন্‌লাম, এখন এক কাজ কর দেখি—আমার কথা শুন, তোমাদের যে ধনাগার আছে, যাহাতে লোহার সিন্ধুক বসাইয়াছ, তাহাতে এক বৃহৎ বিষধর গোখুরা সাপ আছে, কোন দিন তোমাদের সর্পাঘাত হইতে পারে,—ইহা আমি গণনায় বুঝিতেছি, সাপুড়ে আনাইয়া ঐ ঘর আমার সাম্‌নে খোঁড়, উহাতে ২টি গর্ত্ত সিন্ধুকের পাশে দেখিতে পাইবে; তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ সাপুড়ে আনাইয়া এবং লোহার সিন্ধুক অন্য স্থানে সরাইয়া খুঁড়াইতে লাগিল, ২টি গর্ত্তও দেখা গেল—খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে, এক বড় গোখুরা-সাপ ফণা ধ'রে, ফোঁস্ ফোঁস্, ক'র্ত্তে কর্ত্তে, বাহির হ'লো—সাপটি আত্মরক্ষার্থ গজরাইয়া ফণা ধরিয়া নানা স্থানে ছোঁ মারিতে লাগিল,—তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর নিকটস্থ এক বাঁশ

খণ্ড ল'য়ে, সাপের মস্তকে আঘাত ক'ল্লেন, সাপটি মরিয়া গেল—তখন তিনি তাহার মাথায় নিজ কমণ্ডলুর জল মন্ত্র পড়িয়া ছিটাইয়া দিলেন,—সকলের সমক্ষে একটা জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ ঊর্দ্ধদিকে চলিয়া গেল। তখন ছেলেরা সুধাইল, ঠাকুর আপনি সাধু ব্যক্তি এই জীব হিংসা কেন করিলেন এবং কেনই বা আপনি মন্ত্রপূত জল ছিটাইলেন, ঐ আলোর মত পদার্থটা কি, কোথায় গেল ? আমরা এ সব বুঝতে পার্চ্চি না, অনুগ্রহ ক'রে বলুন,—আমরা ঐ সাপটাকে কলসীতে পুরিয়া নদীর অপর পারে ছাড়িয়া দিতাম, বধ করিতাম না। তখন সাধু বল্লেন, বাপু হে; তোমাদের মাতাঠাকুরাণী বোধ করি, কিছু কিছু বুঝতে পার্ব্বেন—তাঁহাকে ঐ গৃহের মধ্যে ডাকাও, আমি বাহিরে তোমাদের সমক্ষে সকল কথা বলিতেছি। ঐ কথা মত ছেলেদের মাতা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলেন ; তখন সন্ন্যাসী বল্‌তে লাগিলেন—বৎসগণ, তোমাদের পিতা, অতি গরীব অবস্থায় একবার আত্মহত্যা ক'র্ত্তে গিয়েছিলেন, তখন এক সন্ন্যাসী তোমার পিতাকে ৭ হাজার টাকা দিয়ে ফিরাইয়াছিলেন, সে কথা, তোমাদের মাতার নিকট গল্পচ্ছলে কখনও শুনিয়া থাকিবে—ছেলেরা বলিল, আজ্ঞে হাঁ, তা তো আমরা শুনিয়াছি, তখন সন্ন্যাসী ব'লতে লাগিলেন, তোমার পিতা ১ বৎসর পরে ঐ সন্ন্যাসীর নিকট ফিরিয়া গিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা কেহ কি অবগত আছ ? ছেলেরা তাহাদের মাতাকে সুধাইয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে তাতো আমরা কেহই জানি না—তখন তিনি ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—আমি এক বৎসর পরে পরে, তাঁহার কথা মত যে ৭ বার ফিরিয়া গিয়াছি, তাহাও তোমরা বোধ হয়, কেহ জান না—ছেলেরা বলিল আজ্ঞে, না, তা আমরা জানি না—সন্ন্যাসী ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, ৮ম বারে আসিয়া তোমাদের সহিত আমার কথা বার্ত্তা হয় ; তোমরা বলিলে ১০ মাস হইল পিতার মৃত্যু হইয়াছে ; তৎকালে একটি বাছুর দেখিয়াছিলাম, ১২ বৎসর

পরে আসিয়া একটি কুকুর দেখিলাম—তার পর, এবার আসিয়া একটি সাপ দেখিলাম—ছেলেরা বলিল, পিতৃদেব, ইহার অর্থ কি অনুগ্রহ ক'রে বুঝায়ে দিউন। সন্ন্যাসী ব'লতে লাগ্‌লেন—তোমাদের যখন চাষের প্রথমতঃ উন্নতি হইতে থাকে, তখন তোমার পিতা সর্ব্বদা ভাবিতেন ১০টা ভাল বলদ মিলে ভাল হয়—এই জন্য তিনি বলদ চিন্তায় গো জন্ম পাইয়াছিলেন; তৎপরে যখন তাঁহার বলদদেহী আত্মা দেখিল, ছেলেদের অনেক ধান্যগোলা হ'য়েছে, বিনা খরচে পাহারা দিবার উপায় হ'লে ভাল হয়—২।৪টা কুকুর মিলিলে সে কার্য্য হয়, এই হেতু সেই চিন্তায় তিনি কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়েন; তার পর, তাঁর কুকুরদেহবেশী আত্মা দেখিল তোমাদের ধনাগারে লোহার সিন্ধুক হইয়াছে, এখন ধান্যের পাহারা ছাড়িয়া ধনাগারে পাহারাই কর্ত্তব্য, এই জন্য তিনি ধনাগারে বিষধর সর্পরূপে পাহারা দিতেছিলেন; বৎসগণ, "ভাবনা যস্য যাদৃশী, গতি র্তস্য তাদৃশী ভবেৎ," তোমাদের পিতা আজ ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে আমার শরণাগত হ'য়েছিলেন, এ জন্য আমি তাঁহাকে বরাবরই আত্মহত্যায় উদ্যত হওয়ার কাল হইতে রক্ষা করিয়া পুত্রতুল্য দেখিতাম; এক্ষণে আর তাহার ক্রমশঃ যোনিচক্র ভ্রমণ আমার সহ্য হইল না, তাই তাহার মঙ্গলার্থে তাহাকে বধ করিয়া আমার এই কমণ্ডলুর মন্ত্রপূত সর্ব্বতীর্থের জল তাহার উপরি ছিটাইয়া দিলাম—পাপ নাশ হইয়া সেই পবিত্র অবস্থায় তাহার আত্মার ঊর্দ্ধগতি জ্যোতিরূপে হইল, তোমারা স্বচক্ষে দেখিলে; এই সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রগণ, স্ত্রী ও অন্যান্য সকলে সাধু সাধু, বলিয়া উঠিল এবং সকলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদধূলি লইয়া, কেহ বা মাদুলী করিয়া ধারণার্থ তাঁহার জটা ছিঁড়িয়া লইয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিল।

আমার কথাটি ফুরালো
টুপ্ টাপ্ বৃষ্টি পড়িলো
কেনরে বৃষ্টি প'ড়িস ক্যানে
আকাশে মেঘ হ'লো ক্যানে
কেনরে মেঘ হ'স ক্যানে
বাতাসে টেনে আনে ক্যানে
কেনরে বাতাস টান্‌িস্ ক্যানে
স্যিয্যি সমুদ্দুর শোষে ক্যানে
কেনরে স্যিয্যি শুষিস্ ক্যানে
বিধাতার বিধান হ'লো ক্যানে
কেনরে বিধান হ'লি ক্যানে
ঐটির বেলায়; মজিদার
তুনিয়াদারি সব ফক্কিকার!

অদৃষ্ট ও পুরুষকার!

(লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং)

একদা এক সদাগর পুত্র ও তাহার বন্ধু তুজনে ঘোঁড়ায় চ'ড়ে নিবিড় বনে শীকার ক'র্ত্তে গিয়েছিল—পথে যেতে, যেতে, উভয়ে যোড়ছাড়া হ'য়ে, পথ ভুলে, পৃথক হ'য়ে প'ড়্লো; সদাগর পুত্র ঘোঁড়া হ'তে নেমে বন্ধুর অনুসন্ধান ক'র্ত্তে লাগ্‌লো—ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে, সে এক তোড়া টাকা কুড়াইয়া পাইল;

এ দিকে তাহার বন্ধুও তাহাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে, এক লতা পাতা পূর্ণ গর্ত্তে প'ড়ে পা ভেঙ্গে বিপন্ন হ'য়ে প'ড়লো—তখন সে উচ্চৈঃস্বরে, বন্ধু হে, ও বন্ধু, ব'লে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো; তখন অনেকক্ষণ পরে সদাগর পুত্র তার বন্ধুর চীৎকার শুনে, তার নিকট এলো—সে একা অনন্যোপায় হ'য়ে, বন্ধুকে বহু চেষ্টায় উঠাইয়ে, নিজের কাঁধে ভর দেওয়াইয়া ল'য়ে যেতে লাগ্‌লো—তখন তাঁদের লোক জন সমস্ত পিছাইয়া পড়িয়াছিল, কারণ তাহারা দুজনে নিবিড় বনে পথহারা হ'য়েছিল; ঐরূপ অবস্থায়, তাহারা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে, লোক জনকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে, পথ অতিক্রম ক'র্‌তে লাগ্‌লো; তখন পথিমধ্যে এক শিব মন্দির দেখ্‌তে পেয়ে, তাহারা আশ্বস্ত হইল; তথায় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন, তাহারা দেখিতে পাইল; তাঁহার নিকট অতি কাতর ভাবে তাহারা তৃষ্ণার জল ও কিছু খাদ্য যাচ্ঞা করিল, তখন সেই সাধুপুরুষ তাহাদিগকে উপযুক্ত পানীয়, নিকটস্থ পাহাড়ের ঝর্‌ণা হইতে আনিয়া দিলেন এবং বন হইতে কিছু সুস্বাদু ফল মূলও আনিয়া দিলেন—জল পান ক'রে ও ফলমূল খেয়ে, দুজনে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল—সন্ন্যাসী ঐ পাভাঙ্গা পথিকটীর ভগ্নপদ উত্তমরূপে গাছ গাছড়ার রস ও পাতা দিয়ে এবং গাছের ছালের দড়ি প্রস্তুত ক'রে বাঁধিয়া দিলেন এবং নিজে তাহাদের অনুগামী লোক জনের অনুসন্ধান করিয়া ডাকিয়া আনিলেন; তথায় তাহারা ঐ খঞ্জ ব্যক্তির জন্য একটি কাপড় ঘেরা ডুলি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আয়োজন করিল।

এমত কালে বড়ই মনঃক্ষোভে ঐ খোঁড়া ব্যক্তি, সাধু পুরুষকে বলিতে লাগিল, মহাত্মন্‌, ইহজন্মে, আমি সৎকর্ম্মশীল বলিয়া সর্ব্বজন-প্রশংসিত কিন্তু আমার বন্ধু এই সদাগর পুত্র বড়ই দুঃশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ; আমি কখনও মিথ্যা কথা বলিয়া পরের অপকার করি না, গরীব দুঃখীকে যথাসাধ্য নিজের অভাব থাকিতেও সাহায্য করিয়া থাকি; পরদার, পর সম্পত্তি

হস্তগত করা, আহারার্থে প্রাণীবধ, কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না—কিন্তু আমার এই ধনী বন্ধুটি, ঠিক তাহার তাহার বিপরীত কার্য্যশীল—তবে, হে ধীমান্! আমাদের উভয়ের এরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় পদে পদে, ঘটিতেছে কেন? এ দুনিয়ার কি একটা বিচার কর্ত্তা মালিক নাই? তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, বৎস! তুমি ভুল বুঝিতেছ—এই বিশ্বের একটা কর্ত্তা ও বিধাতা না থাকিলে এমন নিতি নিতি, একই নিয়মে, সূর্য্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদির উদয় হইবে, কেন? একই নিয়মে, শীত, গ্রীষ্ম, প্রভৃতি ঘটিতেছে কেন? একই নিয়মে বসুন্ধরা, পুত্র, পুষ্প, ফলবতী হইতেছে কেন? ফলতঃ মানব মাত্রেই অধিকাংশ জ্ঞান-শিশু, তাই বিধাতার হস্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পায় না—যেমন একটি বৃহৎ সহরে সুপ্রতিষ্ঠিত কল ও কর্ম্মচারীর সাহায্যে জল ও আলোকের বন্দোবস্ত আছে—কিন্তু কোন নবাগত, অশিক্ষিত গাঁড়াগেঁয়ে লোক তথায় যাইলে, কল টিপিলেই জল পড়ে ও রাত্রি আসিলেই আলো হয়, কেবল মাত্র এইটিই বুঝে—কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের পশ্চাতে যে চালক ও নিয়ামক শক্তি আছে, বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ সাধারণ বুদ্ধির লোকে এই জগৎ সৃষ্টির রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারে না; বৎস! তোমার মনে এই যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে কেনই বা তুমি ধার্ম্মিক হইয়া খঞ্জপদ হইলে, আর তোমার বন্ধু সদাগর পুত্র কেনই বা লম্পট ও পরস্বাপহারী হইয়া উপরন্তু এক তোড়া টাকা পাইল—এই রহস্যের অর্থ এই যে, মানব মাত্রেই, অদৃষ্ট ও পুরুষকার এতদুভয়ের ফলভোগ কতকটা ইহ জীবনেও করিয়া থাকে—ঐ সদাগর পুত্র, পূর্ব্বজন্মে মহাপুণ্যশীল ছিল, এ জন্মে কদাচার করিয়া সুকর্ম্ম ফল প্রাপ্তির অপচয় করিতেছে, তাহাতেই অদ্য সে লক্ষ টাকা প্রাপ্তি স্থলে, শত মুদ্রার তোড়া পাইয়াছে,—তাহার হাতীপ্রাপ্তির যোগ ছিল, কিন্তু কুকর্ম্ম দোষে পুণ্যক্ষয় হওয়ায় তাহার ব্যাঙ্ লাভ হইয়াছে; আবার অন্য দিকে, তুমি পূর্ব্ব জন্মে, বড়ই অধার্ম্মিক ছিলে, এ জন্মে পূর্ব্ব

কর্ম্মফল বশতঃ তোমার হস্ত পদ চক্ষু প্রভৃতির হানি হইয়া জড় পিণ্ডত্ব প্রাপ্তির যোগ ছিল, কিন্তু এই জন্মে সৎকর্ম্ম দ্বারা সেই অতীব যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া কেবল মাত্র একটি পদ খঞ্জ লাভ করিলে—ইহা আরোগ্য হইবে—ঈষৎ খোঁড়া হইয়া চলিতে ফিরিতে পারিবে—যাহা হউক, বৎস, আমার এই কথা, কদাচ অতি বিপদেও ভগবৎবিধানে সন্দিহান্ হইয়া, সুপথ ভ্রষ্ট হইও না।

খেলারামের চতুষ্পাঠী।

খেলারাম পণ্ডিত ও শিষ্য ভজহরি।

শিষ্য। ঠাকুর, আমার পুঁথিগত বিদ্যে, সকল শাস্ত্রেই তো এক রকম হ'য়েছে, এখন সংসারে চলবার ফের্‌বার মত গোটাকত মুষ্টি-যোগ ব্যবস্থা ক'রে দিলেই, এ গরীব নিজ দেশে চ'লে যায়।

খেলারাম। তুমি কি ব'লছ, ভাল ক'রে, খোলসা ক'রে বল।

ভজহরি। আমি এমন কিছু বলি নাই, তবে ব'লছিলাম কি, সংসার সমুদ্রের জটিল আবর্ত্তে প'ড়ে অনেক সময়ে হাবুডুবু খেতে হবে, তাই গোটাকত সহজ বোধ্য উপদেশ কথা আমাকে উপদেশ দিউন্।

খেলারাম। বৎস ভজহরি, উপদেশ আর বিশেষ ক'রে কি দিব, তবে সংসারে এই প্রায় আড়াই কুড়ি বৎসর বিচরণ ক'রে, যা কিছু বুঝেছি, তাই গোটাকত তোমায় ব'লছি,—ইহা ভাল, মন্দ, সু, কু, বিবেচনা করা, না করা, তোমার এখন বুদ্ধির বিষয়।

১। শৈশব কালে বাহ্যতঃ দেখিতে শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু উহা জ্ঞান বৃত্তি পরিচালনের ক্ষেত্র নহে, বলিয়া কার্য্যতঃ গর্ভবাস কালের তুল্য কোন রূপ কর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না।

২। শিশু পুত্রকে ১১ হইতে ২০ বয়স পর্য্যন্ত সুসঙ্গে থাকিতে ও পৃথক শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য—কারণ কামরিপু বড়ই বলবৎ, উহা স্থান, অস্থান, পাত্র, অপাত্র, গুরু, লঘু, জ্ঞান করে না—বালকগণের মধ্যেও কুসংসর্গ দোষে অতি বীভৎস দোষের কথা শুনা গিয়া থাকে—সে দোষ অভ্যাসগুণে অনেকে প্রৌঢ় বয়সেও ত্যাগ করিতে পারে না।

৩। এই গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে পুত্রের ১৯ বর্ষ বয়সে, কন্যার ১৪ বর্ষ বয়সে বিবাহ হওয়া যুক্তিযুক্ত, নচেৎ অনেকেই অন্তরালে স্বাস্থ্যহানিকর, কুঅভ্যাসের আত্যন্তিকী চালনা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে একটা জড়পিণ্ডবৎ দুর্ব্বহ করিয়া ফেলে; কন্যাগণের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ ও বড়ই স্বাস্থ্যহানিকর, এ সম্বন্ধে গতানুগতিক না হইয়া সকলের দৃষ্টফল ও যুক্তিমত চলা কর্ত্তব্য; ইহা কোন্ বুদ্ধিতে বলে যে, ২০ বয়সের যুবা ও ১০ বয়সের বালিকার মন ও প্রবৃত্তি সমপরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত?

৪। বুড়া বলিয়া, দেখনবুড়াকে, কামত্যক্ত বুড়া ভাবিও না, কারণ অনেক ৬০।৭০ বয়সের বুড়ার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি; তাহাদের কাম প্রবৃত্তি অনেক ৩০।৪০ বছরের যুবা অপেক্ষা উগ্রতর।

৫। সংসারে সুন্দর, সুন্দরীর জন্য লালায়িত হইও না; দেখ জগদীশ্বর একদেশদর্শী নহেন; যে দেশে ভাল আম্র জন্মে, তথায় ভাল ইক্ষু, আনারস, কমলালেবু, খেজুররস, ডাব, নারিকেল প্রভৃতি জন্মে না (যথা জিলা মালদহ); কালোবর্ণ কোকিলের কণ্ঠেই সুমিষ্ট স্বর বিরাজ করে; কালো মেঘের কোলেই বিদ্যুৎ ললনা শোভা পায়; জোলসধারী হীরক পাথরিয়া কয়লার জাতি মাত্র; যথায় ভূগর্ভে স্বর্ণখনি আছে, তৎপ্রদেশের ভূপৃষ্ঠ

অনুর্ব্বর, তথায় কোন শস্যাদি জন্মে না, এই রূপ জগতের সর্ব্বত্র বিষমতা অন্তরে অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে—প্রায় শত করা ৯০টি স্থলে দেখা যায়, সুন্দরী স্ত্রীরা বড় কম ভাগ্যবতী, হয়তো কেহ অধিক সংখ্যক কন্যা বা পুত্র প্রসব করিয়া সংসারজ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন, কেহ বা রুগ্ন, গোঁয়ার ক্ষিপ্ত সন্তান প্রসব করিতেছেন, অথবা এককালেই বন্ধ্যা হইতেছেন—এই রূপ বৈষম্য চরাচরের সর্ব্বত্র বিরাজমান। এক জন মাসিক ৪০৲ টাকা আয়ের ব্যক্তি এক কন্যা ও ২টী সুপুত্র লইয়া যত সুখী, অপর এক জন ৫০০৲ টাকা আয়ের ব্যক্তি ৮।১০টী পুত্র কন্যা লইয়া তত সুখী নহেন—শেষ অবস্থায়, সঞ্চয়ও কিছু থাকে না।

৬। কদাচ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য উচ্চ চাল চলনের আদর্শ ধরিয়া চলিও না ; না থাকৃতে যে খেতে চায়, তার মুখে ছাই, থাকৃতে যে না খায়, তারও মুখে তাই"। সহর অপেক্ষা পল্লী-জীবনে, অনেক সুখ শান্তি আছে—উন্মুক্ত বায়ু, পবিত্র দুগ্ধ, হজমিকর পানীয়, সেখানে মিলিয়া থাকে ; সহরে যথায় লক্ষ লক্ষ পায়খানা, অবিরত কুবাষ্প বিতরণ করিতেছে, যথায় সূর্য্য কিরণের মুখ দেখিতে পাওয়া দুর্ঘট, যেখানে ভেজাল তৈল, ভেজাল ঘৃত, ভেজাল বা ফুকা দেওয়া দুগ্ধ ভিন্ন চলিবার যো নাই, সে স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থান, মাসিক ৪০৲ আয় হইতে ৪০০৲ পর্য্যন্ত আয়ের মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে? এতদ্ভিন্ন বড় বড় সহরে সন্তান সন্ততি অনেক কুপ্রলোভনে পড়িয়া, অযথা সময়ে অস্থানে কামরিপুর চালনা করিয়া জন্মের মত স্বাস্থ্যভঙ্গ ও তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানবর্গের রোগের নিদান হইয়া থাকে। তুমি অধিক উপার্জ্জন করিতেছ, উত্তম কথা, দেশের ও দশের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—অযথা নিজে বিলাসিতায় ডুবিয়া ছেলেপিলেকেও বিকৃতমস্তিষ্ক করিও না, কারণ তোমার অভাবে তাহাদের উচ্চ চালচলনের দশায় কি হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ—

একবার চাল বিগড়াইয়া গেলে, সহসা তাহাকে খাটান কঠিন কার্য্য, তখন নিরুপায় বংশধরগণ একুল, ওকুল দুকুল হারাইয়া (কারণ ছোট কার্য্যে তো তাহাদের মন বসিবে না) বোম্‌বেটিয়া হইয়া দাঁড়াইবে—তাঁহারা যে ৩।৪ খানি মোটর গাড়ীওয়ালা উকিল বাবুর পুত্র, ডাক্তার সাহেবের পুত্র?

উচ্চ চাল চলনে থাকা, যেন দ্বিতল, বেষ্টন বিহীন, ছাদে পরিভ্রমণ তুল্য; তথা হইতে উন্মুক্ত বায়ু ও রৌদ্র সম্ভোগ যে রূপ হয়, নিম্ন প্রদেশস্থ শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পল্লীর ময়দানেও দরিদ্র ব্যক্তি সে সুখ কোন অংশে কম উপভোগ করে না—অধিকন্তু উচ্চারোহীর কোনরূপে পাদস্খলনে পতন হইলে, হাড়্ গোড়্ ভাঙ্গিয়া চলৎশক্তি থাকে না, মাংসপিণ্ডবৎ জড় হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু সাধারণ তৃণক্ষেত্রবিহারী আছাড়্ খাইলেও, উঠিয়া, গা ঝাড়া দিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অভীষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

কথায় বলে, "ঘরে ভাত থাকিলে, দোয়াড়ে মাছ পড়ে", পল্লীগ্রামের ২০ বিঘা জমি থাকিলে, অন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগাড় সহজে হইয়া যায়—নিঃসম্বল সমদশাপন্ন সহুরে লোকের মত হা, হুতাশ, করিয়া বেড়াইতে হয় না; মাটির ঘর দেওয়ালও দালান অপেক্ষা স্বাস্থ্য প্রদ ও ব্যবহারোপযোগী, কারণ তাহা ইচ্ছামত সরানো নড়ানো, মাজাঘসা করিতে পারা যায়।

ভজহরি।—গোঁসাই, আজি কালি হিন্দু্ কাহাকে বলা যাইতে পারে, কি পাপে হিন্দুগণের রাজত্ব গেল, হিন্দুর ভবিষ্যৎই বা কি?

গুরু।—হিন্দুর বিশেষত্বপরিচায়ক এই তিনটি অবশ্যপ্রতিপাল্য নিষেধ বা সূত্র আছে—(১) বিবাহ সম্বন্ধে, নিজ নিজ জাতীয়তা বজায় রাখিয়া চলা অর্থাৎ ভিন্ন জাতিতে বিবাহ বা রক্ত সংস্রব স্থাপন নিষেধ, (২) উচ্চ শ্রেণীতে বিধবা বিবাহ নিষেধ, (৩) গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ। আজি কালি অনেক উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী—হিন্দু পশ্চিমে কাহার, কুর্ম্মির আচার ব্যবহারের আদর্শ ধরিয়া

বিধবা বিবাহ ও মুর্গী ভক্ষণ পছন্দ করিতেছেন বটে, যেহেতু ঐ, ঐ, পশ্চিমা জাতি হিন্দু শ্রেণীভূক্ত, ইহা সত্য বটে, কিন্তু এ দিকে তাঁহারা বুঝিতেছেন না, যে স্বজাতি বা স্ববংশকে ঐ আদর্শে গড়িতে গিয়া—আপনাকে এ দেশের প্রচলিত জাতি বিচারের হিসাবে, কতটা নিম্ন ধাপে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন—অতঃপর এ দেশের বাগ্দী, চোয়াড়েরাও নিজেদের জাতির উচ্চ ব্যবহার বলিয়া, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শও করিবে না—দরিদ্র ভদ্রহিন্দুর মধ্যে হাজার করা ৯৯৯ জনের অর্থাৎ একটী জিলায় ১৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৫০০ বাদে অবশিষ্ট সকলেরই পল্লীগ্রামে বাস, নানা নিম্নজাতির সহায়তা ভিন্ন, তাঁহাদের এক দিনও চলিবার উপায় নাই। এ দিকে, এক জন সাধারণ কৃষকের অবস্থা, ৪০৲ আয় তো পরের কথা, ১০০৲ আয়ের চাকুরে অপেক্ষাও বাহ্য চাকচিক্যের অনর্থক খরচ ধরিলে, সচ্ছল বলিতে হয়! ঐরূপ বিলাত ফেরতের সহিত চলাফেরা করিয়া দরিদ্র হিন্দু বাগ্দী বাড়ীর পিঁড়েতেও উঠিবার স্থান পাইবেন না—উচ্চ চালচলনের লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার হেতু তাঁহাদের যে স্বল্প আয় মাত্র তাহাতে আর কুলাইবে না, ক্রমশঃ ঋণজালে ডুবিতে থাকিবেন, আচার, নিষ্ঠা প্রভৃতি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া নিজেরা ক্রমশঃ ম্লেচ্ছপদবাচ্য হইবেন, সে সব তো অপরিহার্য্য দূরের কথা।

ঈশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে হিন্দুর সকল দিকেই ব্যবস্থা আছে—তুমি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাকে ঐশ্বরিকবিভূতি দ্বারা সাজাইয়া পূজা কর বা জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য তুল্য দেবতার ধ্যান ধারণা কর, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিন স্তাং বিমুক্তয়ে ॥

—কালিদাস।

যোগবলে অভ্যাস দ্বারা গঠিতমন হইয়াছেন, এমন মহানুভবেরাই, ঈশ্বরকে মুক্তির জন্ম জ্যোতির্ম্ময় রূপে ধ্যান করিয়া থাকেন—সাধারণ হৈ, চৈ, প্রিয় লোকের দশে মিলে উপাসনা বা মূর্ত্তি পূজা না করিলে তো মনঃ পুত হইবে না? গোলে হরিবোল দেওয়াই তাহাদের স্বভাব সিদ্ধ।

ইতিহাসে রাজা জয়পাল ও পৃথ্বিরাজের বিরোধ দেখিয়া বুঝিবে, হিন্দুগণ কালক্রমে স্বার্থপরতায় ও আত্মম্ভরিতায় এতদূর অন্ধ হইয়াছিল, যে তাহারা বিদেশী, বিধর্ম্মী মহম্মদ ঘোরীকে ভারতে আহ্বান করিল।

হিন্দুগণের পরম সৌভাগ্য যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্রী ইংরাজগণ ভারতের রাজা হইয়াছেন—ইহাঁরা অসি হস্তে কুখাদ্য প্রদান ও বলপূর্ব্বক রমণীর প্রতি অত্যাচার করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন না; চিতোর আক্রমণে দ্বাদশ সহস্র হিন্দু সতী জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, এইরূপ কত শত শত স্থানে, কত হাজার, হাজার হত্যা ঘটিয়াছে, ইতিহাস তাহার পরিচয় দেয়।

ইংরাজ তো সোণার ঠাকুর, যিশুখ্রীষ্ট তো বৌদ্ধশিষ্য, তবে অপটু হিন্দু ইংরাজের দ্বেষ করিবে কেন? সে যে, নিজে, নবাবীঅত্যাচারে দিশেহারা হইয়া ইংরাজকে এদেশে ডাকিয়া আনিয়াছে!

বাস্তবিক বুঝিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মে প্রভেদ কোথায়? ইংরাজের ধর্ম্মে বলিতেছে "তুমি অন্যের প্রতি, কোন সৃষ্ট জীবের প্রতি, সেরূপ ব্যবহার করিও না, যাহা তুমি তাহার নিকট হইতে পাইতে ভাল বাস না"—তুমি অন্যকে প্রহার করিও না, হনন করিও না, কারণ তুমি তো নিজের প্রতি সেরূপ ব্যবহার কেহ করিলে তাহা ভাল বাস না—এই

স্থানেই তো "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" মর্ম্মগত রহিয়াছে; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বলে এক গালে চড় মারিলে, প্রতিশোধ লওয়া তো দূরের কথা, অন্য গাল পাতিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইও না; যিশু বলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে কে কি বলিয়া ডাকে বা কে তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে কি মত পোষণ করে, তাহা ধরিয়া তিনি বিচার করেন না, কিন্তু কে তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল, তাহাই পরীক্ষার জন্য সর্ব্বদা ন্যায়দণ্ডের তুল ধরিয়া আছেন।

"In as much as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done unto me,"—Jesus. *i. e.*, In the description given by Jesus Christ of the Day of Judgment, He is careful to explain that men will be divided at the last day of account, not by what they said about God or what they professed to believe about His Son, but by the way, in which they acted towards each other. That is the evidential test; none of us, has seen God at any time.

W. T. Stead.

Review of Reviews, July, 1905.

তাই বলিতেছিলাম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম কি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর নহে? যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা অশোকের সময় যে ধর্ম্মের চীন, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীব্যাপী বিস্তার হইয়াছিল—কালক্রমে, তাহারই ব্যভিচার দর্শনে কোন অজ্ঞাতনামা ভারতীয় প্রচারক কর্ত্তৃক কুমারী মেরীর আশ্রয় প্রদত্ত পুত্ররূপে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য কি সম্ভবপর নহে? রাজা অশোকের সমকালের ন্যায়, ইংরাজ রাজগণও শিক্ষা, হাঁসপাতাল, জলাশয়,

ক্যানাল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় তৎপর—সে কালের [illegible] অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা অবিবাহিত অবস্থায় হাঁসপাতালে রোগীপরিচর্য্যায় ও আর্ত্তসেবায় এবং জঙ্গলময় প্রদেশে অসভ্য নর-খাদক দিগেরও শিক্ষা প্রদান কার্য্যে ব্রতী হইয়া সারাজীবনটা কাটাইতেছেন—ইহা কি বৌদ্ধ যুগের জাজ্বল্য নিশানা নহে ?

শীত প্রধান দেশ, নদী জমিয়া তাহার উপর গাড়ী চলে, বলিয়া অনেকে মাংসাশী বটেন, কিন্তু অনেকে তো এককালেই উদ্ভিদ্‌ভোজী আছেন! এবং সকলেই তো প্রাণীবধ দোষের ইহা স্বীকার করেন! ইংরাজের ধর্ম্মে ঢাক ঢোল পিটাইয়া প্রাণী বলি দিতে অথবা প্যাঁচাইয়া প্যাঁচাইয়া তাহাদের নুঁটি কাটিতে উপদেশ দেয় না। অবশ্য কতকগুলি ব্যক্তির দোষ ও কার্য্য প্রণালীতে ইংরাজ শাসনে দোষ দেখা যায় বটে, তজ্জন্য রাজা বা রাজবিধান দায়ী নহেন—ঐরূপ দোষ হিন্দু ও মুসলমান আমলে ভূরি ভূরি ছিল। বৎস, ভজ! আমার এই উপদেশ কেহ ভগবৎ বিধানে হস্তক্ষেপ করিও না; কে দুই দুইবার লর্ড ক্লাইবকে আত্মহত্যার গুলি হইতে বাঁচাইল? দ্বিতীয় বারের ব্যর্থ চেষ্টায় গুলি ফস্‌কাইয়া যাওয়ায়, তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "Surely, I am reserved for something, Great." নিশ্চয়ই, বিধাতা আমা দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য, আমাকে এবারও রক্ষা করিলেন। কেই বা পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার একাকী চিন্তায় মুহ্যমান চিত্তে অমিত বল ও উৎসাহ উদ্দীপন করিল? সকলই "ইংরাজ রাজা হইবে" বলিয়া সেই ভগবৎ ইচ্ছা। ভগবৎ ইচ্ছা বলেই উপযুক্ত সময়ে ইংরাজ ভারতে কংগ্রেস বা পার্লামেণ্টরূপী স্বায়ত্ত শাসন না দিয়া থাকিতে পারিবেন না; বার্ক, ব্রাইট্, প্রভৃতি মহানুভবগণের কত উচ্চ উচ্চ মনের ভাব, বুঝিয়া দেখ, দেখি! যথা সময়ে ঐরূপ বার্ক, ব্রাইট্ প্রভৃতির আবির্ভাব হইবে।

সেরূপ ভাব সংসারে ব্যবহার ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণমনা, সর্ব্বদা শুচিবাইগ্রস্ত, হিন্দু বা ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মী কি কখনও অন্যের উপর পোষণ করিতে পারে? হিন্দু মারহাট্টাই হিন্দু বাঙ্‌লা লুঠপাঠ করিত—তাহা বর্গীর হাঙ্গামা বলিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

প্রকৃত হিন্দুগণ, যাঁহারা ১ হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন (এ্যাংলো হিন্দু অর্থাৎ বিলাতি আব্ হাওয়া প্রাপ্ত গণের কথা বাদ্ দিয়া) এই শত্রু মিশালি, নানারূপ আচার ব্যবহারশীল, দুর্জ্জয় নানা জাতির উপর এক্ষণে আর আধিপত্য করিতে চাহেন না—অথবা সে আশা ভরসা ও রাখেন না—হিন্দু দিগের "তে হি নঃ দিবসাঃ গতাঃ" তাঁহারা চাহেন—সুশীতল, সুখসেব্য, নিরুপদ্রুত অবস্থায়, জননী হইতেও অধিক কাল অর্থাৎ অশীতি বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যদাত্রী মাতৃরূপী গোরক্ষা ও সতী রক্ষার দুইটি নিশানা উড়াইয়া, কুটীর ছায়ায় বসিয়া, ভগবৎ ধ্যান ধারণা করিতে, পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতে,—তাঁহারা বুঝেন, এ সংসারে আমরা দুদিনের জন্য পথিক আসিয়াছি, এ পৃথিবীও দু দিনের জন্য মানব ভার বহন করিতেছে, ইহার এই নূতন জীব-প্রবাহ ধারণকাল ৪ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, আর বাকি আছে ৬ হাজার মধ্যে ২ হাজার বৎসর বা শত বর্ষে এক পুরুষ ধরিয়া ২০ পুরুষ মাত্র—তৎপরে চন্দ্রের নৈকট্য আগমন গতি বশতঃ জলপ্লাবনে ভূপৃষ্ঠে নূতন স্তর ও নূতন জীব পত্তন অনিবার্য্য। হিন্দুগণ, পূর্ব্ব জন্মও পরজন্মে একান্ত বিশ্বাসী; তাঁহারা দুর্ভিক্ষে, অনাহারে, গাছের ফল, মূল খাইয়া, এক বস্ত্রে দিন কাটাইয়া, পরমাত্মার ধ্যান, উপাসনায়, কাল কাটাইতে কিছু মাত্র দ্বিধা মনে করেন না; এতদবস্থায়, তাঁহারা মনের তেজের, উৎসাহের, কর্ত্তব্য পালনের ও সত্য নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হয়েন না।

বৎস, জান তো—নবদ্বীপের খ্যাতনামা অদ্বিতীয় পণ্ডিত বুনো রমানাথ,

তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া, অমৃত বলিয়াছিলেন, এমন উপাদেয় পদার্থ বাটীর পার্শ্বে থাকিতে, রাজবাড়ী ভিক্ষার্থ যাইবার কি প্রয়োজন, বলিয়া পত্নীর সহিত বচসা করিয়াছিলেন।

ভক্ত।—প্রভূ! অনেক কথা শুনিলাম, এখন একটি জিজ্ঞাস্য "সদা সত্য কথা বলিবে" এই উপদেশ বাক্য, সংসার ক্ষেত্রে কতদূর প্রযুজ্য? অনেক স্থলে ইহা পালন করিতে গিয়া প্রমাদ ঘটিয়া থাকে।

গুরু।—বৎস! আমার বক্তব্য এই, সংসারী লোকের পক্ষে মিথ্যা কথন ও সত্যগোপন, দুইটি পৃথক ব্যাপার; প্রথমটিতে সত্যের নাশ করা হয়, তাহার অস্তিত্ব এককালে ঘুচাইয়া দেওয়া হয়; অপরটিতে সত্যকে ক্ষণকাল জন্য ছাই, পাঁস ঢাকা দিয়া, অনিষ্ট-কারীর কু অভিপ্রায় হইতে রক্ষার্থ, তাহার অস্তিত্ব অল্প কালের জন্য লুক্কায়িত রাখা হয়; সত্য গোপনে গোপন কর্ত্তার কার্য্যে অপর ব্যক্তির ন্যায় সম্মত কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে না; যেমন বিষ প্রাণ-নাশক হইলেও, অনেক স্থলে উহার তীব্র বিকার নষ্ট করিয়া প্রাণ রক্ষা করার ক্ষমতা আছে এবং তজ্জন্য উহার ভৈষজ্যে প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে অনেকস্থলে সত্য গোপন, দূষণীয় হওয়া দূরে থাকুক বরং উহা হিতকারী পথ্য, প্রশংসনীয় ও ন্যায় ধর্ম্মমূলক। একটি হ'চ্ছে, ঢাল, তলোয়ার লইয়া প্রহার করা, রক্তপাত করা; অপরটি হ'চ্ছে, কেবল ঐরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া সুধুই আত্মরক্ষা করিয়া যাওয়া, উহাতে বিধিবিগর্হিত কোনও রূপ আঁচড়, অন্যের গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা নাই!

১। এক ব্যক্তির মাতা, পুত্রের বিদেশ হইতে বহুদিন কোন সম্বাদ না পাইয়া, অনাহারে উপবাসক্লিষ্ট ও তজ্জনিত প্রবলরোগে শয্যাশায়ী

আছেন—এমত অবস্থায়, তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সম্বাদবাহী পত্র ডাকযোগে আসিয়াছে,—এস্থলে, যদি কোন প্রতিবেশী ঐ পত্র পড়িতে গিয়া "পুত্র ভাল আছে, শীঘ্র বাড়ী আসবে" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত না করে, তাহা হইলে হয় তো সেই দুর্ব্বল নাড়ীর অবস্থায় ঐ হতভাগিনীর পুত্র শোকে সদ্য মৃত্যু ঘটিতে পারে।

২। কোন স্ত্রীলোক এক দিন প্রাতে খিড়্কি ঘাটে বিছানাপত্র কাচিতে গিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর অজীর্ণ দোষে ঐ বিছানা মলিন, হইয়াছে, এক্ষণে প্রতিবেশিনীরা কি হইয়াছে, সুধাইলে, তিনি বলিলেন খুঁকীর পেটের পীড়ায় বিছানা ময়লা হইয়াছে।

এস্থলে, সত্য গোপন দ্বারা তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামীকে দশজনের অনর্থক শ্লেষ, টিট্‌কারী হইতে রক্ষা করা হইল।

৩। কোন ব্যবসায়ীকে একজন ক্রেতা কত টাকা দরে, দ্রব্য খরিদ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল, সে সত্য গোপন করিয়া অন্যরূপ দর বলিল—ইহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ সে তো পাঁচ দোকান যাচাই করিয়া বাজার দরে খরিদ করিবে? অযথা অনর্থক, নিজ ব্যবসায়ের মর্ম্ম, অপরকে বলিয়া ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত করিবে কেন? কারণ অন্যে অধিক লাভের কথা শুনিয়া হিংসাদুষ্ট চিত্তে তাহার ব্যবসায়ের হানি করিতেও পারে।

৪। একজন কোন ঔষধ বা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাহার পেটেন্ট করিতে চাহেন, তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য গোপন করিলেন, ইহা দূষনীয় নহে।

৫। এক ব্যক্তি খড়্গ হস্তে অপর এক জনকে কাটিতে ধাবমান হইয়াছে—পথের মোড়ে, চৌমাথায় সে একজনকে সুধাইল "ঐ ব্যক্তি কোন দিকে পলাইল", তিনি বিপরীত পথ দেখাইয়া দিলেন, ইহাতে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল—এরূপ সত্য গোপন, পদে পদে বাঞ্ছনীয়, প্রশংসার্হ!

৬। একজন, অপর একজনের নিকট টাকা ধার করিতে, অতি বিপন্ন অবস্থায় আসিল; তাহাকে টাকা দিবার, ইহার ইচ্ছা নাই—তখন সে "টাকা আছে, দিব না, বলা" অপেক্ষা "আমার টাকা নাই, দিতে পারিলাম না" বলাই বিধেয়—কারণ অনর্থক একজনকে "থাকিতে দিল না, আমাকে অবিশ্বাস করিল", এইরূপ মনঃকষ্ট আর দেওয়া হয় না,—আবার এমনও ঘটিতে পারে, ঐ ব্যক্তি টাকা আছে, সন্ধান পাইয়া, ম'রিয়া হইয়া, রাত্রে তাহাকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিতে পারে—কারণ সে বড় অভাব গ্রস্ত, কাল টাকা না লইয়া গেলে, তাহার সর্ব্বস্ব নিলামে বিকাইয়া যাইবেক—অন্নসংস্থান এক বেলারও থাকিবেক না।

বৎস, ভজ! সত্য গোপনের এইরূপ নানা স্থল আছে :—

আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রভেষজমৈথুনম্।
অপমানং তপোদানং নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥

আয়ু, বিত্ত, গৃহছিদ্র, মন্ত্র, ভেষজ, মৈথুন, অপমান, তপ, দান এই নয়টি গোপনীয় বিষয়।

Quotations from R. W. Emerson, an American author, born at Boston, in America, in 1803; died in 1882; who in his depths of thoughts, is regarded by this writer, as the western Sankaracharja.

(His essays are a text book in the M. A. Exn.)

A man is a bundle of relations, a knot of roots, whose flower and fruitage is the world. His faculties refer to natures out of him and predict the world he is to inhabit, as the fins of the fish foreshow that water exists, or the wings of an eagle in the egg, presuppose air. He cannot live without a world.

No man can antedate his experience, or guess what faculty or feeling a new object shall unlock, any-more than he can draw today the face of a person whom he shall see tomorrow for the first time.

The idiot, the Indian, the child and unschooled farmer's boy stand nearer to light by which nature is to be read, than the dissector or the antiquary.

There is a class of persons to whom by all spiritual affinity, I am bought and sold; for them I would go to prison, if need be.

It is easy in the world to live after the world's opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he, who in the midst of the crowd, keeps with perfect sweetness, the independence of solitude.

In your metaphysics, you have denied personality to the Deity, yet when the devout motions of the soul come, yield to them heart and life, though they should clothe God with shape and colour Leave your theory, as Joseph his coat in the hand of the harlot, and flee.

Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood.

Men imagine that they communicate their virtue or vice only by overt actions, and do not see that virtue or vice emits a breath every moment.

Since every thing in nature answers to a moral power, if any phenomenon remains brute and dark, it is because the corresponding faculty in the observer, is not yet active.

Nature is always consistent, though she feigns to contravene her own laws. She keeps her laws, and seems to transcend them. She arms and equips an animal to find its place and live in the earth, and at the same time she arms and equips another animal to destroy it. Space exists to divide creatures ; but by clothing the sides of a bird with a few feathers, she gives him a petty omnipresence If we look at her work, we seem to catch a glance of a system in transition.

Plants are the young of the world, vessels of health, and vigour ; but they grope ever upward towards consciousness ; the trees are imperfect men, and seem to bemoan their imprisonment, rooted in the ground. The animal is the novice and probationer of a more advanced order.

The men, though young, having tasted the first drop from the cup of thought, are already dissipated : the maples and ferns are still uncorrupt ; yet no doubt when they come to consciousness, they too will curse and swear. Flowers so strictly belong to youth that we adult men soon come to feel that their beautiful generations concern not us : we have had our day ; now let the children have theirs. The flowers jilt us, and we are old bachelors with our ridiculous tenderness.

No man is quite sane ; each has a vein of folly in his composition, a slight determination of blood to the head, to make sure of holding him hard to some one point, which his nature had taken to heart.

The heroic soul does not sell its justice and its nobleness. It does not ask to dine nicely and to sleep warm. The essence of greatness is the perception that virtue is enough. Poverty is its ornament. It does not need plenty, and can very well abide its loss.

Man is a stream whose source is hidden. Our being is descending into us from we know not whence. The most exact calculator has no pre-science that somewhat incalculable may not balk the very next moment. I am constrained every moment to acknowledge a higher origin for events than the Will I call mine,

---

What we commonly call man, the eating, drinking, planting, counting man, does not, as we know him, represent himself, but misrepresents himself. Him we do not respect, but the soul, whose organ he is, would he let it appear through his action, would make our knees bend.

We, as we read, must become Greeks, Romans, Turks, priest and king, martyr and executioner; must fasten these images to some reality in our secret experience, or we shall learn nothing rightly.

My life is for itself and not for a spectacle. I much prefer that it should be of a lower strain, so it be genuine and equal, than that it should be glittering and unsteady.

That which shows God in me, fortifies me. That which shows God out of me, makes me a wart and a wen. There is no longer a necessary reason for my being. Already the long shadows of untimely oblivion creep over me, and I shall decease for ever.

In the soul of man, there is a justice whose retributions are instant and entire. He who does a good deed, is instantly ennobled. He who does a mean deed, is by the action itself contracted. He who puts off impurity, thereby puts on purity. If a man is at heart just, then in so far is he God; the safety of God, the immortality of God, the majesty of God, do enter into that man with justice. If a man dissemble, deceive, he deceives himsef, and goes out of acquaintance with his own being. A man in the view of absolute goodness, adores, with

total humility. Every step so downward, is a step upward. The man who renounces himself, comes to himself.

As we are, so we associate. The good, by affinity, seek the good; the vile, by affinity, the vile. Thus of their own volition, souls proceed into heaven, into hell.

Good is positive. Evil is merely privative, not absolute; it is like cold, which is the privation of heat. All evil is so much death or non-entity. Benevolence, is absolute and real.

So much benevolence as a man hath, so much life hath he.

Absolute badness is absolute death.

See, how nations and races flit by on the sea of time, and leave no ripple to tell where they floated or sunk, and one good soul shall make the name of Moses, or of Zeno, or of Zoro-aster, reverend forever.

In the procession of the soul from within outward, it enlarges its circles ever, like the pebble thrown into the pond, or the light proceeding from an orb.

"A few strong instincts and a few plain rules" suffice us. The regular course of studies, the years of academical and professional education, have not yielded me better facts than some idle books under the bench at the Latin school. What we do not call education is more precious than that which we call so.

A man is a method, a progressive arrangement; a selecting principle, gathering his like to him, wherever he goes. He takes only his own out of the multiplicity that sweeps and circles round him. He is like one of those booms which are sent out from the shore on rivers to catch drift-wood, or like the loadstone amongst splinters of steel.

What we call obscure condition or vulgar society is that condition and society whose poetry is not yet written, but which you shall presently make as enviable and renowned as any. In our estimates, let us take a lesson from Kings. The parts of hospitality, the connection of families, the impressiveness of death, and a thousand other things, royalty makes its own estimate of, and a royal mind will. To make habitually a new estimate—that is elevation.

A little consideration of what takes place around

us every day, would show us that a higher law than that of our will regulates events; that our painful labours are unnecessary and fruitless; that only in our easy, simple, spontaneous action are we strong, and by contenting ourselves with obedience we become divine. Belief and love,——a believing love will relieve us of a vast load of care O my brothers, God exists. There is a Soul at the centre of Nature and over the will of every man, so that none of us can wrong the universe. It has so infused its strong enchantment into nature that we prosper when we accept its advice, and when we struggle to wound its creatures our hands are glued to our sides, or they beat our own breasts. The whole course of things goes to teach us Faith, we need only obey

Polarity, or action and reaction, we meet in every part of Nature; in darkness and light; in heat and cold; in the ebb and flow of waters; in male and female; in the centrifugal and centripetal gravity; in electricity, galvanism and chemical affinity. Super-induce magnetism at one end of a needle, the opposite magnetism takes place at the other end. If the south attracts, the north repels. To empty here, you must condense there. An inevitable dualism bisects nature, so that each thing is a half, and suggests another thing to make it whole; as, spirit, matter; man,

woman; odd, even; subjective, objective; in, out; upper, under; motion, rest; yea, nay. In the animal kingdom, the Physiologist has observed that no creatures are favourites, but a certain compensation balances every gift and every defect. A surplusage given to one part, is paid out of a reduction from another part of the same creature. If the head and neck are enlarged, the trunk and extremities are cut short.

The theory of mechanic forces, is another example. What we gain in power, is lost in time; and the converse. The periodic or compensating errors of the planets, are another instance. The influences of climate and soil, in political history, are another. The cold climate invigorates. The barren soil does not breed fevers, crocodiles, tigers, or scorpions.

The same dualism underlies the nature and condition of man Every excess causes a defect; every defect, an excess. Every sweet hath its sour; every evil, its good. Every faculty which is a receiver of pleasure, has an equal penalty put on its abuse. It is to answer for its moderation with its life. For every grain of wit, there is a grain of folly. For everything you have missed, you have gained something else; and for every thing you gain, you lose something. If riches increase, they are increased that use them. If the gatherer gathers too much, Nature takes out of the man what she puts into

his chest ; swells the estate, but kills tho owner. Nature hates monopolies and exceptions. The waves of the Sea do not more speedily seek a level from their loftiest tossing, than the varieties of condition tend to equalise themselves. There is always some levelling circumstance that puts down the overbearing, the strong, the rich, the fortunate, substantially on the same ground with all others.

Is a man too strong and fierce for society, and by temper and position a bad citizen—a morose ruffian, with a dash of the pirate in him—Nature sends him a troop of pretty sons and daughters, who are getting along in the dame's classes at the village school, and love and fear for them smooths his grim scowl to courtesy. Thus she contrives to intenerate the granite and felspar, takes the boar out and puts the lamb in, and keeps her balance true.

The farmer imagines power and place are fine things. But the President has paid dear for his White House. It has commonly cost him all his peace, and the best of his manly attributes. To preserve for a short time so conspicnous an appearance before the world, he is content to eat dust before the real masters who stand erect behind the throne.

Things refuse to be mismanaged long, Though no

checks to a new evil appear, the checks exist, and will appear in due time.

The universe is represented in every one of its particles. Everything in Nature contains all the powers of Nature. Everything is made of one hidden stuff; as the naturalist sees one type under every metamorphosis, and regards a horse as a running man, a fish as a swimming man, a bird as a flying man, a tree as a rooted man.

The world globes itself in a drop of dew. The microscope cannot find the animalcule which is less perfect for being little. Eyes, ears, taste, smell, motion, resistance, appetite, and organs of reproduction that take hold on eternity--all find room to consist in the small creature. The true doctrine of Omnipresence is, that God re-appears with all his parts in every moss and cobweb.

The value of the universe contrives to throw itself into every point.

If the good is there, so is the evil; if the affinity, so the repulsion; if the force, so the limitation.

Thus is the Universe alive. All things are moral, That soul, which within us is a sentiment, outside of us is a law. Justice is not postponed. A perfect equity adjusts its balance in all parts of life. The world looks like a multiplication-table or a mathematical equation,

which, turn it how you will, balances itself. Take what figure you will, its exact value, nor more, nor less, still returns to you. Every secret is told, every crime is punished, every virtue rewarded, every wrong redressed, in silence and certainty. If you see smoke, there must be fire. If you see a hand or a limb, you know that the trunk to which it belongs is there behind.

The parted water re-unites behind our hand. We can no more halve things and get the sensual good, by itself, than we can get an inside that shall have no outside or a light without a shadow. "Drive out Nature with a fork, she comes running back".

As no man had ever a point of pride that was not injurious to him, so no man had ever a defect that was not somewhere made useful to him. The stag in the fable admired his horns and blamed his feet, but when the hunter came, his feet saved him, and afterwards, caught in the thicket, his horns destroyed him.

Every evil to which we do not succumb, is a benefactor. As the Sandwich islander believes that the strength and valour of the enemy he kills, passes into himself, so we gain the strength of the temptation we resist.

Bolts and bars are not the best of our institutions, nor is shrewdness in trade a mark of wisdom. Men suffer all their life long under the foolish superstition

that they can be cheated. But it is as impossible for a man to be cheated by any one but himself, as for a thing to be and not to be at the same time. There is a third silent party to all our bargains. The nature and soul of things takes on itself the guaranty of the fulfilment of every contract, so that honest service cannot come to loss. If you serve an ungrateful master, serve him the more. Put God in your debt. Every stroke shall be repaid. The longer the payment is withholden, the better for you ; for compound interest on compound interest is the rate and usage of this exchequer.

It is the nature of the soul to appropriate all things. Jesus and Shakespeare are fragments of the soul, and by love I conquer and incorporate them in my own conscious domain. His virtue,—is not that mine ? His wit,—if it can not be made mine, it is not wit.

Not in Nature but in man is all the beauty and worth he sees. The world is very empty, and is indebted to this gilding, exalting soul for all its pride. "Earth fills her lap with splendours" not her own. People are not the better for the Sun and Moon, the horizon and the trees ; as it is not observed that the keepers of Roman galleries, or the valets of painters,

have any elevation of thought, or that librarians are wiser men than others.

As the traveller who has lost his way throws his reins on his horse's neck, and trusts to the instinct of the animal to find his road, so must we do with the divine animal who carries us through this world. For if in any manner we can stimulate this instinct, new passages are opened for us into Nature; the mind flows into and through things hardest and highest, and the metamorphosis is possible.

The spirit of the world, the great calm presence of the Creator, comes not forth to the sorceries of opium or of wine. The sublime vision comes to the pure and simple soul in a clean and chaste body. That is not an inspiration which we owe to narcotics, but some counterfeit excitement and fury. Milton says that the lyric poet may drink wine and live generously, but the epic poet, he who shall sing of the gods, and their descent unto men, must drink water out of a wooden bowl; for poetry is not "Devil's wine" but God's wine.

In the following passage, Max Muller compares the Hindus with the rest of the world :—

" Was it so very unnatural for the Hindus, endowed as they were with a transcendental intellect, to look upon this life, not as an arena for gladiatorial strife and combat, or as a market for cheating and huckstering, but as a resting place, a mere waitingroom at a station, on a journey leading them from the known to the unknown, but exciting, for that very reason, their utmost curiosity as to whence they came, and whither they were going ? "

And this is what the illustrious German Philosopher Schopenhauer says :

" In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death. "

সম্পূর্ণ ।